উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৮,১৯৯.১১ (+২৩৪.১২)
নিফটি : ২৩,৭০৭.৯০ (+৯১.৮৫)

গঙ্গাসাগরে নিরাপত্তা
গঙ্গাসাগরমেলা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় জল, স্থল ও আকাশ পথে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। » ৭

প্রণবের স্মৃতিসৌধ গড়বে কেন্দ্র
রাজঘাটে যমুনার ধারে রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্থলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে। » ৮

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ২৪° সর্বনিম্ন ১২°	সর্বোচ্চ ২৪° সর্বনিম্ন ১২°	সর্বোচ্চ ২৪° সর্বনিম্ন ১১°	সর্বোচ্চ ২৪° সর্বনিম্ন ১২°

কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে অনীতা » ৯

২৩ পৌষ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 8 January 2025 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 230

ভূমিকম্পে তিব্বতে হত ১২৬, কাঁপল বঙ্গও

লাসা, ৭ জানুয়ারি : তখনও ঘুম চোখ। তার মধ্যে বিপদ এসে হাজির। তিব্বত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের বেশ কিছু এলাকা নড়ে উঠল ভূমিকম্পে। ভারত বা নেপালে তেমন ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। কিন্তু তিব্বতে নিয়ে এল মৃত্যুমিছিল। মঙ্গলবার সকালের ওই ঘটনায় রাত পর্যন্ত ১২৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে কমপক্ষে ১৮৮ জনকে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে হাজারের বেশি ঘরবাড়ি।

চিনের ভূমিকম্প নেটওয়ার্ক কেন্দ্র কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৬.৮ বলে জানালেও মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা (ইউএসজিএস) ৭.১ বলে উল্লেখ করেছে। ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অন্তত আট লক্ষ মানুষ। ভূমিকম্পের উৎসস্থল তিব্বতের তিংরি প্রদেশে।

ভারতে কম্পন অনুভূত হয় বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। শিলিগুড়িতে সকাল ৬টা ৩৭ মিনিটে ভূমিকম্পটি প্রায় ১৫ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। জোরালো ধাক্কার পরপর কম্পন (আফটারশক) হতে থাকে তিব্বতে। ৪০টিরও বেশি কম্পন ধরা পড়েছে সেখানে। যার মধ্যে ১৬টির মাত্রা ছিল ৩-এর বেশি। চিনা সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া জানিয়েছে, শিগাটসে'র বিভিন্ন এলাকায় ধ্বংসলীলা এবং হতাহত সবচেয়ে বেশি ঘটেছে।

তবে তিব্বত ছাড়া আর কোথাও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। ভূমিকম্পের উৎসস্থল থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। প্রভাব পড়ে এভারেস্টের পাদদেশে নেপালের সোলুখুম্বু জেলাতেও। যদিও সেখানকার মুখ্য জেলা আধিকারিক মনোজ রাজ ঘিমিরে জানিয়েছেন, হতাহতের খবর নেই। নেপালের নামচে অঞ্চলের সরকারি আধিকারিক জগৎপ্রসাদ ভূজেলও জানিয়েছেন, 'জীবনহানি ঘটেনি।'

এরপর দশের পাতায়

মঙ্গলবার ভোরে ৭.১ রিখটার ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের টোংলাই গ্রাম।

পাসপোর্ট বাতিল হাসিনার

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৭ জানুয়ারি : গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পরদিনই আরও চাপে শেখ হাসিনা। তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করল বাংলাদেশ। দেশ ছাড়ার পরপরই তাঁর কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল ঘোষণা করেছিল ঢাকা। এবার নাগরিক হিসেবেও তাঁর পাসপোর্ট আর রইল না। ফলে অনিশ্চয়তায় ঘেরা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ।

হাসিনা এখন আছেন ভারতের আশ্রয়ে। তাঁর পাসপোর্ট বাতিলের দিনই আপাতত বাংলাদেশ ছাড়লেন আরেক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। বিএনপি'র এই শীর্ষনেত্রী অবশ্য চিকিৎসা করাতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লন্ডন রওনা হলেন। হাসিনা আর দেশে ফিরতে পারবেন কি না, সেটা আপাতত অনিশ্চিত। কিন্তু তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা এখন বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রভাবশালী।

খালেদার বিমানে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে মঙ্গলবার হাসিনার বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সাংবাদিক বৈঠকে সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, 'গুম ও হত্যায় জড়িত ২২ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া জুলাই-অগাস্টে গণহত্যায় জড়িত আরও ৭৫ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। পাসপোর্ট বাতিলের তালিকায় শেখ হাসিনার নাম আছে।'

এরপর দশের পাতায়

মালদাবাসীর চাপে পিছু হটল বিজিবি

বৈষ্ণবনগরে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। বিএসএফ-কে কাজ করতে বাধা দিয়েছিল বিজিবি। খবর পেয়ে দু'দিকেই জড়ো হয় স্থানীয় গ্রামবাসী। স্লোগান-পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সীমান্ত।

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ৭ জানুয়ারি : সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই আরও এক বেনজির ছবি। মালদার বৈষ্ণবনগরে বিএসএফ-কে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দেওয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাধা দেওয়ায় উত্তেজনা ছড়ায়। সীমান্তের দু'দিকে জমায়েত হয় স্থানীয় বাসিন্দারা। স্লোগান, পালটা স্লোগান ওঠে সেখানে। মঙ্গলবার মালদার বৈষ্ণবনগরে সীমান্তে এই ঘটনা সামনে এল। বৈষ্ণবনগরের শুকদেবপুর এলাকায় প্রায় ১০০ মিটারে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সেখানে প্রায় উন্মুক্ত।

এহেন পরিস্থিতিতে কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরু করে বিএসএফ। কিন্তু বেড়া দেওয়া নিয়ে আপত্তি জানানোয় কাঁটাতারের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। সেই নিয়ে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাতেও উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থল থেকে যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে ভারতের দিক থেকে 'ভারত মাতা কি জয়', 'বন্দেমাতরম', 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ওঠে। পালটা স্লোগান ভেসে আসে ওপার থেকেও। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যদিও বিএসএফ-এর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে শুকদেবপুর বিওপির কিছু অংশে জলাভূমি রয়েছে। সেখানেই কাঁটাতার দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে বিএসএফ। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদের আপত্তির বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে জমায়েত শুরু করে শুকদেবপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা। সময় গড়ানোর

উত্তপ্ত সীমান্ত

- বৈষ্ণবনগরের শুকদেবপুর সীমান্তে প্রায় ১০০ মিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই
- সেখানে বিএসএফ বেড়া দিতে শুরু করায় আপত্তি জানায় বিজিবি
- এখবর ছড়াতেই হাজির হয়ে যান শুকদেবপুরের বাসিন্দারা
- উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপ করে বিএসএফ
- চাপের মুখে সরে যায় বিজিবি

সাথে সাথে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরে বিএসএফের আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কাঁটাতার লাগানোর সময় বিজিবি বাধা দিয়েছিল। যাতে ওই এলাকায় সীমানা নির্ধারণ না করা যায়। কিন্তু ভারতের জমিতেই কাঁটাতার লাগানো হচ্ছিল। পরবর্তীতে দু'পক্ষের আলোচনা হয়েছে এই বিষয়ে। আবারও কাঁটাতার লাগানোর কাজ শুরু হবে।

শুকদেবপুর এলাকার বাসিন্দা পীযূষ মণ্ডলের কথায়, 'এখানে কিছু অংশে কাঁটাতার নেই। বিএসএফ রবিবার রাত থেকেই কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু করে। গতকাল সেই কাজ শুরু করলেই বিএসএফকে বাধা দেয় প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষীরা। কিন্তু আমাদের দেশের জমিতেই কাঁটাতার দেওয়া হচ্ছিল। বাধা দেওয়ার বিষয়টি আমরা জানতে পেরেই সেখানে হাজির হই। আমাদের গ্রামের কয়েকশো বাসিন্দা ওই এলাকায় জমায়েত করে।' পরে বিএসএফের হস্তক্ষেপে তারা সরে যান। আর এক বাসিন্দা গোপাল মণ্ডল বলেন, 'আমরা আমাদের জমির এক ইঞ্চিও ছাড়ব না। প্রয়োজনে আমরাও বিএসএফের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।'

৫ অগাস্টের পর বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। যার মধ্যে প্রায় ১৫০টিরও বেশি জায়গাকে ব্ল্যাক স্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সূত্রের খবর, অনুপ্রবেশকারীরা ওই ব্ল্যাক স্পটগুলোকেই অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করছে। এরা বিভিন্ন এজেন্টদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই বিএসএফকে কাঁটাতার দিতে বাধা বিজিবির। যা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এদিন।

প্রধানমন্ত্রীকে দিশা দেখাবেন উত্তরের ৪ কৃতী

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : বিশ্বে শিল্পোৎপাদনে ভারতবর্ষকে শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে আগামীর ভাবনা কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিজেদের পরিকল্পনার কথা শোনাবেন উত্তরবঙ্গের তিন তরুণ ও এক তরুণী। আগামী ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিনে দিল্লির 'ভারত মণ্ডপম প্রেক্ষাগৃহ'-এ অনুষ্ঠিত বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে তরুণ নেতাদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিজের প্রস্তাব দেবেন তাঁরা। রাজ্য থেকে দিল্লিগামী ৩৮ জনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদলে উত্তরবঙ্গের চারজনের মধ্যে রয়েছেন ধূপগুড়ির নেতাজিপাড়ার বাসিন্দা সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক আকাশ ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ি শহরের কংগ্রেসপাড়ার বাসিন্দা কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্র প্রীতম সরকার, শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্রী মল্লি দাস এবং মালদা শহরের সিঙ্গাতলার

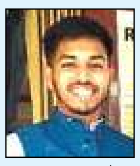

আকাশ ভট্টাচার্য ও মল্লি দাস।

প্রীতম সরকার ও পঙ্কজকুমার রায়

বাসিন্দা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র পঙ্কজকুমার রায়। এঁদের মধ্যে পঙ্কজ গত বছর এমনই এক প্রতিযোগিতায় দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য রেখে এসেছেন।

১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি সারা দেশের ৩০ লাখের বেশি অংশগ্রহণকারীর মধ্যে তিন ধাপের কঠিন বাছাইপর্ব উতরে নির্বাচিত উত্তরবঙ্গের চার প্রতিনিধি

এরপর দশের পাতায়

দিনহাটা নিয়ে অস্বস্তি শাসকের

পুরসভায় বিল্ডিং প্ল্যান জালিয়াতি

ভরসা ফেরাতে ভার অপর্ণাকে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা,৭ জানুয়ারি : বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে ল্যাজেগোবরে অবস্থা দিনহাটা পুরসভার। জালিয়াতি কাণ্ডে একের পর এক পুরকর্মীর গ্রেপ্তারের ঘটনায় অস্বস্তি বেড়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। এই অস্থির অবস্থার মাঝেই পুরসভায় চেয়ারম্যান বদল করল তৃণমূল। পুরসভার প্রতি সাধারণ মানুষের ভরসা ফেরাতে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির অপর্ণা দে নন্দীর হাতেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। অপর্ণাকে দায়িত্ব দিয়ে দল এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছে। একদিকে পুরসভার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা। অন্যদিকে জেলাজুড়ে নবীন-প্রবীণ তৃণমূলের দ্বন্দ্বের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া। শুধু তাই নয়, আগামীতে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে অপর্ণার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে কাজে লাগাতে চাইছে দল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, '১৯৭৩ সালের পর প্রথমবার একজন মহিলা চেয়ারপার্সন পেল দিনহাটা পুরসভা। বর্তমান পুরসভার অস্থির পরিস্থিতিতে দল চেয়েছিল ঠান্ডা, ধীরস্থির মাথার লোক এই দায়িত্ব পাক। সেদিক থেকে রাজ্য অপর্ণার নাম অনুমোদন করেছে। আশা করব উনি সকল কাউন্সিলারকে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে পুরসভা চালাবেন। কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমি সবসময় ওঁর পাশে থাকব।'

দিনহাটায় দীর্ঘদিন ধরেই আদি তৃণমূল কর্মীদের অনেকেই কার্যত ঘরবন্দি। অপর্ণার দাদা অসীম নন্দীও জেলার অন্যতম আদি তৃণমূল নেতা। সেদিক থেকে অসীমের বোন অপর্ণাকে চেয়ারপার্সন হিসেবে বসানোয় আদি তৃণমূল কর্মীদের অনেকেই ফের চাঙ্গা হবেন। আদি-নব্যের দ্বন্দ্বের ক্ষতেও কিছুটা প্রলেপ পড়বে সেক্ষেত্রে। পাশাপাশি প্রতিটি ভোটে দিনহাটা পুরসভার ওয়ার্ডগুলিতে তৃণমূলের পিছিয়ে পড়া কাটিয়ে উঠে নতুন করে দল যাতে লিড পায়, সেই অঙ্কও কাজ করছে দলের কাছে।

উল্লেখ্য, পুরসভায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে একের পর এক পুরকর্মী গ্রেপ্তারের পরে গত ৩০ ডিসেম্বর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এরপরে পুরসভার চেয়ারম্যানের ফাঁকা জায়গায় কে বসবেন তা নিয়ে একাধিক নামের চর্চা শুরু হয় জেলা রাজনীতিতে। অবশেষে মঙ্গলবার সেই জল্পনার অবসান ঘটে।

এরপর দশের পাতায়

শপথবাক্য পাঠ করছেন অপর্ণা দে নন্দী।

তৃণমূলের অঙ্ক

- ১৯৭৩ সালের পর প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সন পেল দিনহাটা পুরসভা
- অপর্ণার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে আস্থা রাখছে শাসকদল
- জেলায় নবীন-প্রবীণ তৃণমূলের দ্বন্দ্বেও প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা
- পুর এলাকায় পিছিয়ে থাকা ওয়ার্ডগুলিতে লিড পাওয়া টার্গেট
- পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

আজ ফের জেরা পুরকর্মীদের

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি : দিনহাটা পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতির শিকড় অনেকটাই গভীরে লুকিয়ে। তদন্তকারীদের এমনটাই বিশ্বাস। আর তাই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার পুরকর্মীদের কয়েকজনকে ফের ডাকা হতে পারে। তাঁদের মধ্যে একজন পুর আধিকারিকও থাকতে পারেন। তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাকে কাকে ডাকা হবে তদন্তকারীরা তা এখনই স্পষ্ট করতে চাইছেন না। তবে তাঁরা যে তদন্তের প্রায় শেষপর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন তা একরকম নিশ্চিত। গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দিনহাটা পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতির ঘটনায় দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে এলাকায় রীতিমতো তোলপাড় হয়েছে। এই জালিয়াতিতে পুলিশ প্রথমে দিনহাটা পুরসভার কর্মী উত্তম চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে। আদালতের নির্দেশে তাঁকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে একের পর এক তথ্য সামনে আসতে থাকে। পুরসভায় এই দুর্নীতির বিষয়টি সামনে আসতেই চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী নিজের পদ ছেড়ে সরে দাঁড়ান। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে দিনহাটা থানায় ডাকা হয়। পরে একাধিক পুরকর্মী ও ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকা হয়। দিনহাটা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে দুজন ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ইস্যুতে পুলিশ আর কাকে কাকে গ্রেপ্তার করতে পারে সেদিকে সাধারণের সব সময়ই নজর রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

অসমের খনিতে জল, মৃত ৩

অসমের প্রত্যন্ত পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে এক কয়লাখনিতে জল ঢুকে পড়ায় মৃত্যু হল ৩ শ্রমিকের। আটকে রয়েছেন ছ'জন। মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ন'জন শ্রমিক খনিতে কাজের জন্য নেমেছিলেন।

» বিস্তারিত দশের পাতায়

বিএসএফের জালে ৬ বাংলাদেশি

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি : ভারতের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক বাংলাদেশি জঙ্গি ধরা পড়ছে। সেই কারণে দিল্লি, মুম্বই সহ বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সেই ভয়ে মুম্বইয়ে থাকা বাংলাদেশিরা দেশে ফিরে যেতে সোমবার রাতে জড়ো হয়েছিল মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়িতে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভোটবাড়ির কৃষিফার্ম সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই শিশু সহ ৬ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ।

মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় তাদের। বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃত চার বাংলাদেশি হল কাবিল শরিফ, তার স্ত্রী হাজেরা শরিফ। তাদের দুই সন্তান ইরফান শরিফ ও ইব্রাহিম শরিফ। ওই একই রাতে কৃষিফার্ম সংলগ্ন অন্য এলাকা থেকে আরেক বাংলাদেশি মহম্মদ নাদিল সর্দারকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেইসঙ্গে মিঠুন রায় নামে এক ভারতীয় পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করে বিএসএফের ৯৮ ব্যাটালিয়ন। আবার কুচলিবাড়ি সীমান্তের করণ আউটপোস্টে ওই রাতে এক বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ।

বিএসএফ সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে নাদিল ও কাবিল অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। পরবর্তীতে কাবিল তার স্ত্রীকেও নিয়ে আসে। ভারতে রীতিমতো সংসার করেছিল কাবিল। ভারতেই জন্ম হয়েছে তার দুই ছেলের। করণ আউটপোস্টে যে বাংলাদেশি মহিলা ধরা পড়েছে সেও নাদিল ও কাবিলদের সঙ্গে থাকত মুম্বইয়ে। তাদের সকলের বাড়ি বাংলাদেশের নড়াইল জেলায়। মুম্বই থেকে একইসঙ্গে এসে মেখলিগঞ্জে ভাগ হয়ে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করেছিল তারা। তাদের কাছে জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হতেই দেশে ফেরার পরিকল্পনা করে তারা। সেইমতো ভারতীয় দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর তারা মেখলিগঞ্জে আসে। পরিকল্পনা ছিল, রাতের অন্ধকার ও ঘন কুয়াশার আড়ালে খোলা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। কিন্তু তার আগেই তাদের গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। বিএসএফের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা সদা তৎপর রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ধরপাকড়ের জের

- ভোটবাড়ির কৃষিফার্ম সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই শিশু সহ ৬ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার
- তাঁদের সকলের বাড়ি বাংলাদেশের নড়াইল জেলায়
- মুম্বইয়ে ধরপাকড় শুরু হওয়ায় তারা সেখান থেকে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করে
- বাংলাদেশিদের সঙ্গে গ্রেপ্তার এক ভারতীয় পাচারকারী

১৫৬ প্রজাতির মাছের মিউজিয়াম

লক্ষ্মীকান্তর বাড়িতে প্রতিদিন ভিড় লেগেই থাকে

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ৭ জানুয়ারি : রুই, কাতল, মৃগেল, ইলিশ, বোরোলি, পুঁটি। এই দুনিয়ায় হাজারো রকমের মাছ থাকলেও সেই সমস্ত প্রজাতির বিষয়ে সাধারণ মানুষের জ্ঞান কিন্তু মোটামুটিভাবে সীমিতই। এ নিয়ে কারও মনে যদি কোনও আক্ষেপ থাকে তবে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাকোপা গ্রামে লক্ষ্মীকান্ত বর্মনের বাড়ি যাওয়া যেতে পারে। সেখানে গেলে রুই, কাতল, মৃগেল তো বটেই আরও ১৫৩ প্রজাতির মাছের দেখা মিলবে। নানা আকারের কাচের জারে সংরক্ষিত অবস্থায়। গোটা বাড়িটাকেই তিনি মাছের মিউজিয়াম বানিয়ে ফেলেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় বলতে যে সমস্ত মাছ নিয়ে তাঁর এই মিউজিয়াম, সবই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে মেলে। লক্ষ্মীকান্তর ইচ্ছে একটাই, নতুন প্রজন্ম বেশি করে মাছ চিনুক। তাঁর এই ইচ্ছেয় অবশ্য অনেকেই সাড়া দিচ্ছেন। লক্ষ্মীকান্তর সাধের মাছ মিউজিয়াম দেখতে আজকাল তাঁর বাড়িতে বেশ ভিড়।

মাছের মিউজায়াম? শুনে খটকা লাগছে? দেশে কিন্তু এমন অনেক মিউজিয়াম আছে। কলকাতা জাদুঘরে জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেডএসআই) এমন একটি ফিশ মিউজিয়াম আছে। লখনউতে জাতীয় মাছ জাদুঘর রয়েছে। দেশে এমন আরও কয়েকটি নজির থাকলেও উত্তরবঙ্গে সম্ভবত নেই। একক উদ্যোগে তো বটেই। আর এখানেই লক্ষ্মীকান্ত কামাল করেছেন। যেভাবে মাছই আজকাল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, এলাকায় 'মাছপাগল' হিসেবে পরিচিতি পেতে তাঁর দেরি হয়নি।

গোড়া থেকেই তাঁর অবশ্য এহেন মৎস্যপ্রীতি ছিল না। একসময় ধান, পাট, তামাকের চাষ করতেন। বছর ৪০ আগে মাথাভাঙ্গার দুয়াইশুয়াই গ্রামে গিয়ে দুটি পুকুর থেকে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে দেখে তাঁর 'মীনমুখী' হওয়া। মাছ বিক্রির সুবাদেও যে বেশ লাভ করা যায় সেটা উপলব্ধি করার পর নিজ এলাকায় ফিরে এসে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত। বাড়ির পাশেই দুটো ফাঁকা জলাশয়ে মাছ চাষ শুরু। আজকাল প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে তাঁর সেই চাষের সুফল ছড়িয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই পুকুরে গিয়ে মাছ চাষের দিকে কড়া নজর দেওয়া। তাঁর চাষ করা রুই, কাতল, মৃগেল, মাগুর, শিঙি, বোরোলি সহ বহু জাতের মাছ কোচবিহার জেলা তো বটেই, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের বাজারগুলিতে যায়। মাছ নিয়ে ব্যবসা করে সফল শিল্পপতি হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। লক্ষ্মীকান্ত সেই সাফল্যে মজেছেন আর মাছ সংরক্ষণে ডুবেছেন।

এরপর দশের পাতায়

ভেলাকোপা গ্রামে নিজের মিউজিয়াম দেখাচ্ছেন লক্ষ্মীকান্ত বর্মন।

ফুটবলের কাছে পাহাড়ও তুচ্ছ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : এক সপ্তাহেরও কম সময়ে আবার সুখবর। উচ্ছ্বসিত আলিপুরদুয়ারের ফুটবলপ্রেমীরা। গত সপ্তাহে সন্তোষ ট্রফি জিতেছে বাংলার দল। আর সেই দলে ছিল আলিপুরদুয়ার জেলার দুই ফুটবলার, শুভম রায় ও আদিত্য থাপা। আর এবার বক্সা পাহাড়ের চুনাভাটি গ্রামের শেরিং ডুকপা সুযোগ পেল ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব ১৭ দলে।

তবে শেরিংয়ের এই সাফল্য কিন্তু সহজে আসেনি। চুনাভাটি, লেপচাখার মতো গ্রামের নাম সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে বটে, তবে সেসবই কিন্তু পর্যটনের জন্য। খেলাধুলোর পরিকাঠামো বলতে সেসব জায়গায় কিছুই নেই। শেরিং যেমন প্রায় ৪৫ মিনিট ট্রেক করে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যেত ফুটবল খেলতে। দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে এসে বন্ধুদের সঙ্গে বক্সাদুয়ারের গ্রামের ফুটবল মাঠে খেলত।

ইস্টবেঙ্গলে শেরিং

- ২০২০ সালে বক্সা পাহাড়ের শেরিং ডুকপার ফুটবল খেলা শুরু
- রাজাভাতখাওয়া, সান্তালাবাড়িতে খেলে নজরে আসে সে
- স্ট্রাইকার ও উইঙ্গার পজিশনে খেলতে স্বচ্ছন্দ
- এখন ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের সদস্য

“জীবনে অনেক দূর পৌঁছানোর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করি। গত বছরের জুলাই মাসে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের মাঠে ট্রায়ালে অংশ নিই। এরপর কলকাতা থেকে ডাক পাই। ইস্টবেঙ্গলের নাম সমাজমাধ্যমে শুনেছিলাম। সেখানেই আজ খেলার সুযোগ পেয়েছি। এটা আমার জীবনের প্রথম বড় সাফল্য।

শেরিং ডুকপা

২০২০ সাল থেকে ফুটবল খেলা শুরু করেছে সে। ফুটবলের প্রতি তার ভালো লাগার কাছে এই ৪৫ মিনিট ধরে পাহাড়ি পথে চড়াই উতরাই ভাঙাটা কিছুই নয়, বলছিল শেরিং। প্রথমে ফুটবলে পা ছোঁয়ানো বন্ধুদের সঙ্গে খেলাচ্ছলে। পরে আস্তে আস্তে এই খেলার প্রতি আলাদা টান অনুভব করে। সামনে আসে ফুটবল খেলায় তার দক্ষতাও। এরপর শেরিং স্থানীয় বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করে। রাজাভাতখাওয়া, সান্তালাবাড়ি, ২৮ বস্তি সহ বিভিন্ন জায়গায় খেলে বেড়াত সে। লক্ষ্য ছিল ভালো খেলা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই একসময় জয়গাঁ ইউনাইটেডে অনুশীলন করতে শুরু করে। তারপরেই গত বছরের জুলাই মাসে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের মাঠে ট্রায়ালে অংশ নিয়েছিল শেরিং। সেখানে সুযোগ পেয়ে যায়। এরপর নভেম্বর মাসে ডাক পেয়ে কলকাতা পৌঁছায়। ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে সুযোগ পাওয়াটাই তার জীবনের প্রথম বড় সাফল্য বলে জানিয়েছে শেরিং।

এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের খেলাও ছিল। সেই ম্যাচে অবশ্য শেরিং সুযোগ পায়নি। তবে পরের ম্যাচগুলোতে খেলার স্বপ্ন দেখছে। মাঠে স্ট্রাইকার ও উইঙ্গার পজিশনে খেলে সে।

দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে সে। বাবা সঞ্জু ডুকপা ও মা রিনচেলাম ডুকপা জানালেন, ছেলে এত দুর্গম জায়গা থেকে এত বড় ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়েছে, এটাই বড় ব্যাপার। উচ্ছ্বসিত কোচ গোবিন্দ বিশ্বও। বললেন, ‘ও আরও ভালো খেলুক, সেটাই চাইব।’ আর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষও এই খবরে আনন্দিত। তিনি মনে করেন, শেরিংকে দেখে বাকিরাও ভালো খেলার অনুপ্রেরণা পাবে।

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০২_২০২৫/কে/১১১৯ তারিখঃ ০৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০২_২০২৫। কাজের নামঃ (ক) "রাণীনগর জলপাইগুড়ি-কিশনগঞ্জ এবং রাণীনগর জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা করা-ক্রমে ৩ নং এবং ১ নং" এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) "হাতিডুবা-হলদিবাড়ি এবং শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড - নতুন আরজিএম সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা-ক্রমে ৪ নং এবং ১ নং" এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩২,২৫,৯৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৬,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট ডিইই (জিএওসিএন্ডজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

বৈকুণ্ঠপুরে বনদুর্গাপুজোর প্রস্তুতি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : শীতের রাতে বনে পুজো। স্থানীয়রা বলেন ঠুনঠুনিয়া মায়ের পুজো। এখন সেটি বনদুর্গার পুজো নামেই পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর বনে এই দেবীর আরাধনা হয়ে আসছে। সর্বজনীন শ্রীশ্রী মা বনদুর্গা পুজো কমিটির এই আয়োজন এবার ৪৪তম বর্ষে পড়ল। আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি পুজো হবে।

বিশেষ রীতি মেনে বনদুর্গা পূজিত হন। ১৩ তারিখ রাতভর বৈকুণ্ঠপুরের বনে স্থায়ী মন্দিরে দেবীর আরাধনা হবে। অবশ্য বরাবরের মতো ওইদিন সকাল থেকেই ভক্তরা মন্দির চত্বরে ভিড় জমাবেন। আয়োজক কমিটির

পুজোর পর প্রতিমা। -ফাইল চিত্র

তরফে রাজু সাহা বললেন, ‘বহু বছর ধরে সাধারণ মানুষের আশা ও আস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বনদুর্গা। বহু ভক্তের সমাগমে মন্দির চত্বর গমগম করে। এবারের পুজোতেও সাধারণ মানুষকে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।’

পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। দু’দিনের এই পুজোয় ভক্তদের সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নেপালি বস্তির বাসিন্দা ধীমান রায়ের কথায়, ‘আমি ছোট থেকেই এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। পুজো নিয়ে আমাদের সবার আলাদা উৎসাহ রয়েছে।’

এই পুজোর ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। বহু বছর আগে এখানে ঠুনঠুনিয়া মায়ের পুজো হত। প্রচুর মানুষ মায়ের কাছে মানসিক করে বৈকুণ্ঠপুরের বনে পুজো দিতে আসতেন। একটা সময় এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ ওই বনে ভিড় করতেন। করোনার পর থেকে সেই ভিড় কমতে থাকে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এখন পুজোকে কেন্দ্র করে কয়েকহাজার মানুষ একত্রিত হন। ইতিমধ্যেই পুজোর আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-16, Memo No- 04/PS, dated- 06.01.2025 of Block Development Officer & Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 15.01.2025. And incase of eNIT No-17, Memo No-65/BDO, Dated-07.01.2025 last date of submission is 20.01.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO
&
E.O
Blg. P.S

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

বিদ্যমান সূচীর সঙ্গে রঙ্গিয়া মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে ই-নিলামের যোগে জানুয়ারি/২০২৫ মাসের জন্যে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্ন অনুসারে প্রদান করা হল:

ক্রম সংখ্যা	মাস/বৎসর	নিলাম সূচী নং.	বিদ্যমান নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ/সময়
১	জানুয়ারি/২০২৫	এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন ২০২৪০১২এ	১১-০১-২০২৫ /১০.৩০

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ এর অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ডাক আহ্বান করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল ও ডিজিটাল) পলিসির অধীনে বিজ্ঞাপন লটের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : এডিভিটি-মালদা-২৫-১। (১) আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন। সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৮০-২৩-১, ভাগলপুর। এএ/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭১-২৩-১, ভাগলপুর। এএ/৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১, ভাগলপুর। এএ/৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৩-২৩-১, ভাগলপুর। এএ/৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১, ভাগলপুর। এএ/৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৬৯-২৩-১, ভাগলপুর। এএ/৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৭-২৩-১, ভাগলপুর। (২) রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন। সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এবি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-১৯০-২৩-১, মালদা টাউন। এবি/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসডি-১৯১-২৩-১, ভাগলপুর। (৩) রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন। সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এসি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১, ভাগলপুর। এসি/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১, ভাগলপুর। এসি/৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬২-২৩-১, জামালপুর। এসি/৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১, ভাগলপুর। এসি/৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১, ভাগলপুর। এসি/৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১, ভাগলপুর। এসি/৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১, মালদা টাউন। এসি/৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১, মালদা টাউন। এসি/৯, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১, ভাগলপুর। এসি/১০, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১, ভাগলপুর। এসি/১১, এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬৩-২৩-১, ভাগলপুর। এসি/১২, এডিভিটি-এমএলডিটি-এনএফকে-ওএসএন-২১৯-২৫-১, নিউ ফরাক্কা। এসি/১৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১, ভাগলপুর। এসি/১৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২-১, ভাগলপুর। এসি/১৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১, ভাগলপুর। এসি/১৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১, ভাগলপুর। এসি/১৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৫-২২-১, ভাগলপুর। এসি/১৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১, ভাগলপুর। অকশন শুরু : ২০.০১.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-185/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন প্রকারের বন্ডের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৪-২৫; তারিখ: ০১-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৪-২৫; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রাণীনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-টিএসআর(পি)-১২.৮০০ টিকেএম-এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের বন্ডের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৬,৬০,৪০৬.৫৫/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট্রি(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিভিন্ন ধরনের বন্ড-এর ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৪-২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ১. টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৪-২৫, কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রাণিনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-টিএসআর (পি)-১২.১৩২ টিকেএম-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বন্ড এর ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৬,০০,৭৭৯.৫০/- টাকা, বায়নার ধন: ১২,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৪-২৫ তারিখঃ ৩১-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের শিলিগুড়ি জংশন-নিউ মাল জংশন (এসএল)-টিএসআর (পি)-১৭.০০০ টিকেএমের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৭,৪৫,২১০.৫০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৪,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই. প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৩২/২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে.

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/৫০২৯এ/ওটি/২৬৮/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ পরিশিষ্ট অনুসারে ৪৫০ টি এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে এয়ার ব্রেক নবীকরণ আইটেমের যোগান এবং ফিটম্যান্ট। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইভিভিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, (১) পরিমাণ: এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট, পিএল সংখ্যা. ৪২৯০৮৬১৪০০৪৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৮৩/২৪/১০৪৯এ/ওটি/২৬৯/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বিজ্ঞাপন ছাড়া ইউটিএস টিকিট প্রিন্টিংয়ের জন্যে প্রি-প্রিন্টেড টিকিট পেপার রোলস, সংলগ্ন পরিশিষ্ট "এ" অনুসারে অন্যান্য শর্তাবলি এবং বিস্তৃত স্পেসিফিকেশন অনুসারে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়াটার মার্ক সহিত উন্নত মানসম্পন্ন ভার্জিন পাল্প সাদা কাগজের ১৩০ জিএসএম (+-৫%) দ্বারা প্রস্তুত ১০৩ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের এবং ৬৪ মিলিমিটার প্রস্থ আকারের টিকিট এবং উভয় দিশার উপরে স্প্রোকেট হোলস সহিত (প্রতিরোল ৫০০ টিকিট)। স্পেসিফিকেশন নং. আইএসঃ ১৮৪৮/১৯৯১ অথবা অন্তিম। ডিআরজি নং স্পেসিফিকেশন নং. আইএসঃ ১৮৪৮/১৯৯১ অথবা অন্তিম অনুসারে (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) (১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো/এনএফআর (অসম) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ১৯২৯.০০। (২) পরিমাণ: গুয়াহাটি/ফর্মস/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ১১২২৬.০০, (৩) পরিমাণ: কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ৪৫০২.০০, (৪) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ৪৮০২.০০, পিএল সংখ্যা. ৮৩০৪০৪০৭।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নকৃত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

মিত্তিরবাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, দুপুর ২.০০ আজকের সন্তান, বিকেল ৫.০০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ৯.৩০ বাজি, ১২.৩০ দুই পৃথিবী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দাদু নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.০০ বন্ধু, বিকেল ৪.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধন, রাত ১০.৩০ বিন্দাস

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.১০ যোদ্ধা, সন্ধে ৭.১৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.১৫ সকাল সন্ধ্যা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পাড়ি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিবাদ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী

কালার্স সিনেপ্লেক্স : বিকেল ৫.৫২ অ্যাঞ্জেল, সন্ধে ৭.৫৮ ফির হেরা ফেরি, রাত ১১.০০ ঠগস

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৪৫ চামর্স বন্ড, বিকেল ৩.০০ ডর @ দ্য মল, সন্ধে ৬.০০ এক কা দম এক, রাত ৮.৩০ ফিরঙ্গি, ১১.৩০ গুন্ডা মাওয়ালি

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৬ সত্য প্রেম কি কথা, দুপুর ২.২০ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, বিকেল ৫.১৮ মিশন রানিগঞ্জ, রাত ৮.০০ খট্টা মিঠা, ১১.০৩ চেন্নাই ভার্সেস চায়না

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০০ রুদ্রাঙ্গী, বিকেল ৩.২৬ চেজিং, ৫.২৮ মায়োঁ, রাত ৮.০০ দ্য রিয়াল টেভর, ১০.৪৯ নবরত্ন

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দ্য জাঙ্গল বুক, বিকেল ৩.১৫ ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান : ডন অফ জাস্টিস, ৫.৩০ এক্স-মেন, সন্ধে ৭.১৫ ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড, রাত ৯.০০ দ্য কনজুরিং-দ্য ডেভিল মেড মি ডু ইট, ১০.৪৫ কিংসম্যান-দ্য সিক্রেট সার্ভিস

সোনি পিক্স : দুপুর ২.২১ র‍্যাম্পেজ, বিকেল ৪.১০ এরিন ব্রোকোভিচ, সন্ধে ৬.২১ দ্য ডার্ক নাইট, রাত ১০.৪৪ অলিম্পাস হ্যাজ ফলেন

বন্ধন সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সজনী গো সজনী
বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

ইন্ডিয়াজ জাঙ্গল হিরোজ
বিকেল ৩.০০
অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট বিকেল ৫.৪৫ মুভিজ নাও

বাজেয়াপ্ত গাঁজা, গ্রেপ্তার দুই

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৭ জানুয়ারি : লরিতে গোপন চেম্বার তৈরি করে কোচবিহার থেকে কল্যাণী মোড়ে গাঁজা পাচারের ছক কষা হয়েছিল। কিন্তু দুই পাচারকারীর বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্তই সব ভেস্তে দিল। গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা। ধৃতরা হল রেজ্জাক মণ্ডল (৩৪) এবং মফিজুল হক (২৫)। তারা তুফানগঞ্জের বলরামপুরের বাসিন্দা। লরি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ৭৮ কেজি গাঁজা, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ লক্ষেরও বেশি। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ধামনাগছের ঘটনা। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। পাচারে ব্যবহৃত লরিটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার অভিযুক্তরা ফুলবাড়ি হয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ধামনাগছে পৌঁছায়। এরপর কিছুটা দূরে চলেও যায় তারা। পরে আবার ধামনাগছে ফিরে এসে একটি ধাবায় খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সেই সময় খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছে সন্দেহজনক লরিটিতে তল্লাশি চালান ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকর্মীরা। সিটের নীচে গোপন চেম্বার খুলতেই পুলিশের চোখ ছানাবড়া। চেম্বারের ভিতরে থরে থরে সাজানো ছিল গাঁজার প্যাকেট। ১২টি প্যাকেট থেকে মোট ৭৭ কেজি ৮৩৬ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, মারুগঞ্জ থেকে রওনা হয়েছিল অভিযুক্তরা। কোচবিহারের চিলাখানা থেকে গাঁজা নিয়ে কল্যাণী মোড়ে তা ‘ডেলিভারি’র ছক কষা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, রেজ্জাক এর আগেও গাঁজা পাচারে ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। তবে, আরেক ধৃত মফিজুলের দাবি, সে এবারই প্রথম এই কাজ করেছে। পাচারের জন্য রনি নামে কোচবিহারের এক বাসিন্দা তাদের এই গাঁজা সরবরাহ করেছিল। রনির খোঁজ শুরু হয়েছে। মাদকের কারবারে আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানানো হতে পারে।

কর্মখালি

সারদা শিশুতীর্থ সূর্য্যসেন কলোনির জন্য শিক্ষক চাই। যোগ্যতা - ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ ডিএল.এড আবশ্যক। হাতের কাজ, নাচ, অঙ্কন ও সংগীত ইত্যাদি শিক্ষা আনুষঙ্গিক বিষয়ে দক্ষ প্রার্থীর অগ্রাধিকার থাকবে। কার্যালয় সহযোগী কর্মী আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা - B.Com পাশ এবং হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে কম্পিউটারে দক্ষ। সম্পাদকের উদ্দেশ্যে দশদিনের মধ্যে আবেদনপত্র কাম্য। যোগাযোগ - ৭৩১৯০২৩০০৪। (C/114320)

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্র নং 164 dt 12.01.05 আমার নাম ভুল আছে এবং আমার ছেলের আধার কার্ড নং 669925317430 তার নাম ভুল থাকায় গত 06.01.25 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mominur Rahaman এবং Maminur Miah, ছেলে Nabiull Miah এবং Rabiul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দীগলহাটি, ময়নাগুড়ি, দুমুখা নয়ারহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/113149)

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT-13/MLDMCH Dated-06/01/25, Various Medicine & MSVP/E-NIT-14/MLDMCH Dated-06/01/25, Baby Foods at Malda Medical College & Hospital, Malda. www.wbhealth.gov.in/www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in Or office of the Under signed.

MSVP, Malda MCH

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)

Date of submission of online NITs published on 24/12/2024 have been extended up to 10/01/2025 at 06.00 p.m. for supplying (a) Equipment (b) IT Materials (c) Farm Implements (d) Fire Extinguisher & (e) Furniture. For details please visit **www.wbtenders.gov.in.**

Registrar (Actg.)

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited vide e-NIT No.- 22 (e) & 23 (e)/EO/K-I PS of 2024-25 Dated- 03.01.2025 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P & RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in / www.malda.gov.in** for details. Last date of Tender submission 20.01.2025 upto 15:00 hours.

Sd/- Executive Officer
Kaliachak-I Panchayat Samity, Malda

কর্মখালি

Marketing person required in Petlab diagnostic centre, Siliguri. Qualification : Graduate. Ph : 8158933766. (C/114422)

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ফালাকাটায় প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড চাই, বেতন ১১০০০/-। M : 9733083706. (C/114423)

সারদা শিশুতীর্থ, তুলসীপাড়া, রূপাহার, উঃ দিঃ, উচ্চ প্রাথমিকে গণিত, ইংরেজি, জীবনবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা বিষয়ে, প্রাথমিকে শিক্ষক তদূর্ধ্ব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। বায়োডাটা জমার শেষ তারিখ ১০/০১/২০২৫ কার্যালয়ে। সংগীত, নৃত্য, তবলা দক্ষরা অগ্রাধিকার। সাক্ষাৎকার - ১২/০১/২০২৫ (দুপুর ১২টা) যোগাযোগ - ৯৩৩২০২১৩৫৬/৯৪৭৪৩২৪৮৩৬।

শুভেচ্ছা

কলাশ্রী, সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষাকেন্দ্র সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি, Happy New Year 2025. অধ্যাপক - শ্রী প্রলয় সাহা, অধ্যাপিকা - শ্রীমতী ঝুমা সাহা (চক্রবর্তী)। Mobile - 9749565089. (C/114409)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে মদ কারখানার বর্জ্য (কাগজ কার্টুন, বাটার পেপার, প্লাস্টিক বোতল, কাচ বর্জ্য, অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিক ক্যাপ ইত্যাদি) বিক্রয় হইবে। ক্রেতারা যোগাযোগ করুন ৯৮৭৪১৮৪২৯৮। (C/114321)

TENDER NOTICE

E-NIeT No-: 20(e)/CHL-II/B/2024-25, Dtd-06/01/2025, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in.

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

e-TENDER

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIT No-11/APD/WBSRDA/EOI/2024-25. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer/WBSRDA/Alipurduar Division

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারে আপনার মতামত সবাই মানতে নাও পারেন। শান্ত থাকুন। পাওনা আদায় হবে। বৃষ : পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে পেয়ে খুশি হবেন। কাজের জন্য দুশ্চিন্তা কমবে। মিথুন : দাম্পত্যে সমস্যা মিটে যাবে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। কর্কট : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাগজ হারিয়ে যেতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। জনকল্যাণে অংশ নিয়ে তৃপ্তি। সিংহ : পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে। অধিক ভোজন ক্ষতি করবে। পুরোনো ঘটনার জন্য অনুশোচনা। কন্যা : বুকের ব্যথা নিয়ে সমস্যা কমবে। বাবার পরামর্শে সংসারে শান্তি। ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরবে। তুলা : সামান্য লোভও কিন্তু আজ সমস্যা তৈরি করতে পারে। নতুন বন্ধুপ্রাপ্তি। বৃশ্চিক : বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সাবধানে থাকুন। ধনু : শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন। অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিন। মকর : অকারণে দুশ্চিন্তা। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কুম্ভ : অতি ভোগেচ্ছা সমস্যা তৈরি করবে। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। মীন : অযথা বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কন্যার শুভ সংবাদে স্বস্তি। প্রেমে মান-অভিমান চলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ১৮ পৌষ, ৮ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৩ পুহ, সংবৎ ৯ পৌষ সুদি, ৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৪। বুধবার, নবমী দিবা ২।২ অশ্বিনীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৩৬। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৮।৫২। কৌলবকরণ দিবা ২।২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২। ৫৪ গতে গরকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। অপরাহ্ণ ৪।৩৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ২।২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৯।৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৫ গতে ৪।৪৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ অপরাহ্ণ ৪।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ২।২ গতে অপরাহ্ণ ৪।৩৬ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান শুশ্বারত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ, দিবা ২।২ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দশমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৯ মধ্যে ও ১০।১ গতে ১১।২৮ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৪।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১১ গতে ৮।৫৭ মধ্যে ও ২।১ গতে ৬।২৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৩ গতে ৩।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৭ গতে ১০।৩২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

১০ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে লিটল ম্যাগাজিন মেলা

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : এবার প্রথম শিলিগুড়িতে লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধন করতে আসছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনদিনের এই মেলা শুরু হচ্ছে ১০ জানুয়ারি। মেলায় উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার কবি, সাহিত্যিক, গল্পকাররা উপস্থিত থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মেলায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও শিলিগুড়ি কলেজ।

এবারই শিলিগুড়িতে প্রথম লিটল ম্যাগাজিন মেলা, 'উত্তরের হাওয়া'র উদ্বোধন হতে চলেছে।

আসছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য

তিনদিন ধরে এই লিটল ম্যাগাজিন মেলায় ৮ জেলার প্রায় ৪০০ জন কবি, সাহিত্যিক অংশ নেবেন। কলেজে এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্টল হবে। এখানে হবে সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও। গত বছর কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজে এই লিটল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সোমবার মেলা নিয়ে শিলিগুড়ির সমস্ত স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মেয়র গৌতম দেব। মেলায় স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় অংশ নিতে পারবে। বৈঠক শেষে মেয়র বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরের পরিকাঠামো উন্নয়ন শুধু নয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলোর প্রতিও আমরা প্রথম দিন থেকে নজর দিয়ে আসছি। আমরা চাই, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই মেলায় বেশি করে আসুক। কারণ এখানে তিনদিন ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, গল্পকাররা থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরেও অংশ নিতে পারবে পড়ুয়ারা।'

উত্তরের শিকড়

উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ শৈবতীর্থ জল্পেশ

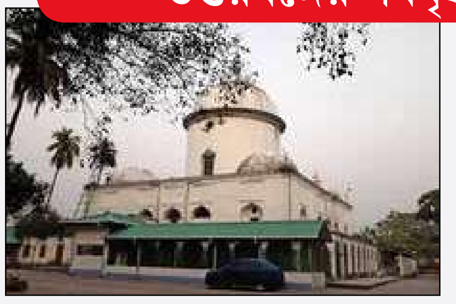

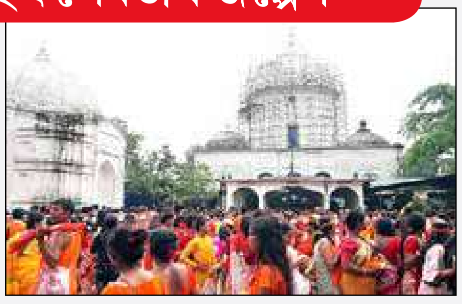

সপ্তদশ শতাব্দীতে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ এবং তাঁর ছেলে মোদনারায়ণ বর্তমান মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এক একর জমির উপর ১২৭ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মন্দিরটি ১২৪ ফুট লম্বা এবং ১২০ ফুট চওড়া। মন্দির সংলগ্ন জায়গায় দুই একর আয়তনের সুবর্ণ কুণ্ড নামে পুকুর রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে প্রায় ২০ ফুট নীচে নেমে পুজো দিতে হয়। গোটা দেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির।

ময়নাগুড়ি শহর থেকে ইন্দিরা মোড় হয়ে সার্ক রোড ধরে গিয়ে বাঁ দিকের পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই জরদা সেতু পেরিয়ে জল্পেশ মন্দির। শিবচতুর্দশীতে জল্পেশমেলা, বৈশাখ মাসে বৈশাখীমেলা এবং শ্রাবণ মাসে শ্রাবণীমেলা হয় এখানে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রাবণীমেলা। সেসময় প্রতি বছর আট থেকে দশ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় সেখানে। প্রতিবেশী দেশ ভুটান, সিকিম, বাংলাদেশ, অসম, বিহার থেকেও অসংখ্য পুণ্যার্থী আসেন পুজো দিতে। মন্দির থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে তিস্তা এবং জলঢাকা নদীর তীরে পুণ্যার্থীদের জন্য স্নানের ঘাট করা হয়।

এছাড়া এখানে নিত্যদিনের পুজো ও ভোগ রান্না হয়। শিবচতুর্দশীর রাতে মন্দিরে পুজো হয়। মন্দির থেকে সামান্য দূরত্বে মাঠে মেলা বসে। জল্পেশমেলার মাঠে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের স্থায়ী সাংস্কৃতিক মঞ্চ রয়েছে। জল্পেশমেলার ১০ দিন এই সাংস্কৃতিক মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। মন্দির এবং এখানকার বিভিন্ন মেলাকে ঘিরে এখানে ব্যবসাও বেশ জমজমাট হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমান এখানে। বিভিন্ন মেলায় বাইরের বহু স্টল আসে এখানে প্রতি বছর নিয়মিত। পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে।

এলিভেটেড করিডর সেবকে

রাস্তা সম্প্রসারণে বরাদ্দ ১৪০০ কোটি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : ঘোষণা হয়েছিল '২৩-এর মে মাসে। অর্থ বরাদ্দ হয়ে গেল '২৫-এর শুরুতে। সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রাস্তার জন্য নীতিন গড়করির মন্ত্রক বরাদ্দ করল ১,৪০০ কোটি টাকা। ফলে বালাসন সেতু থেকে এলিভেটেড হাইওয়ের যে কাজ চলছে, তা সম্প্রসারিত হচ্ছে সেবক বাজার পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের একাধিক রাস্তা সহ সিকিমের লাইফলাইন নিয়েও নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে সড়ক পরিবহণমন্ত্রক।

বাগ্রাকোটের মতো ১০ নম্বর জাতীয় সড়ককেও নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে মন্ত্রক সূত্রে খবর। যে কারণে রাস্তাটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে। এলিভেটেড হাইওয়ের নতুন অংশের অর্থ বরাদ্দের নথি প্রকাশ্যে এনে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলছেন, 'সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটছে। পরিকল্পনামাফিক বেশ কিছু রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। ফলে পাহাড়, সমতল দুই অংশের মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরালো হবে। প্রসার ঘটবে পর্যটনে।' শিলিগুড়ি শহরকে কেন্দ্র করে রিং রোড তৈরির আশ্বাসও নতুন করে দিয়েছেন সাংসদ।

সিকিমগামী বিকল্প পথ আশা জাগিয়েছে উত্তরে। বাগ্রাকোট থেকে চুইখিম হয়ে নতুন রাস্তা ও লুপ পুল দেখতে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদেরও। পুরোদমে রাস্তাটি চালু হয়ে গেলে বাংলা-সিকিম যোগাযোগে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে। সেইসঙ্গে সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর সম্প্রসারিত হলে খুব কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে কালিম্পং ও সিকিমে। বর্ষার সময় ধসে রাস্তা অবরুদ্ধ হলেও আর ভোগান্তি থাকবে না পর্যটক ও সাধারণের।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক সূত্রে খবর, কিছুদিনের মধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। এই কাজ শেষ হবে তিন বছরের মধ্যে। অর্থাৎ ২০২৮ সালেই সেবক বাজার পর্যন্ত এলিভেটেড হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটতে পারবে।

অদূরভবিষ্যতে সেবক বাজার থেকে দ্বিতীয় করোনেশন সেতু মাথা তুলবে। যে কারণেই রাস্তাটিকে সেবক বাজার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নতুন ১৪ কিলোমিটার রাস্তায় উড়ালপুল তৈরি হবে সেবক রেলগেট সহ আরও দুটি জায়গায়। পাশাপাশি, সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নিয়েও নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছে গড়করির মন্ত্রক।

গত কয়েক বছরে বর্ষায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। একের পর এক ধসের জেরে চলতি বছরও বর্ষার সময় প্রায়দিন বন্ধ ছিল রাস্তাটি। ১০ নম্বর সড়ককে বাঁচাতে ধসপ্রবণ এলাকায় উড়ালপুল তৈরির পরামর্শ দিয়েছে জাপানের একটি সড়ক বিশেষজ্ঞ সংস্থা। ওই প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে এনএইচআইডিসিএল। এক বছরের মধ্যে ওই কাজ শুরু হয়ে যাবে বলেও প্রত্যাশী রাজু।

তাঁর বক্তব্য, 'বালাসন হয়ে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং এবং দাওয়াইপানি-তিস্তা-দার্জিলিংয়ের মধ্যে দুটি জাতীয় সড়ক তৈরির যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন, তা নিয়েও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। লোধামা, বিজনবাড়ি সহ কয়েকটি এলাকায় রাস্তা তৈরির ব্যাপারেও সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে মন্ত্রক।'

এদিনই মালদা-রতুয়া-ফুলহর সেকশনে ৫০ কিলোমিটার দুই লেনের রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা। ফলে ওই পথেও ভোগান্তি কমবে অচিরে। আপাতত সেই আশাতেই রয়েছে উত্তরবঙ্গ।

যেমন ভাবনা

- বালাসন সেতু থেকে শালুগাড়ার সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর হচ্ছে
- রাস্তাটি সম্প্রসারিত হয়ে সেবক বাজার পর্যন্ত যাবে
- অদূর ভবিষ্যতে সেবক বাজার থেকে মাথা তুলবে দ্বিতীয় করোনেশন সেতু
- পরবর্তীতে এলিভেটেড করিডরটি দ্বিতীয় সেতুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে

দেহ ফেরানোই দুঃসাধ্য

ভিনরাজ্যে মৃত হরিশ্চন্দ্রপুরের পরিযায়ী শ্রমিক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ জানুয়ারি : সংসারে চরম অভাব। আবার অসুস্থ বাবার জন্যও চিকিৎসার টাকা প্রয়োজন। সেই টাকা জোগাড়ে এবং পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফোটাতে এক মাস আগে চণ্ডীগড়ে নির্মাণশ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোহিলা গ্রামের আকালু রায় (৪৫)। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে বড়ই অঞ্চলে সোমবার দুপুরে সেখানেই মাটিচাপা পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এখন আর্থিক কারণে বাড়িতে দেহ ফেরানো নিয়ে চিন্তায় পড়েছে ওই পরিযায়ীর পরিবার। অবশ্য প্রশাসনের তরফে পরিবারটি যাতে সমস্তরকম সহায়তা পায়, তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। বছরের শুরুতেই ফের ভিনরাজ্যে মৃত্যু হল আরেক শ্রমিকের। এক মাস আগে আকালু চণ্ডীগড়ে যান। সেখানে তিনি ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণ প্রকল্পে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। গত সোমবার দুপুরে মেশিন দিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় ওই গর্তের নীচে নেমে কাজ করছিলেন আকালু। হঠাৎ গর্তের মাটি ধসে পড়ে। ধসের নীচে চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় আকালুর। প্রকল্পে নিযুক্ত সংস্থার তরফে আকালুর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আকালুর বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা এবং স্ত্রী। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

শোকে আকুল বাবা অজন রায়ের আক্ষেপ, 'সংসারের মুখে হাসি ফোটাতে এবং আমার চিকিৎসার অর্থ জোগাড় করতেই ছেলে ভিনরাজ্যে গিয়েছিল। এখন ছেলের নিথর দেহ ফিরবে বাড়িতে। এলাকায় কাজ না পেয়ে বাইরে গিয়েছিল। এরপর সংসার কীভাবে চলবে বুঝতে পারছি না। ছেলের দেহ যে ফিরিয়ে আনব, সেই টাকার সংস্থান এখনও করতে পারছি না।'

জেলা পরিষদ সদস্য তৃণমূলের মর্জিনা খাতুনের আশ্বাস, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। শুনতে পেলাম ভিনরাজ্যে নির্মাণকাজে গিয়ে মাটিচাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে আকালুর। পরিবারটি যাতে প্রশাসনের তরফে সমস্ত সহায়তা পায়, আমি সেই ব্যবস্থা করব।'

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল জানান, 'প্রশাসনের ত্রাণ তহবিল থেকে ওই শ্রমিকের পরিবারকে সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।' আকালুর মর্মান্তিক পরিণতিতে স্থানীয় শিক্ষক রফিকুল আলম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এলাকায় কর্মসংস্থান নেই। তাই স্থানীয় তরুণ, এমনকি বৃদ্ধরাও কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যাচ্ছেন। আর সাদা কাপড়ে কফিনবন্দি হয়ে এলাকায় তাঁদের দেহ ফিরছে। প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধি কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছু সরকারি সাহায্য দিয়ে তাঁরা দায় ঝেড়ে ফেলছেন।'

এদিকে কবে, কীভাবে ছেলের দেহ ফেরাবে সেই চিন্তায় আকুল আকালুর হতভাগ্য পরিবার।

সৌরভের নীলবাতির গাড়িতে বিতর্ক

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : এখন তিনি কোনও জনপ্রতিনিধি নন। সরকারি কোনও বড় পদেও আর নেই। তা সত্ত্বেও নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপে বিতর্কে জড়ালেন আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার ফালাকাটার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক। তখনই তিনি একটি নীলবাতি লাগানো গাড়ি থেকে নামেন। কেবল এদিনই নয়, অভিযোগ, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপেই তাঁকে নাকি যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু কোন পদাধিকার বলে নীলবাতির গাড়িতে চাপছেন সৌরভ? প্রশ্ন উঠেছে। সরব হয়েছেন বিরোধীরাও।

এব্যাপারে সৌরভের কাছেও প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, 'ওটা আমার গাড়ি ছিল না। সরকারি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য একটি পুলকারে উঠেছিলাম। সেখানে কোনও বাতি লাগানো ছিল কি না, সেটা দেখা হয়নি। তবে আমার মনে হয়েছে গাড়িটি এনবিডিডি বা জেলা পরিষদের ছিল।'

এই অজুহাত কিন্তু খুব একটা ধোপে টিকছে না। সৌরভ যতই অন্যের গাড়ি বলে চালাতে চান না কেন, সরকারি তথ্য অন্য কথা বলছে। এদিন তিনি যে গাড়িতে করে যাতায়াত করেছেন, তার নম্বর থেকে স্পষ্ট যে গাড়িটি জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের নামে রেজিস্ট্রেশন করা। খোদ ট্রাফিক পুলিশের থেকেই এই তথ্য মিলেছে। এই ব্যাংকেরই চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ।

নীলবাতির গাড়িতে সৌরভ।

প্রাক্তন বিধায়কের এমন নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহারের বিষয়ে অবশ্য তেমন কিছু বলতে চাননি আলিপুরদুয়ারের বর্তমান বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি আমার নজরে আসেনি। তাই আমি কিছু বলব না।' আর তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইককে অবশ্য এদিন ফোনে পাওয়া যায়নি।

হেরিটেজ স্বীকৃতিতে বঞ্চিতই জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির, বটেশ্বর, জটিলেশ্বর মন্দির, সদরখেঁ-এর মতো শৈবতীর্থ ছাড়াও চালসা পোলো ক্লাব, মালবাজার মহকুমার একাধিক প্রাচীন গির্জা, সামসিংয়ের গুম্ফা থেকে চা কর সাহেবদের কবরখানা ও কয়েকটি মসজিদ সহ জলপাইগুড়ির ৪২টি হেরিটেজ নির্মাণের তালিকা রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে জমা পড়েছিল ২০১১ সালে।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলার শতাধিক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও স্থাপত্যের একটিরও 'হেরিটেজ' স্বীকৃতি মেলেনি। এমনকি কোচবিহার হেরিটেজ শহর হলেও এখানকার প্রাচীন নির্মাণগুলি নিয়ে গত এক দশকে কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। যদিও ২০১১ সালে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তরবঙ্গজুড়ে সম্ভাব্য হেরিটেজ তালিকা তথ্য ও ছবি সহকারে পাঠিয়েছিল। আজও জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে সেই স্বীকৃতি অথই জলে।

রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সদস্য জলপাইগুড়ির ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, '১০০ বছর বা তার বেশি পুরোনো সম্পত্তি বা স্থাপত্যকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আমি কমিশনের সদস্য হওয়ার পর একটি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলাম।'

জলপাইগুড়ি শহরে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা পূর্ত দপ্তরের বিপরীতে কোচবিহার মহারাজার তৈরি করা আয়রন হাউস আজ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চা বাগানের সাহেবদের তৈরি ক্লাব রোডের ইউরোপিয়ান ক্লাবের অবস্থাও জরাজীর্ণ। তেলিপাড়ার তত্ত্ববিদ্যা ভবনের বারান্দায় চায়ের দোকান বসে। সমাজপাড়ার আর্যনাট্য ভবনের পুরানো মঞ্চ খুলে নতুন করে করা হয়েছে। ভবনের মাঠ ঐতিহাসিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সভা সমিতির স্মৃতি নিয়ে অযত্নে পড়ে রয়েছে। নয়াবস্তির প্রাচীন ব্যাপটিস্ট চার্চ নিজেদের অসুবিধার কথা ভেবে প্রাচীন কাঠামো ভেঙে নতুন গির্জা বানিয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের আয়রন হাউস।

কালেক্টরেট রোডে সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চটি এখনও অপেক্ষায় আছে কবে হেরিটেজ স্বীকৃতি মিলবে। বৈকুণ্ঠপুর রাজপ্রাসাদের এক অংশ এখন খণ্ডহর। অন্য অংশ মেরামত করে পরিবারের লোকজন থাকেন। রাজবাড়ির হেরিটেজ সম্পত্তি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা চলছে। শুধু জলপাইগুড়ি শহরের সম্ভাব্য হেরিটেজ নির্মাণের ছবিটা এতটাই বিবর্ণ।

ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির, বটেশ্বর, জটিলেশ্বর মন্দির, সদরখেঁ-এর মতো শৈবতীর্থ ছাড়াও চালসা পোলো ক্লাব, মালবাজার মহকুমার একাধিক প্রাচীন গির্জা, সামসিংয়ের গুম্ফা থেকে চা কর সাহেবদের কবরখানা ও কয়েকটি মসজিদ সহ জলপাইগুড়ির ৪২টি হেরিটেজ নির্মাণের তালিকা রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে জমা পড়েছিল ২০১১ সালে। পরে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন থেকে সেই তালিকা বাড়িয়ে শতাধিক করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনও আগ্রহই দেখায়নি রাজ্য হেরিটেজ কমিশন।

আর্যনাট্য সমাজের কাঠের মঞ্চে শিশির ভাদুড়ি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, কেলুচরণ মহাপাত্রর মতো দিকপালরা অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হল, রাজ্য হেরিটেজ কমিশন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালকেই উত্তরবঙ্গের নোডাল এজেন্সি করে হেরিটেজ সম্পত্তির তালিকা পাঠাতে বলেছিল। সেইসময় থেকে গত বছর অক্টোবর পর্যন্ত কমিশনে উত্তরবঙ্গ থেকে একজন প্রতিনিধিকেও রাখা হয়নি।

গত নভেম্বরে আনন্দগোপাল ঘোষকে সদস্য করা হয়। কিন্তু এতদিনেও একবারের জন্য প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে বা জলপাইগুড়ি নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত তালিকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেনি কমিশন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা শেখ মুজিবর রহমান - কে

13.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82K 98342 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে একটি নতুন জীবন উপহার দিয়েছে। এই বয়সে এটি আমার জন্য অকল্পনীয় একটি সাহায্য, কারণ নিজের আর্থিক স্থিতিশীলতার সাথে বেঁচে থাকাই জীবনের আসল শক্তি। আমার সমস্ত ধন্যবাদ ডিয়ার লটারিকে জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

টুকরো খবর

রক্তদান শিবির

ভোটবাড়ি, ৭ জানুয়ারি : ভোটবাড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্য ইয়ং মাইন্ডস-এর পক্ষ থেকে মঙ্গলবার হেলাপাকড়ি মোড় এলাকায় রক্তদান শিবির হয়। এর পাশাপাশি গোটা মেখলিগঞ্জ ব্লকজুড়ে দুঃস্থ রোগীদের কথা মাথায় রেখে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার সূচনা করা হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস

নিশিগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির ৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। এদিন কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঘপালা এপি বিদ্যালয়ের মাঠে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সন্তোষকুমার বর্মন, নাজির হোসেন, মিন্টু রায়।

ধর্মীয় জলসা

ফেশ্যাবাড়ি, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ধর্মীয় জলসা অনুষ্ঠিত হল ফেশ্যাবাড়িতে। এদিন বানাত মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ওই জলসা শুনতে প্রচুর মানুষ হাজির হন। বানাতের তরফে খয়েবর হাফেজ জানান, এদিনের জলসায় দিনহাটা নয়ারহাট মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মৌলানা আব্দুল বারি সাহেব, সহ শিক্ষক আব্দুর রশিদ সহ অন্য বক্তারা ধর্মীয় আলোচনা করেন।

কর্মীসভা

শীতলকুচি, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার পশ্চিম খেংচি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯৮ নম্বর বুথের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের কর্মীসভায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন বিজেপির তপশিলি মোর্চার প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি ধনবর বর্মন।

কাজের সূচনা

ফুলবাড়ি, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ফুলবাড়ির ঢ্যাপবাড়ি ২০৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচাগার নির্মাণের কাজের সূচনা হয়। কাজের সূচনা করেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন। উপস্থিত ছিলেন ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নৃপেন বিশ্বাস সহ অন্যরা। এই শৌচাগার নির্মাণের জন্য খরচ হবে প্রায় চার লক্ষ টাকা।

দ্বারোদঘাটন

সিতাই, ৭ জানুয়ারি : সিতাই বিডিও অফিসের নবনির্মিত প্রবেশপথের দ্বারোদঘাটন হল। মঙ্গলবার দুপুরে ফিতে কেটে সেটির উদ্বোধন করেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। উপস্থিত ছিলেন সিতাই বিধানসভার বিধায়ক সংগীতা রায়, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নিবিড় মণ্ডল সহ অনেকেই।

থানায় বিক্ষোভ

ঘোকসাডাঙ্গা, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ঘোকসাডাঙ্গা থানায় অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য। থানায় তাঁদের একসঙ্গে প্রবেশ করতে বারণ করে ডিউটিরত পুলিশকর্মীরা। আর তারপরেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী-সমর্থকরা থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। পরে অবশ্য পুলিশ তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মিটিয়ে নেয়।

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চূড়ান্ত অব্যবস্থার নিদর্শন

মেলে না চাদর-কম্বল

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফাঁকা শয্যা। - সংবাদচিত্র

বাড়ছে ভোগান্তি

- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হলে বাড়ি থেকে আনতে হচ্ছে বিছানার চাদর
- শীতে কম্বল পান না রোগীরা
- এই অবস্থায় নিতান্ত বাধ্য না হলে অনেকেই এখানে ভর্তি থাকতে চান না
- নিজেরাই রেফার নিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন

বক্সিরহাট, ৭ জানুয়ারি : স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হলে বাড়ি থেকে আনতে হচ্ছে বিছানার চাদর। শীতে কম্বল পান না বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীরা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমন হালে নিতান্ত বাধ্য না হলে অনেকেই এখানে ভর্তি থাকতে চান না। নিজেরাই রেফার নিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। ফলে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধিকাংশ বেডই ফাঁকা পড়ে থাকছে। এখানে অমিল পানীয় জলের ব্যবস্থা। দৈনিক বাইরে থেকে কিনতে হয় জল। এজন্য রোগী ও স্বজনদের ক্ষোভ বাড়ছে। এসব সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ বর্মন বলেন, 'দিনকয়েক আগে এক রোগীকে এনেছিলাম। ভর্তির পর স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিছানার চাদর, কম্বল কিছুই দেওয়া হয়নি।'

৩০ শয্যার এই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাট, ভানুকুমারী, মহিষকুচি, শালবাড়ি, নিম্ন অসমের ছোট গুমা, কাইমাটির বহু বাসিন্দা নির্ভরশীল। ডাক্তার দেখানোর পর এসব সমস্যার জন্য অনেকেই এখানে ভর্তি হতে চাইছেন না। রোগীদের একাংশের অভিযোগ, এখানে সবরকম পরিষেবা দেওয়ার কথা বলা হলেও আদতে কিছুই মেলে না। একথা মানতে চাননি তুফানগঞ্জ-২'এর বিএমওএইচ মনোরঞ্জন দাস। তাঁর সাফাই, 'রোগীদের বেডে চাদর দেওয়া হয়। কিছুক্ষেত্রে পরিবার কম্বল নিয়ে আসে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত চাদর, কম্বল দুই-ই রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি পানীয় জলের রিজার্ভার সংস্কার করা হবে। তবুও রোগীদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দিনছয়েক আগে বক্সিরহাটের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব মানস মিয়াঁ অসুস্থ হয়ে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হন। তাঁর অভিযোগ, ভর্তির পর থেকে তিনি ঠান্ডায় কাঁপছেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে বারবার কম্বল চেয়েও পাননি। পরে বাড়ি থেকে কম্বল আনতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ঠান্ডায় খুব অসুবিধা হচ্ছিল। সেজন্য কম্বল চেয়েও পাইনি। বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে কম্বল আনিয়েছি।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে জলের একটি রিজার্ভার থাকলেও তা দীর্ঘদিন ধরে বিকল। সারাতে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে ট্যাপকল থেকে দু'বেলা সামান্য জল মিললেও অপর্যাপ্ত। এখানে তীব্র জলসংকট রয়েছে। রোগীরা টাকা দিয়ে জল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা রমেশ বর্মন বলেন, 'জলের কথা জানতে চাইলেই স্বাস্থ্যকর্মীরা বাইরের দোকান দেখিয়ে দেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কোথায় দাঁড়িয়ে এ থেকেই তা স্পষ্ট। সাধারণ জ্বর, সর্দির ওষুধ ছাড়া প্রায় সব ওষুধই বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে। গ্রামের মানুষের কথা ভেবে সরকার এগুলির প্রতি যত্নশীল হোক।'

তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস এ প্রসঙ্গে বলেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীদের চাদর, কম্বল না দেওয়ার কথা শুনেছি। কেন এমনটা হচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

জীর্ণ ঘরের সামনে উত্তম মালি। হাঁড়িভাঙ্গার পুষণাডাঙ্গা এলাকায়। - সংবাদচিত্র

আবাসের তালিকা থেকে বাদ বহু নাম

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৭ জানুয়ারি : কোচবিহার জেলায় আবাস যোজনা নিয়ে তৈরি হওয়া জট যেন মেটারই নাম নেই। প্রথমে একাধিক জায়গায় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তালিকায় নাম ওঠেনি অনেকের। তার বদলে সেখানে স্থান পেয়েছিল এমন অনেকে যাঁদের দিব্যি পাকা বাড়ি রয়েছে। সেই সময় এই বিষয়ে কম জলঘোলা হয়নি। এবার আবার আবাস নিয়ে নতুন অভিযোগ সামনে এল।

আবাসের স্যাংশন লিস্টে নাম ছিল। কিন্তু প্রথম কিস্তির টাকা ঢোকার আগে আধার ভেরিফিকেশন থেকে বাদ পড়েছে নাম। আর এমন ঘটনা দু'চারটি নয় বরং কোচবিহার-১ ব্লকে এমন বঞ্চনার অভিযোগ প্রচুর। ওই সমস্ত ব্যক্তিরা এখন ভিড় জমাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে। গোটা ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ বাড়ছে বিভিন্ন মহলে। এমনকি শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরাও এ বিষয়ে ব্লক প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। যদিও প্রশাসন অভিযোগ মানতে নারাজ। এ বিষয়ে কোচবিহার-১'এর বিডিও শ্রেয়সী নস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'অনেকের জমির কাগজ নেই, ইতিমধ্যে বাড়ি তৈরি করেছেন অথবা ঝড়ের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এই সমস্ত কারণে তালিকা থেকে বেশকিছু নাম বাদ পড়েছে। সবটাই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে হয়েছে।'

আধার ভেরিফিকেশনে ডাক পাননি হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত পুষণাডাঙ্গা এলাকার উত্তম মালি।

> অনেকের জমির কাগজ নেই, ইতিমধ্যে বাড়ি তৈরি করেছেন অথবা ঝড়ের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এই সমস্ত কারণে তালিকা থেকে বেশকিছু নাম বাদ পড়েছে। সবটাই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে হয়েছে।
>
> **- শ্রেয়সী নস্কর**
> *বিডিও, কোচবিহার-১*

পেশায় তেলেভাজা বিক্রেতা ওই ব্যক্তির বাড়িতে টিনের ছাউনি দেওয়া নড়বড়ে ঘর। উত্তমের কথায়, 'সার্ভের পর স্যাংশন লিস্টে নাম ছিল। প্রথম কিস্তি পেয়ে ঘরের কাজ শুরু করব এমনই আশা করেছিলাম। কিন্তু দিনদুয়েক আগে জানতে পারি আধার ভেরিফিকেশনের জন্য আমার ডাক পড়েনি।' এই অবস্থায় ব্লক প্রশাসনের কাছে দরবার করেও লাভ হয়নি বলে তিনি জানান। গোটা ঘটনায় স্বভাবতই হতাশ তিনি। একইভাবে নাম বাদ পড়েছে পুষণাডাঙ্গার আছিয়া বেওয়ারও। তিনি জানান, বার্ধক্য ভাতার টাকায় তাঁর দিন চলে। তা সত্ত্বেও ঘরের তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় হতাশ তিনি। হাঁড়িভাঙ্গা এলাকায় এমন বঞ্চিতের সংখ্যা প্রায় শতাধিক বলে অনুমান সকলের।

গোটা ঘটনায় হাঁড়িভাঙ্গা এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রফিকুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত ব্যক্তিদের ঘর দেওয়ার কথা বলেছেন। অথচ সবদিক থেকে যোগ্য হয়েও অনেকের নাম বাদ পড়েছে। যা একমাত্র ব্লক প্রশাসনের উদাসীনতার ফল।' এ বিষয়ে প্রশাসনের অবিলম্বে কারণ দর্শানো উচিত বলে তিনি মনে করেন। এর পাশাপাশি তিনি জানান, স্যাংশন লিস্ট থেকে বাদ পড়ায় ওই ব্যক্তিরা পরবর্তী ধাপেও আর ঘর পাবেন না।

ছোট্ট তারা

বাণেশ্বরের দয়িতা ঘোষ (১২), মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি খুদে দাবাড়ু হিসেবে নজর কাড়ছে। দাবার পাশাপাশি সে নাটক করতে ভালোবাসে।

ফের অসুস্থ দুই মোহন

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে ফের অসুস্থ হয়ে পড়ল দুটি মোহন। মঙ্গলবার সেগুলি শিবদিঘিতে ভেসে ওঠে। বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটি এদের উদ্ধার করে দিঘির পাড়ে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে তাদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, 'চলতি বছরে এনিয়ে শিবদিঘিতে ন'টি মোহন অসুস্থ হয়ে মারা যায় ও ১৪টি অসুস্থ হয়।' বুধবার বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক ও বিডিও শিবদিঘি আসবেন বলে জানিয়েছেন ওই কমিটির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন শীল।

নথি শিবির

পারডুবি, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে যারা সরকারি প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন এমন উপভোক্তাদের কাগজপত্র ও নথি যাচাইকরণের জন্য শিবির করে নথিপত্র জমা নেওয়া হয়। শিবির চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। গ্রাম পঞ্চায়েতের এক আধিকারিক জানান, এদিনের এই নথি যাচাইকরণের শিবিরে যাঁরা নথিপত্র জমা দিয়েছেন তাঁদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠানো হবে।

'হচ্ছে, হবে'-তেই আটকে কাজ

নদীভাঙন, অটোস্ট্যান্ডের জন্য যানজট ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্যা। এরকম আরও অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়া নিয়ে ওই পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বললেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি **গৌতম দাস**

জনতার চার্জশিট

ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

সবিতা সরকার
প্রধান, ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : রায়ডাকের ভাঙন ঠেকাতে নদীবাঁধ দেওয়া হল না কেন?

প্রধান : এই বিষয়ে সেচ দপ্তরে কয়েকবার লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। আধিকারিকরা এবছর নদীভাঙন এলাকায় যান। অনুমোদন এলে বাঁধ নির্মাণ শুরু হবে।

জনতা : সাংসদ তহবিলের টাকায় প্রায় ১৪ বছর আগে একটি অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হয়েছিল। এখন সেটি অচল কেন?

প্রধান : যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে অ্যাম্বুল্যান্সটি চালানো সম্ভব নয়। নতুন অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

জনতা : ২০২৪ সালের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। সেই কাজ কত দূর?

প্রধান : আগামী দু'মাসের মধ্যে সমস্ত এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা চালু হবে বলে আশা করছি।

জনতা : এলাকার পথবাতির সমস্যা কবে মিটবে?

প্রধান : ধলপলের ১৪টি সংসদে ২৮টি পথবাতি বসানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই আরও কয়েকটি বসানো হবে।

জনতা : অটোস্ট্যান্ডের জন্য একদিকে যানজট, অন্যদিকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অটোস্ট্যান্ডটাকে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন না কেন?

প্রধান : জায়গার অভাবে সরানো যাচ্ছে না। এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা করা হবে।

জনতা : বাজার সংলগ্ন এলাকায় রায়ডাক নদীর ওপর সেতুর কাজ কত দূর?

প্রধান : সেতুটির ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা হবে।

জনতা : উত্তর ধলপলে জয়েস্ট সেতুটিতে কয়েক জায়গায় ফাটল। ভবিষ্যৎ কী?

প্রধান : সেতুর ব্যাপারে জেলা পরিষদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করি, সংস্কার করা হবে।

জনতা : একাধিক ছোটখাটো রাস্তা পাকা করা দরকার। কী বলবেন?

প্রধান : পথশ্রী প্রকল্পে সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে কয়েকটি নতুন রাস্তা হয়েছে। বাকি রাস্তাগুলোর তথ্য পাঠানো হয়েছে।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু হলেও বাজারে আবর্জনা জমে থাকছে কেন?

প্রধান : দুটো গাড়ি নিয়মিত আবর্জনা বহন করছে। বর্তমানে বাজার এলাকা পরিষ্কারই থাকছে।

জনতা : আবাস যোজনায় অনেক গরিবের নাম না থাকলেও বেশ কয়েকজন মধ্যবিত্তের নাম রয়েছে। কী বলবেন?

প্রধান : প্রথম তালিকায় যাঁদের নাম ছিল না, দ্বিতীয় তালিকায় রয়েছে। যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।

একনজরে

ব্লক : তুফানগঞ্জ-১
জনসংখ্যা : ১৩৮৭০
(২০১১ আদম শুমারি অনুযায়ী)
পঞ্চায়েত সদস্য : ১৪ জন
মোট আয়তন : ৮.৯১ বর্গমাইল

স্মার্ট ক্লাসরুমের উদ্বোধন। মহিষচরু স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

মহিষচরুতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগ

পড়ুয়াদের জন্য স্মার্ট ক্লাসরুম ও রিডিং কর্নার চালু

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৭ জানুয়ারি : প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের শেখার দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে স্মার্ট ক্লাসরুম চালু হল মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুশিয়ারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষচরু স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। একইসঙ্গে এলাকার শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ওই স্কুল চত্বরেই রিডিং কর্নার চালু করা হল। সেখানে বিনামূল্যে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার প্রয়োজনীয় বইপত্র পড়ার সুযোগ মিলবে পরীক্ষার্থীদের।

মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্মার্ট ক্লাসরুম ও রিডিং কর্নারের দ্বারোদঘাটন করেন মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান। উপস্থিত ছিলেন ভিইসি'র সভাপতি তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা ললিতা বর্মন, ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মজিবুল আহমেদ এবং অন্য শিক্ষকরা। স্কুলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের অনেকেই। স্থানীয় মলয় মাঝির বক্তব্য, 'মহিষচরুর মতো প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীরা সার্বিকভাবে উপকৃত হবে।'

এদিন স্মার্ট ক্লাসরুম উদ্বোধনের পর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির আশা, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার এই স্কুলটির সুনাম ভবিষ্যতে অনেকদূর এগিয়ে যাবে। স্কুলের সার্বিক উন্নয়নে ব্যক্তিগতভাবেও তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, এখন শুধুমাত্র চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য স্মার্ট ক্লাসরুম চালু করা হল। ধীরে ধীরে সব শ্রেণিতেই এটি চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, 'এর ফলে কোনও শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলেও পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে প্রভাব পড়বে না। প্রোজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস করানো হবে।' সেইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'এলাকার চাকরিপ্রার্থীরা রিডিং কর্নারের মাধ্যমে উপকৃত হলে আমাদের পরিকল্পনা সার্থক হবে।'

এদিকে, নিজেদের পুরোনো স্কুল চত্বরে রিডিং কর্নারের উদ্বোধনে বেজায় খুশি মানস ডাকুয়া, অভিজিৎ বর্মনের মতো চাকরিপ্রার্থীদের অনেকেই। মানসের বক্তব্য, 'এলাকায় অনেকেই আছেন যাঁরা প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বইপত্রের অভাবে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষা দিতে পারেন না। রিডিং কর্নার তাঁদের দিশা দেখাবে।'

> এর ফলে কোনও শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলেও পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে প্রভাব পড়বে না। প্রোজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস করানো হবে।এলাকার চাকরিপ্রার্থীরা রিডিং কর্নারের মাধ্যমে উপকৃত হলে আমাদের পরিকল্পনা সার্থক হবে।
>
> **- মজিবুল আহমেদ**
> *প্রধান শিক্ষক*

অন্যদিকে অভিজিৎ জানান, রিডিং কর্নার শুরু হওয়ায় এখন প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে তাঁদের সুবিধা হল। বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা এলাকায় এই স্কুলটির অবস্থান। স্কুলের মাঠ থেকে নজরে পড়ে কাঁটাতারের বেড়া। কৃষিনির্ভর ও পিছিয়ে পড়া এই এলাকায় শিক্ষার প্রসারে নামডাক রয়েছে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টির।

নকলে বাধা, মেডিকেলে ভাঙচুর

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : ডাক্তারি পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে নজিরবিহীনভাবে পাঁচজন পরীক্ষার্থীর খাতা বাতিল করেছিল এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কলেজের একটি শৌচালয় থেকে নকল সরবরাহ করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কড়াকড়িতে শেষপর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই রাগেই পড়ুয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে কলেজের সেই শৌচালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমজেএন মেডিকেলে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের কথায়, 'সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা কখনোই কাম্য নয়। যারা এটি করেছে তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সূত্রের খবর, অভিযুক্তরা চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা ডাক্তারি পড়ুয়া।

এমজেএন মেডিকেলে এমবিবিএসের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলছে। সোমবার সেই পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে চারজন পরীক্ষার্থীর প্রথম খাতা বাতিল করে দেওয়া হয়। পরে তাঁরা ফের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পান। একজন পরীক্ষার্থীর সেদিনের পুরো পরীক্ষাই বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ লবির কয়েকজন সিনিয়ার ডাক্তারি পড়ুয়া বাইরে থেকে

নকল সরবরাহ করছিলেন বলে অভিযোগ। কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাতে বাধা দেয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে সেই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জানা গিয়েছে, সোমবারই রাতের দিকে শৌচালয় ভাঙচুর করা হয়েছে। হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেছেন, 'ওই শৌচালয়টি পরীক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ ছিল। তারাই সেটি ব্যবহার করত। কিন্তু কড়াকড়ির জন্য সেই শৌচালয়ের মাধ্যমে নকল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। সেজন্যই হয়তো ভাঙচুর করেছে।'

এমজেএন মেডিকেলে গণটোকাটুকি ইস্যুতে এমনিতেই নানা জায়গায় চর্চা চলছে। এর আগেও এখানে এধরনের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু কোনও পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হয়নি। এবারের পরীক্ষায় পদক্ষেপ করাতেই ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটল বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। হাসপাতালে নিরাপত্তারক্ষীরা থাকার পরেও কীভাবে ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কুমলাই নদী পেরোতে নৌকা এখন ইতিহাস

আমাদের ছোট নদী

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ৭ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লক ও কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির একটি পরিচিত নদী কুমলাই। প্রায় ৩০ বছর আগে কুমলাইয়ের যৌবন ছিল ভরপুর। তখন কুমলাইতে সারাবছরই জল থাকত। নদী পারাপারের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ঘাট ছিল। নদী পার হতে হত নৌকায়। ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের মাছ ছিল। নদীতে মাছ শিকার করে সংসার চলত বিভিন্ন এলাকার মৎস্যজীবীদের। বর্তমানে নদী যৌবন হারিয়ে বার্ধক্যে চলে এসেছে। শুখা মরশুমে নদী নালায় পরিণত হয়। নির্দিষ্ট কিছু জায়গা ছাড়া নদীতে জল থাকে হাঁটুর নীচে। বর্তমান সময়ে নদী তার নাব্যতা হারিয়েছে। নদীর বুকে মাটি জমতে জমতে চরগুলো উঁচু হয়ে গিয়েছে। সেই চরেই ধান, আলু সহ বিভিন্ন সবজির চাষ হয়। শুখা মরশুমে কুমলাইয়ে জল না থাকলেও বর্ষায় ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কুমলাইয়ের পাড়ের বাসিন্দাদের অভিমত, কুমলাই যদি আগের মতো চওড়া ও গভীর থাকত তাহলে বর্ষায় মাঝেমধ্যে ফুলেফেঁপে উঠত না।

ধূপগুড়ি শহরের বাসিন্দা তথা লেখক ডঃ কৃষ্ণ দেবের লেখা বই 'কুমলাই নদীর পাড়ের ধূপগুড়ির ৭ কাহন' থেকে জানা যায় কুমলাই নদীর উৎস ধূপগুড়ি ব্লকের উত্তর কাঠুলিয়া এবং পূর্ব ডাউকিমারির মাঝে। ডঃ কৃষ্ণ দেব তাঁর বইতে লিখেছেন উত্তর কাঠুলিয়া এবং পূর্ব ডাউকিমারির মাঝে উৎসের সন্ধানে বহু শাখায় বিভক্ত হয়েছে। যার ফলে মূল উৎসস্থল নির্দিষ্ট করা কঠিন। তবে কোনও না কোনও সংযোগের কারণে কুমলাইকে জলঢাকা নদীর উপনদী বলা যেতে পারে। মূলত বৃষ্টি এবং ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভর করে নদীটি প্রবাহিত। নদীটি ধূপগুড়ি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করে। ধূপগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার

যৌবনহারা কুমলাই নদী। - সংবাদচিত্র

বুক চিরে বেগুনটারি এলাকা দিয়ে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রবেশ করেছে। ফুলবাড়ির মোরঙ্গা, নেতাজিপাড়া হয়ে ক্ষেতি এলাকায় জলঢাকা নদীতে মিশে গিয়েছে। উৎস থেকে আনুমানিক ২৬ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়েছে নদীটি। ফুলবাড়ির মোরঙ্গা বাজারের দক্ষিণে রাঙ্গাপানি বালাসি এলাকায় কুমলাই নদীর পাড়েই বাড়ি রাখাল সরকারের। নদী নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি জানালেন, ১৯৬৬ সাল থেকে স্থায়ীভাবে এলাকায় আছি। ২৫ থেকে ৩০ বছর আগে কুমলাইতে সারাবছর প্রায় কোমরসমান জল থাকত। ঘাটে নৌকায় যাতায়াত করতে হত। নদীতে বড় বড় বোয়াল, শোল সহ চিংড়ি, পুঁটি, টেংরা, শিঙি, মাগুর, টাকি মাছের গোলা ছিল এই নদী। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের একটা অংশ নদীর মাছ ধরে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। বর্তমানে নদীটি বর্ষা ছাড়া শুখা মরশুমে প্রায় স্রোতহীন ভাবেই থাকে। ফুলবাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা তথা বর্তমানে ধূপগুড়ির কলেজপাড়ার বাসিন্দা পেশায় ভূগোলের শিক্ষক দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'বিভিন্ন এলাকায় ছোট নদীগুলির বুকে চাষাবাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সার, কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কৃষিজমির জল অনেক সময় নদীতে গিয়ে পড়ে। এতে ক্ষতি হয় নদীর বিভিন্ন মাছ ও পোকামাকড়ের। নাব্যতা বাঁচাতে নদীতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে।'

> ধূপগুড়ি শহরের ফুসফুস হচ্ছে কুমলাই নদী। কিন্তু যেভাবে শহরের বর্জ্য নদীতে ফেলা হচ্ছে, তাতে যেমন নদী দূষণ ঘটছে, তেমনি নদী তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে। শীঘ্রই নদীটির রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
>
> **- ডঃ কৃষ্ণ দেব**
> *লেখক*

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠে বোমাবাজি

কারণ নিয়ে তর্জায় তৃণমূল-বিজেপি দুই শিবির

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি : বোমাবাজির ঘটনা নতুন নয় দিনহাটা বিধানসভায়। প্রত্যেকটি ভোটের মরশুমেই দেশি বোমা উদ্ধার হয়। তাতে অবশ্য অবাক হন না স্থানীয়রা। সাধারণ বাজি-পটকার মতোই বোমার শব্দও কার্যত গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে তাঁদের। এরকমই একটা সাধারণ ঘটনা ঘটল সোমবার গভীর রাতে। ঘটনাস্থল দিনহাটা-২ ব্লকে বাসন্তীরহাট।

কী ঘটেছিল সোমবার রাতে? স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত দুটো নাগাদ বাসন্তীরহাটে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠে বোমা ফেলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বোমাবাজির শব্দে ঘুম উড়লেও সাহস করে বাইরে বেরোননি কেউই। মঙ্গলবার সকালে উঠে স্থানীয়রা দেখেন বোমায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিঁড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে আশপাশে পড়ে রয়েছে বোমার অবশিষ্টাংশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিতকুমার শা বলেন, ‘খবর পেয়ে এদিন সকালে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন পুলিশকর্মীরা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিঁড়ি।

এদিকে, বোমাবাজির ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। পুরো বিষয়টির দায় বিজেপির, দাবি ঘাসফুল শিবিরের। তাঁদের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করে তৃণমূলের গায়ে কাদা ছেটানোর লক্ষ্যে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই কাজ করেছে বলে তৃণমূলের দাবি।

দলের বুড়িরহাট-২ অঞ্চল কমিটির সভাপতি দীপক বর্মন বলেন, ‘সোমবার রাতে খবর পাইনি। এদিন সকালে এলাকায় গিয়ে দেখি বোমাবাজি হয়েছে।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘সাংগঠনিকভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে বিজেপি। কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি বোঝাতে এবং তৃণমূলকে বদনাম করতে এইসব করছে ওরা।’ যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক অজয় রায় এসব অস্বীকার করেছেন। তাঁর পালটা দাবি, ‘তৃণমূলের আমলে পুরো রাজ্যটাই বোমার কারখানায় পরিণত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও এলাকা দখলে রাখার লড়াইয়েই এই কাণ্ড। বিজেপির কেউ এতে জড়িত নেই।’

যা ঘটেছিল

- সোমবার রাত দুটো নাগাদ বোমাবাজির শব্দ পান এলাকাবাসী
- শব্দ পেলেও বাইরে বেরিয়ে দেখার সাহস পাননি কেউই
- মঙ্গলবার সকালে দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিঁড়ি

২০২৬ সালে বিধানসভা ভোট রয়েছে। তার বছর দুয়েক আগে বোমাবাজির ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন স্থানীয়রা। শাসক-বিরোধী কোন্দল নাকি শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলে এই বোমাবাজি, তা নিয়েও শুরু হয়েছে কানাঘুষো।

দিনহাটা বিধানসভা বরাবরই রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত। বিজেপি-তৃণমূলের পরস্পর বিরোধিতায় একদিকে সন্ত্রাস যেমন ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, শাসকদলের নেতা-কর্মীদের কোন্দলও কম নয় এলাকায়। বিধানসভার বুড়িরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত রাজনৈতিক কোন্দল ও হিংসার অন্যতম ‘হটস্পট’। গত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের দাপটের মাঝেও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকটি এলাকায় প্রভাব ধরে রাখতে পেরেছিল পদ্ম শিবির। এরপর পদ্ম শিবিরের বেশ কয়েকজন নেতা ঘাসফুলে যোগ দিয়েছেন। এতে পদ্ম শিবির কিছুটা দিগভ্রান্ত হলেও পুরোপুরি ধসে যায়নি। নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন অনেক নেতা। অন্যদিকে, তৃণমূল শিবিরে নাম লিখিয়ে শাসকদলে নিজেদের প্রভাব কায়েম করতে উঠে পড়েছেন অনেক নেতাই। এই পরিস্থিতিতে আদি তৃণমূল ও নব্য তৃণমূলের কোন্দলও মাথাচাড়া দিচ্ছে এলাকায়।

যদিও অঞ্চল সভাপতি দীপকের কথায়, ‘এই পঞ্চায়েতে কোথাও কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই। বিজেপি থেকে অনেকে দলে এসেছেন। তাঁদের যোগ্যতাকে মান্যতা দিয়ে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে।’

দুর্নীতি না করে যোগ্যকে আবাসের ঘর দিতাম

শোনো যদি সিংহাসন

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৭ জানুয়ারি : মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ‘নেই’-এর তালিকা দীর্ঘ। বেহাল রাস্তাঘাট, পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পে দুর্নীতি, আবাস যোজনার ঘর বণ্টন নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিরোধী দলের সদস্যদের সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেত্রী (বিজেপি) নীলিমা ওরাওঁ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি সেখানে দুটি আসনে জয়লাভ করে। পঞ্চায়েতে তাঁরা ক্ষমতায় থাকলে ঠিক কী কী কাজ করতেন সেই প্রশ্ন করা হলে নানা পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি। তবে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিহিংসা করতেন না সেকথা সাফ জানিয়েছেন নীলিমা। তাঁর কথায়, ‘গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে দলমতনির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে মানুষের উন্নয়ন করা উচিত। প্রতিহিংসা করতাম না।’

ডোবায় পরিণত হয়েছে বাকলা-টাকোয়ামারি যাতায়াতের প্রধান রাস্তা।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রায়ডাক তীরবর্তী ওই এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল, টাকোয়ামারি ফেরিঘাটে সেতু নির্মাণ, নদীভাঙনের মতো সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বাকলা বাজার থেকে টাকোয়ামারি প্রবেশের রাস্তা। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রধান সড়কের পিচ-পাথর উঠে গিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে। নীলিমা বলেন, ‘প্রথমে বাকলা বাজার থেকে টাকোয়ামারি প্রবেশের প্রধান সড়কটি সংস্কারে উদ্যোগ নিতাম। এরপর একাধিক কাঁচা রাস্তা সংস্কার করতাম। ওই রাস্তার জন্য বন্ধ সরকারি ও বেসরকারি বাস পরিষেবা। স্কুল-কলেজে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয় পড়ুয়াদের। কৃষকদেরও তাঁদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার ক্ষেত্রে ঘুরপথে গাড়ি নিয়ে যেতে হয়। এতে খুব সমস্যা হয়।’

নীলিমা ওরাওঁ।

এছাড়া, আটিয়ামোচড় আদিবাসী বস্তিতে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সেখানে জলের সংযোগ পৌঁছে দিতেন বলে জানিয়েছেন। ওই এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা কৃষি নির্ভরশীল। সম্প্রতি আবাস নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার অভিযোগ, শাসকের অঙ্গুলিহেলনে দুঃস্থ গরিব মানুষজনকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের নাম আবাসের তালিকায় রয়েছে। যদি অভিযোগ মিথ্যে হয় তাহলে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও শাসকদলের নেতারা দরবার করছেন না কেন? সেই প্রশ্ন তুলেছেন নীলিমা।

বর্তমানে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম যেভাবে চলছে তা নিয়ে যথেষ্ট আক্ষেপ রয়েছে তাঁর। নীলিমা বলেন, ‘শাসকদলের বোর্ড থাকায় পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিংয়ে বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে আমাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও তথ্যই আমাকে দেওয়া হয় না। আমি প্রধান হলে কাজ করার আগে কে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কর্মী, সেটা দেখতাম না। প্রতিটি বুথ এলাকায় গিয়ে সেখানকার পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতাম।’

তবে তৃণমূলের আমলে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতে অর্থের সংস্থান করতে কি সমস্যা হত না? প্রশ্ন করা হলে নীলিমা বলেন, সরকারের দিক থেকে অসহযোগিতা পেলে দলের বিধায়ক মালতী রাভা ও সাংসদ মনোজ টিগ্গার সঙ্গে কথা বলতাম। প্রয়োজনে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বিডিও ও জেলা শাসকের দ্বারস্থ হতাম।’

রাজকীয় বেশে।। *ব্যাংডুবির ত্রিহানা জঙ্গলে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার সুমন ভৌমিক।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ধুলোয় ঢেকেছে এশিয়ান হাইওয়ে

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৭ জানুয়ারি : চ্যাংরাবান্ধার লাইফলাইন বলা হয় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েকে। এই রাস্তাটি ময়নাগুড়ি থেকে চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস হয়ে মূল চ্যাংরাবান্ধায় ঢোকার পর গিয়েছে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত। অথচ সেই রাস্তার অর্ধেকটাই ধুলোর চাদরে ঢাকা। একনজর দেখলে বোঝার উপায় নেই যে রাস্তাটি আদৌ পিচের নাকি বালির! আশপাশের বাড়িঘর, দোকানপাট, গাছপালায় ধুলোর প্রলেপ পড়াটা যেন সাধারণ ব্যাপার।

সমস্যায় ভুগছেন চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা সুবলচন্দ্র ঘোষ। এশিয়ান হাইওয়ের ধারে তাঁর বাড়ি। বললেন, ‘ধুলোয় রাস্তা ঢেকে এমন অবস্থা হয়েছে যে বাড়ির সামনে কখনোই দাঁড়ানোর উপায় থাকে না। মাস্ক ছাড়া চলাচল করাই যায় না। এত ধুলোর জেরে বেশ কয়েকদিন ধরে চোখের সমস্যায় ভুগছি। ডাক্তারবাবু ধুলো লাগাতে বারণ করেছেন। কিন্তু সে উপায় আছে নাকি?’

এশিয়ান হাইওয়ে ধরে চ্যাংরাবান্ধা হোক বা মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাসিন্দারা পাশের জেলা বা মহকুমায় যাতায়াত করেন। চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী ভিসাধারী পর্যটকদেরও এই পথেই চ্যাংরাবান্ধার বাইরে যেতে হয়। কিন্তু ধুলোর কারণে এশিয়ান হাইওয়ের অর্ধেকটাই বছরের দীর্ঘসময় ঢাকা পড়ে থাকে। বাকি রাস্তাটা ব্যবহার করতে হয় এলাকাবাসীকে।

এই ধুলোপথ দিয়ে হেঁটে চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ে যাতায়াত করে পড়ুয়ারা। স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী কোয়েল ঘোষের কথায়, ‘নাক-মুখ চেপে ধুলো মাড়িয়ে রোজ রোজ স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। পাশ দিয়ে কোনও গাড়ি এলে তো কিছু বলারই নেই। কিন্তু রোজ এভাবেই যাতায়াত করতে হয়।’ একই কথা বললেন চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকার বাসিন্দা চুমকি বেগম।

পিচের রাস্তা নাকি মাটির বোঝা দায়। মঙ্গলবার।

চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ অম্বুজকুমার ঠাকুরের কথায়, ‘শীতকালে এমনিতেই জ্বর-সর্দিকাশি বাড়ে। তার ওপর এই ধুলো যেন সোনায় সোহাগা! প্রতিদিন এইসব সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে বহু রোগী আসছেন।’

স্থানীয়দের কথায়, এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ রাস্তা বানিয়েছে। তাহলে তো ওদের উচিত রাস্তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া। কিন্তু তাদের তরফে তো কোনও পদক্ষেপই করা হয় না। একবার শুধুমাত্র ডিভাইডারের কাছে কিছু পরিষ্কার করা হয়েছিল। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান বলেন, ‘ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লোকজনদের সবসময় কাছে পান না মানুষজন। তাদের সব ক্ষোভ এসে পড়ে পঞ্চায়েত প্রশাসনের ওপর।’ এশিয়ান হাইওয়ের ময়নাগুড়ি বিভাগের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বসু বিষয়টি জানেন না বলে জানালেন। তবে খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

সফল মুসফিরাত

পারডুবি, ৭ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের পারডুবি বেণি প্রসাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মুসফিরাত নাজনিন নিখিলবঙ্গ মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় ৮৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে ব্লকের সেরা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার এই ছাত্রীর সাফল্যে খুশি সকলে। তাকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তরফে স্মারক ও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার এই সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ স্থানীয়রা।

বিদ্যালয়ের তরফে সবসময় তার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষকেরা।

অভিনব সাজ ছাত্রীদের। ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা

ফ্যাশন প্যারেড, ফুড স্টল

কোচবিহার ও দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি : দিনহাটা জ্ঞানদাদেবী গার্লস হাইস্কুলের বারান্দায় মঙ্গলবার ফুড স্টলে বাড়ি থেকে বানানো ফুচকা, ধনেপাতার পকোড়া, রুটি-ঘুগনি, চপ বিক্রি করে কেয়া খাতুন, বাবলি খাতুন, মেঘা সিং, নবনীতা বর্মনরা। কয়েকজন আবার নিজের বাড়ি থেকে আনা বানানো খাবার বিক্রি করল স্টলে। কিনলেন স্কুলেরই দিদিমণি এবং সিনিয়ার দিদিরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সমর্পিতা চক্রবর্তী বলেন, ‘এদিন ছাত্রীরা ভারতবর্ষের নানা ভাষাভাষীর আঞ্চলিক পোশাকে সেজে এসেছিল। আবার অনেকে বাল্যবিবাহ এবং মেয়ের ক্ষমতায়ন নিয়ে বার্তা দেয়।’ দশম শ্রেণির রিম্পা সাহা আবার ফ্যাশন প্যারেডে হেঁটেছে। তার কথায়, ‘সবাই মিলে অনেক আনন্দ করলাম। চেষ্টা করেছি ফ্যাশন প্যারেডের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু বার্তা দিতে।’

অন্যদিকে, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হলের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়।

স্টুডেন্টস উইক

শোভাযাত্রাটি সাগরদিঘির চারপাশ ঘুরে কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট স্কুলে এসে জমায়েত হয়। সেখানে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও ছিলেন কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার মহাদেব শৈব, এডিইও সুদীপ বন্দ প্রমুখ।

পরিবহণ ভবনে বিক্ষোভ

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : বিভিন্ন দাবিতে মঙ্গলবার সাগরদিঘির পাড়ে পরিবহণ ভবনে বিক্ষোভ দেখাল নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের দীপেশ গোষ্ঠী। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের কাছে একটি দাবিপত্র জমা দেন তাঁরা। কর্মসূচিতে দীপেশ দাস ছাড়াও ছিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন।

দীপেশ বলেন, ‘সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নিগমে কর্মরত শ্রমিকরা সরকারের নিয়মানুযায়ী বেতন পাক, সেই দাবিতে মঙ্গলবার আমাদের এই আন্দোলন।’ তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত মজদুর, সাফাই এবং নিরাপত্তারক্ষীদের সরকার ঘোষিত ন্যূনতম বেতনক্রম অবিলম্বে চালু করা হোক। সেইসঙ্গে তাঁদের ২৬ দিনের কাজের গ্যারান্টি, রেগুলার কর্মীদের প্রমোশন প্রথা চালুর মতো বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ফের দেওয়া হোক।

একইসঙ্গে সংগঠনের অন্য গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষের সুরে বলেন, ‘ডেপুটেশন বা দাবিপত্র রাতের অন্ধকারে ছয়জন মিলে জমা দেওয়া নয়। সবার সামনে শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়েই এটা করতে হয়। সেটাই আমরা করছি।’

পার্থ এই দাবিপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন বলে জানান।

বিশেষ অভিযানে রাজস্ব আদায়

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : পরিবহণ দপ্তরের আয় বাড়াতে মঙ্গলবার কোচবিহারে বিশেষ অভিযান চালান দপ্তরের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার কোচবিহারের চকচকা ও বক্সিরহাট এলাকায় দুই জায়গায় অভিযান চালান তাঁরা। সবমিলিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দপ্তরের প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মতো রাজস্ব আদায় হয়। স্পেশাল এই টিমে দপ্তরের কলকাতার ডেপুটি ডিরেক্টর পার্থ মুখোপাধ্যায়, দপ্তরের উত্তরকন্যার ডেপুটি ডিরেক্টর আশুতোষ রায়, জয়েন্ট ডিরেক্টর কল্লোল রায়, কোচবিহার জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক সজলকুমার মণ্ডল সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পুলিশকর্মীরাও।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবহণ দপ্তরের আয় বাড়াতে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে স্পেশাল অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গায় উত্তরকন্যা থেকে আসা দপ্তরের সর্বোচ্চ পদের আধিকারিকরা জেলার আধিকারিকদের নিয়ে এই অভিযান চালাবেন। মঙ্গলবার প্রাথমিকভাবে কোচবিহারের চকচকা ও বক্সিরহাট এলাকায় তাঁরা এই অভিযান চালান। জানা গিয়েছে, অভিযান চালাতে গিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁরা প্রায় ১৭-১৮টি গাড়ি ধরেছেন। এর মধ্যে কোনও গাড়ি ওভারলোডেড ছিল, কোনও গাড়ির আবার ট্যাক্স ফেল ছিল। এর মধ্যে যাত্রীবাহী বাসও ছিল। জানা গিয়েছে, ট্যাক্স ফেল বাসগুলি থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া ওভারলোড বিভিন্ন গাড়িকেও ৪০-৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

> মঙ্গলবার কোচবিহারের চকচকা ও বক্সিরহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে আমরা প্রায় ১৭-১৮টি গাড়ি ধরেছি। এর মধ্যে কোনও গাড়ি ওভারলোড ছিল, কোনও গাড়ির ট্যাক্স ফেল ছিল। এই গাড়িগুলি থেকে প্রায় ৭-৮ লক্ষ টাকা আমাদের রাজস্ব আদায় হয়েছে।
>
> **আশুতোষ রায়**

এ বিষয়ে উত্তরকন্যা থেকে আসা পরিবহণ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর আশুতোষ রায় বলেন, ‘দপ্তরের আয় বাড়াতে আমরা ৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় এই স্পেশাল অভিযান চালাব।’

নাকে রুমাল চেপে যাতায়াত ভেটাগুড়ি বাজারে

অমৃতা দে

ভেটাগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : করোনার পর পরিষ্কারই হয়নি ভেটাগুড়ি বাজার। চারিদিকে শুধুই স্তূপাকারে জমছে আবর্জনা। পরিষ্কার করা নিয়েও মাথাব্যথা নেই বাজার কমিটি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধানের। জঞ্জালে ভেটাগুড়ি বাজার যেন নরককুণ্ডতে পরিণত হয়েছে।

হোটেল ব্যবসায়ী সঞ্জয় রজতের কথায়, ‘ব্যবসার জন্য নিজেই দোকানের চারদিক পরিষ্কার করে আবর্জনা জমিয়ে রেখে সেগুলোকে বাইরে ফেলে দিই। কারণ বাজার কমিটি বা বাজারের দায়িত্ব থাকা কারও এই বাজার পরিষ্কার করার জন্য কোনও হেলদোল দেখতে পাচ্ছি না।’

বাজারের ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল চারদিকে স্তূপাকারে জমে রয়েছে আবর্জনা। বাজারের এক কোণে রয়েছে টিউবওয়েল। তার আশপাশে জল জমে যেন ডোবায় পরিণত হয়েছে। আবর্জনার পাশাপাশি পোকামাকড়ের সমস্যা তো বটেই এমনকি দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠেছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তবেই বাজারে আসা যাচ্ছে, জানান ব্যবসায়ী অমৃত সাহা।

দিনহাটার ১ নম্বর ব্লকের ভেটাগুড়ি বাজার একটি বড় বাজার হিসেবেই পরিচিত, যেখানে প্রায় ৪০০টি দোকান রয়েছে। এই বাজারেই বাজার করতে আসেন ভেটাগুড়ি-১ এবং ভেটাগুড়ি-২’এর প্রচুর বাসিন্দা। উপায় না পেয়ে আবর্জনার মধ্যেই তাঁদের বাজার করতে হচ্ছে।

ভেটাগুড়ি বাজারে আবর্জনার স্তূপ।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কোনওরকমে বাজারে এসেছিলেন বীণা রায়। তিনি বললেন, ‘বহু বছর ধরে এই দুর্গন্ধেই বাজার করছি। কিন্তু এই বাজার কেন পরিষ্কার হচ্ছে না, তা আমরা কেউ জানি না। তবে শুধুমাত্র আবর্জনা পরিষ্কার না করাটা সমস্যা নয়, সমস্যা রয়েছে আরও। বাজারের ভেতরে শৌচালয় নেই। এছাড়াও বাজারের একটি কোণে পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। তাও আবার একমাত্র।’

ব্যবসায়ী মদনমোহন সাহার কথায়, ‘প্রচুর ক্রেতা বাইরে থেকে বাজারে আসেন। তাঁদের জন্য পানীয় জলের এবং শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থাই নেই। পাশাপাশি আমাদেরও পানীয় জল খেতে অনেকটাই দূরে যেতে হয়। অথচ বাজার কমিটি কোনও ব্যবস্থা করে না।’

> বহু বছর ধরে এই দুর্গন্ধেই বাজার করছি। কিন্তু এই বাজার কেন পরিষ্কার হচ্ছে না, তা আমরা কেউ জানি না। তবে শুধুমাত্র আবর্জনা পরিষ্কার না করাটা সমস্যা নয়, সমস্যা রয়েছে আরও। বাজারের ভেতরে শৌচালয় নেই। এছাড়াও বাজারের একটি কোণে পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে।
>
> **বীণা রায়,** *ক্রেতা*

ভেটাগুড়ি বাজার কমিটির সম্পাদক বলরাম ব্রহ্ম বলেন, ‘এবিষয়ে একাধিকবার আরএমসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। অথচ তারা দায় এড়িয়ে বলেছে, শুধুমাত্র খাজনা নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনও দায়িত্ব নেই। বাজার পরিষ্কার করার দায়িত্ব ব্যবসায়ীদেরই।’

আরএমসির তরফে ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা অনুপকুমার সাহা বলেন, ‘আমি তিন মাস হল কাজে যোগ দিয়েছি। বাজারের অবস্থার বিবরণ জানিয়ে উপর মহলে আবেদন করেছি। অর্ডার কপিটা এখনও বের হয়নি। তাই পুজোর সময় বাজার পরিষ্কার হওয়ার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত তা পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিতে পারিনি। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে।’ বাজারের এহেন অবস্থায় ক্ষুব্ধ সকলে।

দুই মেলার প্রস্তুতি

বক্সিরহাট ও পারডুবি, ৭ জানুয়ারি : বক্সিরহাটের শালবাড়িতে বীর চিলারায় সংঘ মাশানমেলা কমিটির উদ্যোগে আগামী মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে মাশানপুজো ও লোকসংস্কৃতিমেলা। বর্তমানে তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

এই পুজো ও মেলা পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই বীর চিলারায় সংঘের তত্ত্বাবধানে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর লায়েক বলেন, ‘উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং তুলে ধরার জন্য এই উদ্যোগ। এবার এই মেলা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করছে। সাতদিন ধরে মেলা চলবে।’ এছাড়াও মঙ্গলবার থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেলার লোক মঞ্চে হবে ভাওয়াইয়া সংগীত সহ লোকসংস্কৃতির নানা অনুষ্ঠান। মেলার পরিসরও বেড়েছে এবছর। মেলা কমিটির সম্পাদক দেবেশ মান্তা বলেন, ‘মেলায় প্রতিবছর দূরদূরান্তের পুণ্যার্থীরা পুজো দিতে আসেন। শালবাড়ির মানুষও অপেক্ষায় রয়েছেন মাশান দেবতার কাছে পুজো দিয়ে মেলায় ঘোরার জন্য।’

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে শুরু হচ্ছে পিঠেপুলি উৎসব ও বাউলমেলা ২০২৫। আগামী ৯ এবং ১০ জানুয়ারি পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এই মেলার আসর বসবে। পারডুবি পিঠেপুলি উৎসব ও বাউলমেলা কমিটির তরফে আয়োজিত উৎসবের আগে চলছে জোর প্রস্তুতি।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পিঠেপুলি তৈরির কারিগরদের নিয়ে এসে পিঠের স্টল বসানো হবে বলে জানিয়েছেন অনুষ্ঠান কমিটির সম্পাদক উত্তম রায়। তাঁর কথায়, ‘দু’দিনের উৎসবে দক্ষিণবঙ্গের পুতুল বর্মন, মৌপ্রিয়া ঘোষ, রিনা রায়, বিমল মণ্ডল, গোবিন্দ দাসদের মতো বিখ্যাত বাউলশিল্পীরা বাউলগান পরিবেশন করবেন।’

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩০ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ পৌষ ১৪৩১

শিক্ষায় দুর্ভাগ্য

মিড-ডে মিলে শিশু-কিশোরের পেট ভরে। পুষ্টি খানিকটা হয়। স্কুলমুখী রাখে। কিন্তু দুপুরে ওই খাবারের জোগানটা বন্ধ হলে? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট ভয়াবহ ইঙ্গিত দিচ্ছে। সমীক্ষাটি মন্ত্রকের 'ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন ফর এডুকেশন প্লাস (ইউ-ডাইস)'-এর। তাতে দেখা যাচ্ছে, বাংলায় প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে স্কুলছুট নেই বটে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে একলাফে বেড়ে ১৭.৮৫ শতাংশ। ভয়াবহ নিঃসন্দেহে। মিড-ডে মিল বন্ধ হলে নিশ্চিতভাবে নীচু ক্লাসে একই পরিস্থিতি তৈরি হবে।

পরীক্ষানিরীক্ষার তো শেষ নেই। শিক্ষার কাঠামো নিয়ে, পদ্ধতি নিয়ে। শিক্ষকদের নিয়ে। প্রশ্ন হল, লাভ কতটা? অর্থাৎ যাঁদের জন্য এত কাঠখড় পোড়ানো, সেই নবীন প্রজন্ম কী পাচ্ছে? জবাব কে দেবে? সরকারের, প্রশাসনের পরিকল্পনায় আদৌ ভাবনাচিন্তা থাকে বলে মনে হয় না। সদ্য বাংলার শিক্ষা দপ্তরের একটি সিদ্ধান্ত নাকচ হয়ে গেল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিতে। শিক্ষা দপ্তর প্রাথমিক স্তরে সিমেস্টার চালু করবে ঘোষণা করেছিল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, মজা করে টুইঙ্কল টুইঙ্কল আবৃত্তি করতে শেখা খুদে পড়ুয়াদের ওপর সিমেস্টার আসলে একটি ভারী বোঝা। তাঁর মতে, ছাত্রছাত্রীদের ঘাড় থেকে বোঝা কমানোর নীতির পরিপন্থী এই সিদ্ধান্ত। মূল্যায়নের প্রথা চালু থাকা সত্ত্বেও তাঁর সরকারের শিক্ষা দপ্তর এমন একটা সিদ্ধান্ত কেন নিতে গেল, সেটা কি আদৌ বোধগম্য? যদিও সমীক্ষা বা গবেষণার ভিত্তিতে এরকমটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষা দপ্তর তা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আনল না কেন?

এরকম নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় নেই শিক্ষা কর্তৃপক্ষের, সরকারের। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সদ্য কলমের এক খোঁচায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়েছে। তাহলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রথার কী হবে? সেই প্রথার আদৌ প্রাসঙ্গিকতা থাকবে কি? ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ নেই। যদিও সেই মূল্যায়ন বাস্তবে যে ধারাবাহিক ও আন্তরিক থাকে না সবসময়, তার প্রমাণ ইতিপূর্বে মিলেছে।

পাশ-ফেল হোক বা মূল্যায়ন- বিষয়টি যাই হোক, সাফল্য নির্ভর করে আন্তরিকতা, দায়বদ্ধতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ওপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই গোড়ায় গলদ। ফলে পড়ুয়ারা পরীক্ষানিরীক্ষার গিনিপিগ হয়। কিন্তু তাদের লেখাপড়া, মানসিক বিকাশ ইত্যাদি এগোয় না। প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক স্তরে মিড-ডে মিল নির্ভর হয়ে থাকে শিক্ষা। চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে- সরকারি স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা কমছে।

পড়ুয়ার অভাবে সদ্য একটি স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের মাদারিহাট ব্লকে। আরও কিছু স্কুলে একই পরিস্থিতি। কোথাও শিক্ষক সংখ্যার চেয়ে পড়ুয়া কম। কেন এই অবস্থা? সহজ, সাধারণ যুক্তি দেওয়া হয়, সন্তানদের শিক্ষায় অভিভাবকদের ঝোঁক এখন বেসরকারি স্কুলে। সেই যুক্তি যদি সত্যিও হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেসরকারি স্কুলের মতো ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় না কেন?

এত ধারাবাহিক মূল্যায়ন, হলিস্টিক রিপোর্টের কথা বলা হয়, তাহলে পড়ুয়াদের ধরে রাখতে না পারা তো সরকারি ব্যর্থতা। সেই খামতির প্রতিকার না করে সরকার কী করতে চলেছে? সদ্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, পড়ুয়া সংকটে ধুঁকতে থাকা স্কুলকে চালু স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। তিনি সম্ভবত ভেবে দেখেননি, এতে অনেক পড়ুয়ার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বাড়বে।

যে সমস্যা স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। স্কুলের প্রতি আকর্ষণ নষ্ট হতে পারে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের চাকরি নিরাপদ হতে পারে। কিন্তু পড়ুয়াদের পড়াশোনা নিশ্চিত হবে কি না সন্দেহ। এখন প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত জানার কাজ চলছে। যা শেষ হলে স্কুল সংযুক্তি আরও নিখুঁত হবে। এই মনোভাবে গুরুত্ব পাচ্ছেন শিক্ষকরা। পড়ুয়া কিংবা শিক্ষা নয়। দুর্ভাগ্য এটাই।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আলোচিত

সামি কখন সুস্থ হবেন? উনি লম্বা সময় ধরে এনসিএ-তে বসে আছেন। আমি জানি কতদিন ধরে। ওঁর কী অবস্থা, সেটা নিয়ে কেন কোনও সঠিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। আমি দায়িত্বে থাকলে ওঁকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যেতাম।

-রবি শাস্ত্রী

ভাইরাল

বারাণসীতে ছাদের ওপর বসে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে একটি বাঁদর। হাতে মাঞ্জা দেওয়া সুতো। তার হাতের টানে ঘুড়িটি কখনও লাট খাচ্ছে, কখনও ঠিকভাবে উড়ছে। শেষে দক্ষতার সঙ্গে নিজের কাছে ঘুড়ি টেনে আনে। বাঁদরের ঘুড়ি ওড়ানোর ভিডিও ঝড় তুলছে।

আজ

১৯০৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী।

১৯৩৩

অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

একবার বিবেকানন্দর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবী বেলুড় মঠে এসেছেন। এসেই একতলা থেকে উঁচু গলায় বিশ্ববিজয়ী ছেলেকে ডাক দিলেন, বিলু-উ-উ। মায়ের গলা শুনে বিবেকানন্দ তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন।

পরিবার ও বৈরাগ্যের সংকটে বিবেকানন্দের সমাধান

শংকর

বিবেকানন্দ ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য গৃহত্যাগী হয়েছিলেন ১৬ বছর বয়সে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার আগে তাঁরা সংসারেই পরম আদরে লালিতপালিত হয়েছেন। আসলে, সন্ন্যাসী হয়ে তো কেউ এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন না।

নরেন্দ্রনাথের সংসারে আমরা একটু চোখ রাখি। বিলে ওরফে নরেন্দ্রনাথের জন্ম প্রকৃত অর্থে সোনার সংসারে। বিলে নামটি নিয়ে একটি ঘটনা বলি। একবার বিবেকানন্দর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবী বেলুড় মঠে এসেছেন। এসেই একতলা থেকে উঁচু গলায় বিশ্ববিজয়ী ছেলেকে ডাক দিলেন, বিলু-উ-উ। মায়ের গলা শুনে বিবেকানন্দ তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। এবং নীচু গলায় মায়ের সঙ্গে কথাবার্তায় ডুবে গেলেন।

বিলের ছেলেবেলার কথায় ফিরি। ভুবনেশ্বরী দেবী ছেলের দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে বলেছিলেন, 'চেয়েছিলাম শিবকে, পেলাম এক ভূতকে।' সত্যি বলতে, এমন কথা সব দেশের সব মায়েরাই বোধহয় তাঁদের দস্যি ছেলেদের বলে থাকেন। ছোটবেলায় বিলের মতো বোম্বেটে ছেলেকে সামলানোর জন্য একজন নয়, দুজন পরিচারিকা রাখা হয়েছিল। তাঁদের দুজনকেই হিমসিম খাইয়ে ছাড়তেন বিলে। মায়ের কাছে চিরকালের বিলু হয়েই ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তবে কীভাবে বিলে অথবা বীরেশ্বর নরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন, সেই রহস্য জানা নেই।

এখানে বলে রাখি, বিলু ভুবনেশ্বরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না। যদিও পরবর্তী সময়ে বীরেশ্বরকেই বড়ছেলের সমস্ত দায়িত্ব মাথাপেতে নিতে হয়েছিল। সংসারত্যাগী হয়েও সেই বিরাট মানসিক দায়িত্বকে তিনি কোনও দিন স্বার্থপরের মতো দূরে সরিয়ে রেখে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেননি। বিশ্বজগতে অনেকেই সন্ন্যাসী হয়েছেন, কিন্তু পরিবার ও বৈরাগ্যের উভয়সংকট এবং তার বিস্ময়কর সমাধানই বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দ করে তুলেছিল।

বিলুর যে বীরেশ্বর নাম, তা ভগিনী নিবেদিতাই বোধকরি প্রথম সেই অর্থে সর্বসমক্ষে এনেছিলেন। বিলুর আরেকটি ডাকনাম ছিল। যে মানুষটি দীর্ঘদেহী, পৌনে ছ-ফুট লম্বা, তাকে তাঁর ন'ঠাকুরদা গোপাল দত্ত বেশ মিঠে একটা ডাকে ডাকতেন। ডাকতেন 'বেঁটে শালা' বলে। এই বিশেষণ ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়, দত্ত পরিবারের পূর্বসূরিরা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কতটা ছিলেন! সবমিলিয়ে বিবেকানন্দরা ছিলেন দশ ভাইবোন। ভুবনেশ্বরীর প্রথম সন্তানটি ছিল পুত্র। তার অকালে মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা যায়। এই সন্তানের অভাবনীয় সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেন ভুবনেশ্বরী দেবী। সে ছেলে ছিল নাকি পিতামহের মতো দেখতে। একটি সূত্রে জানা যায়, ভুবনেশ্বরীর প্রথম সন্তানটি মাত্র আট মাস বয়সে মারা যায়। পরের সন্তানটি কন্যা। তারও মৃত্যু হয় শৈশবে। নাম পর্যন্ত জানা যায় না। এই কন্যাটি আড়াই বছর বেঁচেছিল। তৃতীয় সন্তান হারামণি মাত্র ২২ বছর বেঁচেছিলেন। এঁর সম্বন্ধেও তেমন কিছু তথ্য মেলে না। চতুর্থ সন্তান স্বর্ণময়ী। তিনি অবশ্য দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। স্বামীজির ভিটেতেই বসবাস করেছেন দীর্ঘদিন। এই দিদিটি ভাই নরেনের প্রতি বেশ স্নেহশীলা ছিলেন। নরেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর স্বর্ণময়ী বেলুড় মঠে দশ টাকা পাঠাতেন। এমন কথা উল্লেখ করেছেন বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যরা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দিদি এই টাকা পাঠিয়ে গিয়েছেন। টাকা পাঠানো বা চাঁদা দেওয়ার বিষয়টি শুরু করেছিলেন বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী। হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, নচেৎ স্বামী প্রেমানন্দ বাড়ি থেকে এই টাকা নিয়ে যেতেন।

ভুবনেশ্বরীর পঞ্চম সন্তানটিও ছিল কন্যা। তার মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ছ-বছর বয়সে। নরেন্দ্রনাথ আসলে ভুবনেশ্বরীর ষষ্ঠ সন্তান। বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৯ বছর। সপ্তম সন্তান কিরণবালা আনুমানিক ১৮-১৯ বছর বেঁচেছিলেন। গর্ভের অষ্টম সন্তান বেঁচেছিলেন আনুমানিক ২৫ বছর। নবম সন্তান মহেন্দ্রনাথ ও দশম ভূপেন্দ্রনাথ। বংশের এই দুই কনিষ্ঠ সন্তান বেঁচেছিলেন যথাক্রমে ৮৮ বছর ও ৮১ বছর। ভুবনেশ্বরীর কন্যাদের পরিবারের খবরও তেমন বিস্তারিত পাওয়া যায় না।

বিবেকানন্দের জন্মভিটে অধিগ্রহণের জন্য একসময় বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল মঠ-মিশনকে। মহারাজদের সে এক প্রাণান্তকর পরিশ্রম। পার্থ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী বিশোকানন্দ ছিলেন মূল দায়িত্বে। তাঁর সূত্রেই জানা যায়, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের জমি অধিগ্রহণের সময় বেশ কয়েকজনকে পুনর্বাসিত করতে হয়েছিল। তাঁদের দেওয়া হয়েছিল নতুন ফ্ল্যাট। এঁরা প্রত্যেকেই বিবেকানন্দের বোনের দিক থেকে বংশধর। কারণ, ভুবনেশ্বরীর তিন পুত্রসন্তানের কেউই বিয়ে করেননি। একটি সূত্রের খবর, যোগীন্দ্রবালা নামে যে বোন স্বামীজির পরিব্রাজককালে সিমলা পাহাড়ে শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যা করে নিজের জ্বালা জুড়িয়েছিলেন, তাঁর দুটি নাবালিকা কন্যার দায়িত্বও একসময় নিতে হয়েছিল নিঃসম্বল ভুবনেশ্বরী দেবীকে। আরেকটি খবর, ভুবনেশ্বরীর এই জামাই পুনরায় বিয়ে করেন। ভুবনেশ্বরী সেই জামাই এবং নতুন বৌকে নিজের বাড়িতে এনে আপ্যায়িত করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, বঙ্গদেশে ভুবনেশ্বরী দেবীর মতো মায়েদের মন কতটা বড়! আবার কতটা বেদনাদায়ক ঘটনা মায়েরা মুখ বুজে সহ্য করে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারেন।

স্বামীজির দিদি ও বোনেদের সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— বড় দুই দিদি ইংরেজি শিক্ষার আলোকলাভ করেছিলেন। তাঁরা বেথুনে পড়ার মতো সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ছোট দুই বোনও মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদুষী হয়েছিলেন। বলে রাখি, বাবার মৃত্যুর সময় বিবেকানন্দের বয়স ছিল ২১ বছর। মেজো ভাই মহেন্দ্র তখন ১৫ এবং ভূপেন্দ্রনাথ নিতান্তই কম বয়সের, মাত্র তিন।

দশ সন্তানের মা ভুবনেশ্বরী দেবী। অকালবৈধব্যে জর্জরিত হয়েও কী বিপুল দুঃখের বোঝা আমৃত্যু তিনি নিঃশব্দে বহন করেছিলেন! স্বামীজিও যে ঘরের জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য উতলা হতেন না, তা নয়। বিভিন্ন চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। মহাবৈরাগ্য অবস্থায় একটি চিঠিতে লিখছেন, 'আমি অতি অকৃতী সন্তান, মাতার কিছু করিতে পারিলাম না, কোথায় তাদের ভাসিয়ে দিয়ে চলিয়া আসিলাম।' এই চিঠি যেন মায়ের কাছে স্বামীজির ক্ষমা চাওয়ার শামিল।

সিমলে পাড়া। সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের দত্তবাড়ি। এঁরা ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ি কাশ্যপগোত্রীয়। এঁদের বিপুল বিত্তসম্পদের পিছনে ছিল বংশানুক্রমে আইন ব্যবসায় সাফল্য। সেই সূত্রেই বিবেকানন্দও আইন পড়েছিলেন। অ্যাটর্নি হিসাবে অফিসে শিক্ষানবিশি করেছিলেন। অথচ সেই তিনি মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ বিলেতে আইন পড়তে হাজির হয়েছেন শুনে বেজায় বিরক্ত হয়েছিলেন। একদিকে নিজের আর্থিক টান, অন্যদিকে বিলেতে ভাইয়ের খরচ চালানোটা সহজ নয় বলেই হয়তো! যাইহোক, উকিল ও অ্যাটর্নিতে ভরা সিমলের দত্ত পরিবার। এই বংশের বিপুল সমৃদ্ধি যেমন ওকালতি থেকে, তেমনি পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্ব হারানোর দুর্ভাগ্যও এই পরিবারের কপালেই জুটেছে। কষ্ট হয় এই ভেবে যে, জাগ্রত বিবেক বিবেকানন্দের স্বল্পপরিসর জীবনকে সর্বক্ষেত্রেই বিষময় করে তুলেছিল এই জ্ঞাতি শত্রুতা। হয়তো বা, নিতান্ত স্বল্প বয়স থেকে দুর্বিষহ যন্ত্রণা না ভোগ করতে হলে তিনি আরও কিছুদিন এই ধরাধামে থাকতে পারতেন।

এই যে দত্ত বংশ, এঁদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার দত্ত-দরিয়াটানা বা দেরেটনা গ্রাম। এই গ্রামেরই মানুষ রামমোহন দত্ত। নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ। সুপ্রিম কোর্টের ফারসি আইনজীবী ছিলেন। অভিজাত জীবনযাপন করেও তিনি বহুল পরিমাণে অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। সালকিয়ায় তাঁর দুটো বাগানবাড়ি ছিল। খিদিরপুরেও ছিল প্রচুর জমিজমা। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে কলেরায় রামমোহনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে রেখে যান এক বিধবা কন্যা ও দুটি শিশুপুত্রকে। রামমোহন দত্তের বড় ছেলে দুর্গাপ্রসাদ। বিবেকানন্দের পিতামহ। তিনিও অ্যাটর্নি অফিসে যুক্ত ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তন হয়। যৌথ পরিবার। সেই পরিবারে তাঁর স্ত্রী অপমানিত হচ্ছেন, এই দুঃখে দুর্গাপ্রসাদ একবার বসতবাটী ত্যাগ করেছিলেন। পরে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাসী হয়ে যাবার পরও দুর্গাপ্রসাদ মাঝে মাঝে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে উত্তর ভারত থেকে কলকাতায় আসতেন। ভিক্ষাপুত্রের সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করতেন। একবার তাঁকে ঘরে আটকে রাখবার জন্য দরজায় তালা লাগানো হয়। তিনদিন পরে দেখা যায়, তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই যে ঘর ছাড়লেন দুর্গাপ্রসাদ, আর কখনও ফেরেননি।

বাবার এইরূপ অবস্থার কারণে, স্বামীজির বাবা বিশ্বনাথ দত্তকে তাঁর কাকার করুণায় প্রায় অনাথরূপে বেঁচে থাকতে হয়েছিল। স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বারকয়েক ব্যবসার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। পরে অবশ্য আইনি ব্যবসায় সাফল্যলাভ করেন। স্বামীজির বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী। একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবের কারণে সেই বইটি ঠাকুরদার খুড়তুতো ভাই, ডাক বিভাগের পদস্থ কর্মচারী গোপালচন্দ্র দত্তের নামে প্রকাশিত হয়। অন্যের নামে নিজের রচিত গ্রন্থ প্রকাশের একই দুর্ভাগ্য পুত্র বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। পূর্বাশ্রমে অপরের নামে, এমনকি প্রকাশকের নামে নরেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটা বই লিখেছিলেন। সেই লেখা থেকে অতি সামান্য অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল গানের বই, ইংরেজি কথোপকথনের বই এবং বাংলা অনুবাদের বই।

অন্যদিকে, গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরী দেবীও কোনও অংশে কম ছিলেন না। মা-বাবার নয়নের মণি ছিলেন তিনি। তাঁদের একমাত্র সন্তান। অসামান্যা সুন্দরী, সুগায়িকা এবং শ্রুতিধর। একবার শুনে যে কোনও কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন। স্মৃতিশক্তির এই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন তাঁর দুই সন্তান, বিবেকানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ।

জনমন জনমত

জীবন স্যারের প্রয়াণে ইতিহাস পাঠে শূন্যতা

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং সেই কলেজের পরিচালন সমিতির সাবেক সভাপতি জীবন মুখোপাধ্যায় স্যারের প্রয়াণ নতুন ইতিহাস লিখনে এক অভাববোধের জন্ম দিল। সেই ক্লাস ফাইভের পর থেকে ইতিহাসের ভালো বই মানে যে লেখকের নামটা উচ্চারিত হত তা হল জীবন মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস বই। ইতিহাসের মতো এক কঠিন বিষয়কে এত সহজ-সরলভাবে তিনি লিখতেন যে, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবার সাজেশনের বইয়ের তালিকায় তাঁর বই থাকত।

বিশেষ করে আমরা যারা ইতিহাস বিষয়টিকে ভালোবেসে উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়েছি, তার পেছনে অবদান জীবন স্যারের ইতিহাস বিষয়ের সব বই। তাঁর প্রয়াণে যে শূন্যস্থান তৈরি হল তা ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। জীবন মুখোপাধ্যায় স্যারের প্রতি অন্তর থেকে শতকোটি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই।

রাসেল সরকার, শিলিগুড়ি।

জল-যন্ত্রণায় নাজেহাল

'একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?' সুকুমার রায়ের অবাক জলপান নাটকের সেই পথিকের মতো অবস্থা এখন শিলিগুড়ির ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডবাসীর। বিকেলে তো জল আসেই না, সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার সময় যাও বা আসে তার গতি বড়ই কম এবং বেশিক্ষণ থাকেও না। স্বভাবতই তাতে বাসিন্দার চাহিদা মিটছে না।

এর আগে পুরসভার ঘোষণা অনুযায়ী, ২৬ ডিসেম্বর থেকে জল সরবরাহ বন্ধ ছিল। তারপর কবে যে স্বাভাবিক হয়েছে তা অদ্যাবধি বুঝে উঠতে পারলেন না বাসিন্দারা। কারণ, জল তো ঠিকমতো আসছেই না। ২৭ ডিসেম্বরের উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'একটু জলের জন্য হাপিত্যেশ শিলিগুড়ির' শীর্ষক প্রতিবেদনে পড়েছিলাম মেয়র বলছেন, 'আমি তো জল পাচ্ছি বাড়িতে। কোনও সমস্যা হচ্ছে না। যা সংকট আছে তা সংবাদমাধ্যমে।' অত্যন্ত হাস্যকর বক্তব্য। যে সময় পুরসভার ঘোষণা অনুযায়ী প্রায় গোটা শহর জল পায়নি, তখন মেয়র কি শুধু নিজের বাড়ির জলেরই খোঁজ রাখবেন? তাহলে তিনি কীসের মহানাগরিক যদি শহরবাসীর ভালো-মন্দের খোঁজই না রাখতে পারেন?

এভাবে এক মাস পরপরই যদি জলকষ্টে ভুগতে হয় তাহলে তো খুব মুশকিল। কারণ, এতে তো পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ বা মেয়রের কিছু যায় আসে না। গ্যাঁটের কড়ি খরচ হয় আমজনতার।

তাই বলছি, আমজনতাকে যদি প্রায় প্রায়ই জল কিনে খেতে হয় তাহলে পুনরায় জল কর চালু করুক পুরসভা। কারণ, বাম আমলে জল কর নেওয়াতে পরিষেবাতে এমন ব্যাঘাত ঘটত না।

আরও মজার বিষয়, যখনই শহরে ওয়ার্ড উৎসব চলে তখনই জলের পরিষেবায় যেন আরও বেশি ব্যাঘাত ঘটে। সবে তো নতুন বছর শুরু হয়েছে, এখনই যদি জল পরিষেবার এমন হাল হয়, বাকি বছরের কথা ভেবে আতঙ্ক হয় বইকি!

স্মিতা বিশ্বাস, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়

আবার শুটআউট! এবারে মালদায় দুষ্কৃতীর গুলিতে রাজনৈতিক নেতা খুন। তারপর সন্দেশখালিতে এক নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চলেছে। এর আগে হাওড়া, বহরমপুর, ইসলামপুর, ভাটপাড়া ইত্যাদি নানা জায়গায় শুটআউটের ঘটনা ঘটেই চলেছে। কী কারণে এত জায়গায় মাঝে মাঝে গুলি চলছে, এত বন্দুক, গুলি এসব কোথায় পাচ্ছে, সেটা দেখা এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা পুলিশের কাজ। কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

একে এত শুটআউটের ঘটনা, সেইসঙ্গে রয়েছে প্রায়ই বোমা তৈরি করতে গিয়ে আহত বা নিহত হওয়ার খবর। একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, সারা রাজ্যে অপরাধীদের কাছে প্রচুর বন্দুক, গুলি, বোমা মজুত রয়েছে। এছাড়া পড়শি রাজ্য থেকেও যে কেউ এসে গুলি চালিয়ে কাউকে মেরে ফেলতে পারে। হয়তো সেজন্যই এখনকার নেতা-মন্ত্রীরা সবসময় নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে চলাফেরা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? পুলিশ তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করলে রাজ্যবাসী নিশ্চিন্ত হবেন।

আশিস রায়চৌধুরী, শিলিগুড়ি।

মেয়রকে ধন্যবাদ

২৫ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'সিকিমের বর্জ্যে ক্ষুব্ধ গৌতম' শীর্ষক সংবাদটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রশ্ন হল, সিকিম কেন শিলিগুড়িতে বিপজ্জনক বর্জ্য ডাম্পিং করবে? সিকিমের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনও শত্রুতা আছে বলে তো মনে হয় না। বরং সুসম্পর্ক আছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতি বছর বহু পর্যটক সিকিমে বেড়াতে যান। তাতে সিকিমেরই উপকার হয়। নিজের রাজ্যকে পরিষ্কার রাখতে প্রতিবেশী রাজ্যের জনগণকে বিপদে ফেলা ঘোরতর অন্যায়। এই ধরনের অন্যায় কাজ অবিলম্বে সিকিম সরকারের বন্ধ করা উচিত। আমি এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমাদের শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৪

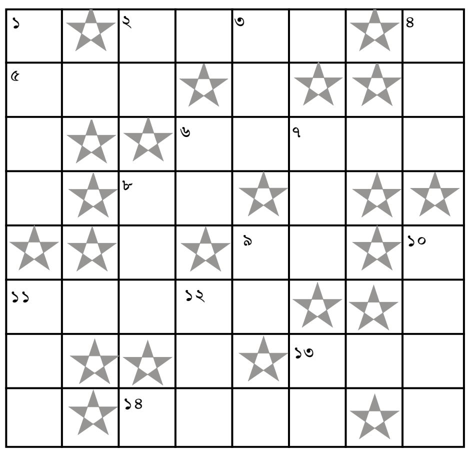

পাশাপাশি : ২। আব্বাকে আদরের সম্ভাষণ ৫। শিক্ষা,অভ্যাস করা ৬। দাম নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা ৮। আপস, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত ৯। খরগোশ ১১। কর্মকুশল ১৩। মিষ্টিদ্রব্য পাক করার কাজ ১৪। পাতিপাতি করে খোঁজা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার।

উপর-নীচ : ১। জোড়হাত ২। ফলবিশেষ, সাধারণ লোকবিষয়ক ৩। উগ্র টক লেবুবিশেষ, গোঁড়া লেবু ৪। কাছারি, অফিস, বই খাতাপত্রের বান্ডিল ৬। বার, খেপ, অবস্থা, পরিণতি ৭। ডাঁশ ৮। রূপো ৯। ব্রাহ্মণের উপাধি, কৌতুকে কিংবা অহংকারে প্রযুক্ত স্বয়ংবাচক উপাধি ১০। সম্পূর্ণ নতুন, অপূর্ব ১১। সোনা ১২। পাতে দেওয়ার অযোগ্য ভাত, অখাদ্য ১৩। আলাদা,পৃথক, অন্যরকম।

সমাধান ■ ৪০৩৩

পাশাপাশি: ১।চক্রবাক ৩।সবিতা ৫।বচনবাগীশ ৬। মিতালি ৭। হামেশা ৯। সমভিব্যাহার ১২। তিমির ১৩। মান্যবর।

উপর-নীচ : ১। চক্রনেমি ২। কদাচ ৩। সধবা ৪। তালাশ ৫। বলি ৭। হার ৮। শালোয়ার ৯। সন্ততি ১০। ভিতর ১১। হাঙ্গামা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রশ্ন বিচারকের

এসএসকেএম থেকে উদ্ধার হওয়া জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিঠি নিয়ে মঙ্গলবার নিম্ন আদালতের বিচারকের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ল ইডি।

৫৮ হাজার

ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরে পাঁচদিনে ৫৮ হাজার মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন।

আজ বৈঠক

৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে। তার আগে বুধবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে মুখ্যসচিব সহ শিল্প দপ্তরের কর্তারা থাকবেন।

কোর্টের দ্বারস্থ

গণধর্ষণের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সন্দেশখালির এক মহিলা। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেছেন তিনি।

শীতের সকালে মল্লিক ঘাটে। মঙ্গলবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

গঙ্গাসাগরমেলায় নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার মমতার

বাংলাদেশ নিয়ে সতর্কতা

নির্মল ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সতর্কতার পরই গঙ্গাসাগরমেলার নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জল, স্থল ও আকাশপথে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানান তিনি। এদিন গঙ্গাসাগরের হেলিপ্যাড ময়দানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এসে তাঁর উদ্বেগের কথাও প্রকাশ করেন মমতা। নিরাপত্তা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি ফেরার সময় তিনি কপ্টার নিয়ে মেলার ওপর এক চক্করও কাটেন।

এদিন ৩০টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মমতা। প্রকল্পগুলির মোট বরাদ্দ ১৫৩ কোটি টাকা। এছাড়াও ১৯টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলির জন্য ৬০.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর ফলে ১৯ লাখ মানুষ উপকৃত হবেন।

মঙ্গলবার সাগরদ্বীপে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি : রাজীব মণ্ডল

গঙ্গাসাগরের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার কী কী করেছে তা ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, গঙ্গাসাগরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন টেনে আনা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সুন্দরবন পুলিশ জেলা, গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানা, কাকদ্বীপে হারউড পয়েন্টে কোস্টাল থানা করা হয়েছে। তিনটি স্থায়ী হেলিপ্যাডও করা হয়েছে। চালু হয়েছে সুলভে কলকাতা-গঙ্গাসাগর কপ্টার পরিষেবা। এছাড়া অসুস্থদের জন্যও কপ্টার পরিষেবা চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নদী পারাপারের সুবিধার জন্য মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং করে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত লঞ্চে যাতায়াত করতে পারবেন সকলে। মেলার জন্য ২২৫০টি সরকারি বাস ও ২৫০টি বেসরকারি বাস, ৯টি বার্জ, ১০০টি লঞ্চ ও ২১টি জেটি ব্যবহার করা হবে। সমস্ত বাস, ভেসেল ও লঞ্চে স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং ও জিপিএসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেলার সময় নিরাপত্তা দেখার জন্য ৫-৬ জন প্রধান সচিব ও ১০ জন মন্ত্রী থাকবেন। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য গাড়ির গতিতে রাশ টানা হচ্ছে। বড়বাজার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত রাস্তায় ৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে গাড়ি চালানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'ওপার বাংলা থেকে কোনওরকম সমস্যা যাতে করতে না পারে তার জন্য কোস্টাল গার্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে। জল, স্থল, আকাশপথে নজরদারি চালানো হবে।'

প্রতিমন্ত্রীকে কাজ দিন, পূর্ণ মন্ত্রীদের কড়া হুঁশিয়ারি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীদের বসিয়ে রাখা চলবে না, তাঁদের কাজ দিতে হবে। রাজ্য সরকারের সব দপ্তরের সতীর্থ মন্ত্রীকে এমনই হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

দপ্তরের কাজের ছড়িটা বলতে গেলে পূর্ণমন্ত্রীরাই ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিমন্ত্রীদের এ হেন অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কানে এসে পৌঁছোতেই কড়া মনোভাব নিয়েছেন তিনি। তাতেই নড়েচড়ে বসেছেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রীরা। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীদের কাজের দায়িত্ব দিতে তৎপর হয়েছেন তাঁরা।

নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর কড়া মনোভাব জানার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ ভাগ করে নিয়েছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উত্তরবঙ্গের আট জেলার দায়িত্বে তিনি। তাঁর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মালদা জেলার বিধায়ক। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে এখন তিনি শুধুই মালদা জেলার দায়িত্বে। মঙ্গলবার যোগাযোগ করা হলে সাবিনা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেন, 'শুধু মালদা জেলাটাই আমি দেখছি। জেলায় যা কিছু সবটাই আমার দায়িত্বে। উত্তরবঙ্গের অন্য ৭ জেলায় দায়িত্বে রয়েছেন দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী।'

উত্তরবঙ্গের আট জেলার মধ্যে মাত্র একটি জেলার দায়িত্বে থেকেই তিনি সন্তুষ্ট কি না জানতে চাওয়া হলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'না না কোনও অসুবিধা নেই তাতে। পূর্ণমন্ত্রীর সঙ্গে সমন্বয় করেই সব কাজ হচ্ছে। যোগাযোগও আছে। আলোচনা করেই কাজ হচ্ছে।' বিষয়টি এদিন এড়িয়েও যাননি দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা দপ্তরের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছি। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শুধু মালদা জেলার দায়িত্বে আছেন। ওই জেলার যা কিছু উন্নয়ন ও পরিকল্পনার কাজ তিনিই দেখছেন। জেলার সবটা উনি দেখছেন। এ ব্যাপারে নাক গলাই না আমি। এছাড়া দপ্তরের সব কাজ নিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রতিমন্ত্রীও থাকেন। সমন্বয়ের কোনও অভাব নেই। অসুবিধা কিছু হচ্ছে না।'

> মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা দপ্তরের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছি। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শুধু মালদা জেলার দায়িত্বে আছেন। জেলার সবটা উনি দেখছেন।
>
> **উদয়ন গুহ**

একমাত্র উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ছাড়াও সরকারের একাধিক দপ্তরের একাধিক প্রতিমন্ত্রী আছেন। সেই সব প্রতিমন্ত্রীর আলাদা করে কী কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সরকারিভাবে অধিকাংশের ক্ষেত্রে তা জানা যায়নি। নবান্নে একাধিক পূর্ণমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। মুখে তাঁরা কুলুপ এঁটে রয়েছেন। প্রবীণ এক মন্ত্রীর মন্তব্য, 'আমাদের কাজ ভাগের কথা প্রকাশ্যে আপনাদের বলব কেন? সব কিছুরই তো একটা 'ডেকোরাম' আছে। দপ্তরের কাজ তো আমরা করছি সবাই মিলেই। পূর্ণমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এসব ভাগাভাগি কেন?'

নন্দীগ্রামে 'গদ্দার' স্লোগান শুভেন্দুকে

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : নন্দীগ্রামে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান গিয়ে তৃণমূলের মুখে 'গদ্দার শুভেন্দু' শুনতে হল বিরোধী দলনেতাকে। আক্রমণ আর পালটা আক্রমণে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান এবারেও তৃণমূল-বিজেপির কাদাছোড়াছুড়ি থেকে রেহাই পেল না।

প্রতিবছরের মতো মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে শহিদ দিবস পালনের আয়োজন করেছিল তৃণমূল। জমি রক্ষার আন্দোলনে ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে গুলিতে নিহত হন জমি আন্দোলনের তিন কর্মী। সেই ঘটনার জন্য সিপিএমকে দুষে শহিদ তর্পণের শুরু। এরপর থেকে দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিবছর নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় শহিদ দিবস হিসাবে পালন করে তৃণমূল। তৃণমূলে থাকাকালীন শুভেন্দুই ছিলেন এই কর্মসূচির কান্ডারি। কিন্তু, ২০২০ সালের পর ১৯ ডিসেম্বর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে শহিদ দিবস পালনের এই কর্মসূচি নিয়ে টানাপোড়েনের শুরু তৃণমূল বনাম বিজেপিতে, লোকে বলে আসলে তৃণমূল বনাম শুভেন্দুতে। এদিন সেই শহিদ দিবস উপলক্ষ্যেই মঙ্গলবার ভোরে সোনাচূড়ার ভাঙাবেড়্যার শহিদ মঞ্চে যান তৃণমূলের রাজ্য নেত্রী জয়া দত্ত, পটাশপুরের বিধায়ক ও জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক ও প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরির নেতৃত্বে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা। সেই মঞ্চ থেকেই শুভেন্দুকে নিশানা করেন তৃণমূল নেতারা। শুভেন্দুকে 'গদ্দার' বলে ধ্বনি দেন তাঁরা। তৃণমূলের কর্মসূচির পরে নন্দীগ্রামের শহিদ মিনারে আসেন শুভেন্দু। শহিদ বেদিতে মালা দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দাগেন তিনিও। নাম না করে আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে বলেন, 'তারাচাঁদবাড় থেকে একটা চোর আজ সকালে এখানে এসে আমাকে গালাগালি করেছে। একটা জাহাজ বাড়ি বানিয়েছে চোরটা।' হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমি যার দিকে তাকাই তার কী অবস্থা হয় দেখেছেন তো? ওর অবস্থা সন্দেশখালির শাহজাহানের মতো হবে।'

বিকাশের মন্তব্যে কটাক্ষ

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : রাজ্যটা চোরেদের হাতে যাওয়ার জন্য কার্তিক, গণেশপুজো নিয়ে এখন মাতামাতি বঙ্গে। মা যদি ডাকাত হন, তাহলে তাঁর সন্তানসন্ততিরা তো চোর হবেই। কলকাতার উলটোডাঙায় একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়ে সিপিএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য মঙ্গলবার এই মন্তব্যে করেন। হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে এই ধরনের অসম্মানজনক মন্তব্যের জন্য সিপিএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্যের মানসিক ভারসাম্য নিয়েই কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে বিকাশের এই মন্তব্যে দারুণ চটেছেন শুভেন্দু। এক্স হ্যান্ডেলে এর প্রতিবাদ করে শুভেন্দু বলেন, হিন্দু দেবদেবীদের হেয় করা নিয়ে সিপিএমের এই বস্তাপচা মনোভাব উনি আগেও দেখিয়েছেন। নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেখাতে হলে উনি সংখ্যালঘু মুসলিমদের ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে কিছু মন্তব্য করে দেখান। না হলে লোকে ওঁর মানসিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন করবে। যদিও শুভেন্দুর আক্রমণের জবাবে বিকাশ বলেন, 'আমি কৌতুক করে বলেছি। তবে আমার মানসিক ভারসাম্য নিয়ে যারা চিন্তিত, সেই শুভেন্দুকে বলব, হিন্দু হিন্দু করে আপনি দিনরাত যা করে বেড়াচ্ছেন, তাতে নিজের মানসিক ভারসাম্য ঠিক আছে তো?'

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

২০০০ কোটি খরচে ব্যর্থ সরকার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : প্রতিটি প্রকল্পের কাজ সময়ে শেষ করার জন্য বারবার সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে চলতি বছরের মার্চে। কিন্তু এখনও এই কমিশনের বরাদ্দ করা প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি রাজ্য সরকার। সোমবারই এই নিয়ে বৈঠক করেছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ এই টাকা মূলত আটটি জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খরচ হয়নি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ নবান্ন। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কেন প্রকল্পের কাজ সময় মতো শেষ হয়নি, তা জানতে চেয়ে ওই আট জেলার জেলা শাসককে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমেই জেলাগুলিকে নির্মীয়মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চের মধ্যে এই কাজ যাতে শেষ হয়, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা টাকা খরচে অনেক পিছিয়ে আছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছিল। ওই জেলার জন্য বরাদ্দ হওয়া ৫৩২ কোটি টাকার মধ্যে ২৫২ কোটি টাকা এখনও খরচই করা যায়নি। মুর্শিদাবাদ ৪৯৬ কোটি টাকা পেয়েছিল। তার মধ্যে ২৩৭ কোটি টাকা তারা এখনও খরচ করতে পারেনি। উল্লেখযোগ্যভাবে কোচবিহার ও নদিয়া বরাদ্দের ৮০ শতাংশই খরচ করে ফেলেছে। ফলে এই দুই জেলার কাজে সন্তোষপ্রকাশ করেছে নবান্ন। এই টাকায় রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশির ব্যবস্থা করার কথা।

২ জানুয়ারি নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোনও প্রকল্পের কাজ ফেলে রাখা যাবে না। তারপরই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচের খতিয়ান দেখতে গিয়ে অর্থ দপ্তর জানতে পারে, ৮ জেলা টাকা খরচে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তারপরই এই জেলাগুলির জেলা শাসককে চিঠি পাঠানো হয়।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকেই ষোড়শ অর্থ কমিশন শুরু হবে। তার আগেই সব কাজ শেষ করতে চায় নবান্ন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে রাজ্যের জেলাগুলির জন্য ৫,১৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু ২ হাজার কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত খরচ হয়নি। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন শেষ হওয়ার আগে যাতে এই কাজ শেষ হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলাকে প্রতি সপ্তাহে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের এক প্রবীণ মন্ত্রী বলেন, 'পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পারলে বিজেপি তা হাতিয়ার করতে পারে। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে পারলে ষোড়শ অর্থ কমিশনে অতিরিক্ত বরাদ্দের দাবি জানানো হবে।'

গঙ্গাসাগরমেলা উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীদের জন্য আনা হল অস্থায়ী ঘর তৈরির সামগ্রী। মঙ্গলবার সাগরদ্বীপে। - পিটিআই

আবাসে সতর্কতা

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : ট্যাবের পর আবাস যোজনার টাকাও ব্যাংক থেকে লুট হয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই রাজ্যের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ২ জন উপভোক্তাকে সরকারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ফোন করে তাঁদের মোবাইল ফোনে যাওয়া ওটিপি নম্বর জানতে চাওয়া হয়। সেই নম্বর বলার পরই তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে যায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই নড়েচড়ে বসেছে নবান্ন। আবাস যোজনার টাকা যাতে লোপাট না হয়, তার জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ওই নির্দেশিকা যাতে উপভোক্তারা জানতে পারেন, তার জন্য জেলা শাসকদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এজন্য গ্রামে গ্রামে প্রচার করতেও বলা হয়েছে।

প্রতিহিংসার শিকার, সওয়াল কুন্তলের

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : গান গাওয়ার কারণে জেলে যেতে হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি বিখ্যাত চরিত্র চরণ দাসকে। আর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় তাঁর এই পরিস্থিতি বলে আদালতে সপক্ষে সওয়াল করলেন কুন্তল ঘোষ। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় মঙ্গলবার অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষ সহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়। সোমবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছিল। এই নিয়ে নিম্ন আদালতে মোট ৫৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল।

এদিন নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তা উল্লেখ করেন বিচারক। তখনই অভিযুক্তদের ভর্ৎসনাও করেন তিনি। ওইসময় কুন্তল নিজেকে চরণ দাসের সঙ্গে তুলনা করেন।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করে ইডি। তার ভিত্তিতেই বিচারক শুনানির শুরুতেই বলেন, 'এই মামলায় আপনারাও যুক্ত ছিলেন। সকলেরই আলাদা আলাদা ভূমিকা ছিল। অপরাধ করে সম্পদ অর্জনের পরও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ওই টাকা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয় বলে দাবি করেছেন। আপনারা দোষী না নির্দোষ?' কুন্তল বলেন, 'আমি নির্দোষ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলেছিলাম।'

> আমি নির্দোষ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলেছিলাম।
>
> **কুন্তল ঘোষ**

বিচারক তাঁকে থামিয়ে তৎক্ষণাৎ বলেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বলার হলে ধর্মতলায় গিয়ে বলুন, এখানে নয়।' চার্জ গঠনের সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের বক্তব্য, তিনি নির্দোষ। তবে বিচারক জানান, পার্থকে দুর্নীতিতে সাহায্য করেছেন কল্যাণ। তিনি কয়েকটি সংস্থার অধিকর্তা ছিলেন। তার ফলেই দুর্নীতির টাকা সরাতে ও লুকিয়ে রাখতে পার্থকে সাহায্য করেছিলেন তিনি। পার্থর থেকে ১৫ কোটি টাকা নিয়েছিলেন এবং সেই টাকা দিয়ে জমি কিনে স্কুল তৈরি করেন কল্যাণ। অর্পিতা মুখোপাধ্যায়েরও একই বক্তব্য। তিনি জানান, তিনি কোনও সরকারি পদে ছিলেন না। তাই তিনি কোনও বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য ও সৌভিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিচারক জানান, সৌভিক মানিকের পুত্র হিসেবে টাকা লেনদেনে যুক্ত ছিলেন। দুটি কোম্পানি তৈরি করে টাকা লেনদেন করা হয়েছে। শতরূপা ভট্টাচার্যের নাম ব্যবহার করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেআইনি লেনদেন করা হয় বলে অভিযোগ। তবে সৌভিক ও শতরূপা দুজনে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। তাপস মণ্ডলও এদিন নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। এদিন সাক্ষীদের তালিকায় ৩ জনের নাম জমা দেয় ইডি। ১৪,২০,২৭ জানুয়ারি রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহণ হবে।

কর্মী নিয়োগের অনুমতি চাইল পরিবহণ দপ্তর

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : প্রশাসনিক বৈঠকে কলকাতা শহরে বাসের সংখ্যা কম থাকা নিয়ে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ওপর প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই সোমবার রাস্তায় বাসের অবস্থা খতিয়ে দেখতে সল্টলেক তথ্যপ্রযুক্তি তালুকে যান পরিবহণমন্ত্রী। এই নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হয়। সেখানেই সামনে এসেছে, মূলত চালক ও কনডাক্টরের অভাবেই শহরে অতিরিক্ত বাস চালানো যাচ্ছে না।

সাধারণত দুটি শিফটে বাস নামানো হয়। কোনও কোনও সময় তিনটে শিফটেরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার জন্য যতজন চালক ও কনডাক্টরের প্রয়োজন, তা নেই। তার ফলে শহরে পর্যাপ্ত বাস থাকছে না। ইতিমধ্যেই চালক ও কনডাক্টরের শূন্যপদে নিয়োগ করার জন্য নবান্নকে আবেদন জানিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম ও পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমে চালকের সংখ্যা কম। সেই কারণেই বেশি সংখ্যক বাস নামাতে সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যা কীভাবে কাটানো যায়, তা ভাবা হচ্ছে।'

দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় এই মুহূর্তে ১৩৩০ জন

চালকের প্রয়োজন। কিন্তু তাদের হাতে রয়েছে ৮৮০ জন চালক। ফলে আরও ৪৫০ জন চালকের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও ১৩৩০ জন কনডাক্টরের পদ খালি থাকলেও হাতে রয়েছে ৯৫৬ জন। অর্থাৎ ৩৭৪ জন কনডাক্টর কম রয়েছে। চালক ও কনডাক্টর মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণে ৮২৪ জন নিয়োগের প্রয়োজন। একইভাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থারও ২০০ জন চালক ও কনডাক্টরের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমেরও প্রায় ৪৫০ জন চালকের প্রয়োজন আছে। এই মুহূর্তে প্রতিদিন কলকাতা শহর ও শহরতলিতে ৫৫০টি বাস নামায় পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম। চালক পাওয়া গেলে প্রতিদিন ৭০০ বাস চালানো যাবে বলেই নিগমের কর্তারা মনে করছেন।

এছাড়াও তিন নিগমের ২০৯ জন কনডাক্টরকে নিগমের অফিসের কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে। ১০০ জন চালককে গ্যারাজ, ওয়াশিং ইনচার্জ কাজে রাখা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকজন চালককে দিয়ে শহরে ছোট ছোট রুটে ছোট বাস চালাতে পাঠানো হয়। এই চালকদের মধ্যে অনেকে স্থায়ী চালক ছিলেন। তাঁদের অনেকেরই অবসর নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই আরও বেশি সংখ্যায় বাস চালাতে স্থায়ী বা অস্থায়ী পদে চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ করতে নবান্নের অনুমতি চেয়েছে পরিবহণ দপ্তর।

খড়্গাপুরের পথশিশুর নিউ জার্সি পাড়ি

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : ২০২০ সালের মে মাস। করোনা পরিস্থিতির জন্য দেশজুড়ে চলছিল লকডাউন। ঠিক তখনই খড়্গাপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি ৬ মাসের পুত্রসন্তানকে উদ্ধার করা হয়েছিল। তখন থেকে সে সেখানেই বড় হচ্ছিল। অবশেষে নতুন ঠিকানা পেল সে। চার বছর বয়সে তার নতুন ঠিকানা হতে চলেছে নিউ জার্সি। সেখানকার বাসিন্দা জোসুয়া ও রাভেন লিউরেন্স ৪ বছরের সংগীতকে দত্তক নিয়েছেন। সোমবার মেদিনীপুর শিশু সুরক্ষা অফিসে মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) কেম্পা হান্নাইয়া ও অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) মৌমিতা সাহা ওই শিশুটিকে ওই দম্পতির হাতে তুলে দেন। ওই শিশুটির পাসপোর্ট সহ যাবতীয় নথিও তৈরি করেছে জেলা প্রশাসন। মেদিনীপুরের শিশু সুরক্ষা অফিসার সন্দীপকুমার দাস বলেছেন, 'ওই দম্পতিকে যখন শিশুটিকে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হল যে ওই শিশুটিকে ওই দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হবে, তখন সে খুবই আনন্দিত। এমনকি সে তার

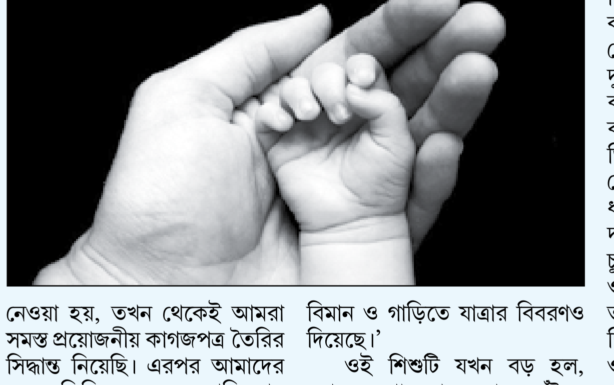

নেওয়া হয়, তখন থেকেই আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরপর আমাদের মধ্যে ভিডিও কলে একাধিকবার কথা হয়েছে। যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিমান ও গাড়িতে যাত্রার বিবরণও দিয়েছে।'

ওই শিশুটি যখন বড় হল, তখন দেখা গেল তার হাঁটতে ও কথা বলতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। সেই কারণে তাকে প্রথমে খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতাল ও পরে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। কলকাতাতেও তার চিকিৎসা করা হয়েছে। এখন সে কথা বলতে ও হাঁটতে পারছে। জোসুয়া ও রাভেনের ইতিমধ্যেই দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। একজনের বয়স ৬ ও অন্যজনের বয়স ৩ বছর। জোসুয়া একজন মার্বেল ডিজাইনার ও রাভেন গৃহকর্ত্রী। জোসুয়া বলেন, 'আমরা একবছর ধরে চাইছিলাম একটি পুত্রসন্তান দত্তক নিতে।' রাভেন বলেন, 'যখন চূড়ান্তভাবে জানতে পারলাম, ওই শিশুটিকে আমরা পাচ্ছি, তখন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।' আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে ওই শিশুটিকে বড় করার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও করা হবে বলে রাভেন জানিয়েছেন।

প্রণবের স্মৃতিসৌধ গড়ার ঘোষণা কেন্দ্রের

মোদিকে কৃতজ্ঞতা জানালেন শর্মিষ্ঠা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের জন্য স্মৃতিসৌধ কোথায় নির্মাণ করা হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বরং এই নিয়ে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের চাপানউতোর চলছে। এই বিতর্কের মধ্যে মোদি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজঘাটে যমুনার ধারে রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্থলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার একটি চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বন্দনা করেছেন প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। নমোর সঙ্গে দেখাও করেন তিনি।

শর্মিষ্ঠা লিখেছেন, 'বাবার জন্য স্মৃতিসৌধ তৈরির যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।' মনমোহনকে সম্মান দেখালেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তরফে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সম্মানে একটি বৈঠকও ডাকা হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শর্মিষ্ঠা। কেন্দ্রীয় সরকারও অভিযোগ করেছিল, প্রয়াত পিভি নরসীমা রাওয়ের জন্যও কখনও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেনি কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে প্রয়াত প্রণববাবুর জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত এবং তা নিয়ে শর্মিষ্ঠার মোদি প্রশস্তি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মহলে নতুন চর্চার ইন্ধন দিয়েছে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন শর্মিষ্ঠা। এই গুঞ্জন অবশ্য নতুন নয়। শর্মিষ্ঠা প্রতিবারই ওই গুঞ্জন গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ইদানীংকালে যেভাবে বিজেপির খোলাখুলি প্রশংসা করেছেন তাতে দুয়ে-দুয়ে চার একেবারে অসম্ভব নয়।

নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলাপচারিতায় শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়।

> বাবার জন্য স্মৃতিসৌধ তৈরির যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।
>
> **শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়**

শর্মিষ্ঠা এদিন বলেছেন, 'বাবা প্রায়ই বলতেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদার জন্য কখনও অনুরোধ করতে নেই। এটা দেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে বাবার স্মৃতিকে সম্মান জানিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বাবাকে এসব কিছুই স্পর্শ করবে না। কারণ উনি এখন প্রশংসা-সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু তাঁর মেয়ের কাছে এই আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা নেই।' এর আগে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেস যেভাবে নিজেদের নেতাকে দূরে ঠেলে দেয় বিজেপি তা করে না। বিজেপি সবাইকে নিয়ে চলে। কোনও কোনও বিশ্লেষকের ধারণা, শর্মিষ্ঠাকে সংসদেও আনা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প মুখ খুঁজতে বঙ্গ বিজেপি যেভাবে হিমসিম খাচ্ছে তাতে শর্মিষ্ঠা পদ্মশিবিরে যোগ দিলে তাঁকে রাজ্য রাজনীতিতেও আনার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিতে নারাজ বিশ্লেষকরা। তবে মমতার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। কাজেই তাঁকে বঙ্গ রাজনীতিতে এনে বিজেপির খুব একটা লাভ হবে না।

আটকে বাঙালি সহ ৬ শ্রমিক ▪ উদ্ধারে সেনা-নৌবাহিনী

অসমের খনিতে জল, মৃত ৩

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি : অসমের প্রত্যন্ত পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে এক কয়লাখনিতে জল ঢুকে পড়ায় মৃত্যু হল ৩ শ্রমিকের। আটকে রয়েছেন ছ'জন। মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ন'জন শ্রমিক খনিতে কাজের জন্য নেমেছিলেন। সোমবার থেকে তাঁরা খনিতে। রাতভর তৎপরতা চালিয়েও কাউকে উদ্ধার করা যায়নি। এমনকি তিনটি মৃতদেহ চিহ্নিত করা গেলেও খনি থেকে তুলে আনা সম্ভব হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা খনিতে আটকে থাকা শ্রমিকদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা গিয়েছে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তিনি সঞ্জিত সরকার। বয়স ৩৬। বাকিরা অসমের। তাঁদের বয়স ৩০ থেকে মধ্য পঞ্চাশের কিছু বেশি।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর শুরু হয়েছে উদ্ধার অভিযান। ঝাঁপিয়ে পড়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তদের ৩০ জনের একটি টিমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৮ জন কর্মী। তাঁরা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত। তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সেনা ও অসম রাইফেলসের জওয়ানরা। বিশাখাপত্তনম থেকে আনা হয়েছে নৌবাহিনীর ডুবুরিদের।

খনিতে জল ঢুকে পড়ায় অনেকেই দুশ্চিন্তায়। মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, খনির কাছে থাকা উদ্ধারকারী টিমের মূল্যায়ন অনুসারে জলের স্তর খনির ভিতরে ১০০ ফুট উঠেছে। সেকারণেই ডুবুরিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে সেনা নেমেছে। অসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছেন জওয়ানরা। একথা জানিয়েছেন গুয়াহাটির প্রতিরক্ষা মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দর রাওয়াফ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খনি বিপর্যয় প্রায়ই ঘটে থাকে। গত জানুয়ারিতে নাগাল্যান্ডে কয়লাখনি দুর্ঘটনায় ছ'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। চারজন আহত হন। মে মাসে তিনসুকিয়ায় মৃত্যু হয় তিনজনের। সবচেয়ে বড় খনি দুর্ঘটনাটি হয়েছিল ২০১৮ সালে মেঘালয়ে। তখন ১৫ জন শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন।

এদিকে গুজরাটের কচ্ছ জেলায় ভুজের এক গ্রামে ৫৪০ ফুট গভীর একটি জলশূন্য কুয়োয় পড়ে গিয়েছেন এক তরুণী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও বিএসএফ উদ্ধারে এগিয়ে এলেও সাফল্য মেলেনি। পরিজনেরা দিশাহারা অবস্থায়।

সময় যত এগোচ্ছে, উদ্বেগ বাড়ছে। উদ্ধারকাজ চলছে। প্রিয়জনের অপেক্ষায় প্রার্থনা গ্রামবাসীর। মঙ্গলবার ডিমা হাসাও-তে।

আইসিইউতে অসুস্থ প্রশান্ত কিশোর

পাটনা, ৭ জানুয়ারি : শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রাক্তন ভোটকুশলী ও জন সুরয পার্টির নেতা প্রশান্ত কিশোরকে। এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়।

সোমবার পাটনার গান্ধি ময়দানের আমরণ অনশন মঞ্চ থেকে ভোরবেলা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল পাটনা পুলিশ। এরপর আদালত তাঁকে জামিন দিলেও বন্ডে সই করেননি পিকে। বদলে জেলেই অনশন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার জেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি মেদান্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই শরীরে জলশূন্যতার সমস্যায় ভুগছিলেন পিকে। মেদান্ত হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'কিছু সমস্যা রয়েছে পিকের শরীরে। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ইনফেকশন এবং ডিহাইড্রেশন হয়েছে। দুর্বলতাও রয়েছে।'

জামিনের শর্তে স্বাক্ষর করেননি তার ব্যাখ্যা দিয়ে পিকে বলেন, 'জামিনে শর্ত হিসেবে উল্লেখ ছিল, আমি ভবিষ্যতে কোনও অবৈধ কাজে অংশ নেব না। আমি সেই শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি এবং জেলে যাওয়াই পছন্দ করেছি।' তাঁর অভিযোগ, তাঁকে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে পুলিশের গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয় এবং বিভিন্ন হাসপাতাল ও কেন্দ্র ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে পিকে বলেন, 'আমার আমরণ অনশন চলবে।'

ঘাপটি মেরে... মঙ্গলবার সুরাটের সারথানা পার্কে।

ডিএ, এসএসসি ও ওবিসি শুনানি স্থগিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি স্থগিত হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। এসএসসির শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, ওবিসি শংসাপত্র বাতিল মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার পর মঙ্গলবার রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা (ডিএ) মামলার শুনানিও স্থগিত হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। দিনের শেষে সেই আশঙ্কাই সত্যি হল।

মঙ্গলবার বিচারপতি হৃষীকেশ রায় এবং বিচারপতি এভিএন ভাট্টির বেঞ্চে ডিএ মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টের কার্যবিবরণীর তালিকায় মামলাটি একেবারে শেষে ছিল। বিচারপতি সময়ের অভাবে শুনানি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। এর ফলে ডিএ মামলার ১৪তম শুনানিও পিছিয়ে গেল। নতুন বেঞ্চ গঠনের পর মার্চে এই মামলার শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও শুনানির জন্য শীর্ষ আদালতের তরফে কোনও নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করা হয়নি।

এর আগে গত বছর ১৫ জুলাই ডিএ মামলার শুনানি হয়েছিল। দীর্ঘ ছয় মাস পর জানুয়ারিতে শুনানির দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু ফের তা পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ রাজ্য সরকারি কর্মীদের বড় অংশ। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন।রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে মহার্ঘভাতার ফারাক এখন ৩৯ শতাংশ। কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় ৫৩ শতাংশ ডিএ পান, যেখানে রাজ্যের কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় মাত্র ১৪ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানিও স্থগিত হয়েছে। ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১০-এর পর রাজ্যে জারি হওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করার রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছেন ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

একইভাবে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে। মামলার গত শুনানিতে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন, যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করা সম্ভব না হলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেবে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই মামলার শুনানিও পিছিয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি একইদিনে স্থগিত হয়ে গেল।

'আপনাকে তো নাতি চেনেই না'

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : বেঙ্গালুরুর আত্মঘাতী ইঞ্জিনিয়ার অতুল সুভাষের চার বছরের সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মা অঞ্জু মোদি। মঙ্গলবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সন্তানের মা এখনও জীবিত রয়েছেন। পাশাপাশি অতুলের সন্তানের কাছে তাঁর ঠাকুরমা কার্যত অচেনা একজন মানুষ বলে মনে হয়েছে বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চের।

অতুলের মা-কে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

এদিকে অতুল সুভাষের শিশু সন্তান কোথায় রয়েছে, তা নিয়ে এতদিন একটা ধোঁয়াশা ছিল। এ নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠতেও শুরু করেছিল। অতুলের মা ও অন্যরা দাবি করেছিলেন, সন্তানের মধ্যে অতুলকেই দেখতে পান নিকিতা ও শ্বশুরবাড়ির অন্যরা। তাই নিকিতাদের কাছে থাকলে শিশুটির প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার সেই রহস্য ও সংশয়ের মেঘও কেটে গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। অতুলের স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়ার আইনজীবী আদালতে জানান, হরিয়ানার ফরিদাবাদে রয়েছে অতুল এবং নিকিতার একমাত্র সন্তান। সেখানে একটি আবাসিক স্কুলে পড়াশোনা করছে সে। সন্তানকে যাতে নিকিতার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়, সেই আবেদনও জানান আইনজীবী।

অতুলের মৃত্যুর পর নিকিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সদ্য কর্ণাটক হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন তাঁরা। জামিনের শর্ত অনুযায়ী নিকিতাকে বেঙ্গালুরুতেই থাকতে হবে। আইনজীবীর বক্তব্য, এই অবস্থায় সন্তানকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যেতে চান নিকিতা। মামলার পরবর্তী শুনানিতে অতুল-নিকিতার সন্তানকে আদালতে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

৯ ডিসেম্বর ভোরে বেঙ্গালুরুর ফ্ল্যাট থেকে অতুলের দেহ উদ্ধার হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টার ভিডিও ছাড়াও ২৪ পাতার একটি সুইসাইড নোট রেখে যান অতুল, যার ছত্রে ছত্রে স্ত্রী নিকিতা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ ছিল। আত্মহত্যার জন্য নিকিতা ও তাঁর পরিবারকেই দায়ী করেছিলেন অতুল।

অন্তর্বর্তী জামিন আসারামের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন আসামি আসারাম বাপুর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। স্বাস্থ্যের কারণেই তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। আপাতত ৩১ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিনে থাকবেন আসারাম। কিন্তু শর্ত একটাই, এই সময়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। বিচারপতি সুন্দরেশ ও রাজেশ বিন্দালের বেঞ্চ জানিয়েছে, বয়সজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন আসারাম। তাঁর হৃৎপিণ্ডে সমস্যা রয়েছে। একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আসারামের চিকিৎসা চলছে যোধপুরের আরোগ্য মেডিকেল সেন্টারে। কিশোরী ছাড়া আর এক মহিলাকে আশ্রমে একাধিকবার ধর্ষণে অভিযুক্ত তিনি।

জিডিপি'র হার কমে ৬.৪ শতাংশ হতে পারে

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার পৌঁছে গিয়েছিল ৮.২ শতাংশে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে একধাক্কায় সেই হার নেমে আসতে পারে ৬.৪ শতাংশে। মঙ্গলবার এই পূর্বাভাস দিয়েছে পরিসংখ্যানমন্ত্রক।

করোনা মহামারির ধাক্কা সামাল দিয়ে ২০২১-'২২ অর্থবর্ষ থেকেই দৌড় শুরু করেছিল দেশের অর্থনীতি। শেষ তিন অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার তাই ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চলতি অর্থবর্ষের শুরু থেকেই পরিস্থিতি বদলেছে। প্রথম দুই ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে হয়েছিল যথাক্রমে ৬.৭ শতাংশ এবং ৫.৪ শতাংশ। তখনই জিডিপি কমার আশঙ্কা জোরালো হয়েছিল। জিডিপি বদ্ধির হার কমে চলতি অর্থবর্ষে ৬.৬ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। পরিসংখ্যানমন্ত্রকের পূর্বাভাস সেই হার আরও কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল।

মন্ত্রক জানিয়েছে, সার্বিকভাবে বৃদ্ধির হার কমলেও ভালো অবস্থায় থাকতে পারে কৃষি, পরিকাঠামো নির্মাণ, আর্থিক, আবাসন এবং পরিষেবা ক্ষেত্র। কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ১.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩.৮ শতাংশ হতে পারে। পরিকাঠামো নির্মাণ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৮.৬ শতাংশ হতে পরে। অন্যদিকে আর্থিক, আবাসন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাইভেট কনজাম্পসান ২০২৩-২৪ -এ ছিল ৪ শতাংশ। সেই হার ২০২৪-২৫-এ বেড়ে হতে পারে ৭.৩ শতাংশ। বাড়তে পারে সরকারি খরচও।

পরিসংখ্যানমন্ত্রকের এই পূর্বাভাস কেন্দ্রের ওপর চাপ বাড়াল। ২০২৮-এর মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে মোদি সরকার। জিডিপি বৃদ্ধির হার ধাক্কা খেলে সেই লক্ষ্য পূরণ কঠিন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্যকে নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ

এইচএমপিভি মোকাবিলা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : দেশের কোথাও অস্বাভাবিকভাবে শ্বাসজনিত রোগের বাড়বাড়ন্ত ঘটেনি। সব রাজ্যকে নিয়ে বৈঠকের পর মঙ্গলবার এ কথা জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সোমবার কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে শিশুদের শরীরে হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস (এইচএমপিভি)-এর সংক্রমণের খবর মেলে। মুম্বই থেকে কলকাতায় আসা এক শিশুও সম্প্রতি এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে সুস্থও হয়ে গিয়েছে। তবে দেশজুড়ে উদ্বেগের আবহে সোমবার সব রাজ্যকে নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তব। ভার্চুয়ালি ওই বৈঠকে যোগ দেন সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব ও অন্য আধিকারিকরা। দেশের কোন প্রান্তে শ্বাসজনিত রোগ কতটা দেখা যাচ্ছে, তা নিয়ে পর্যালোচনা করতেই এই বৈঠক করে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, এইচএমপিভি-র কারণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, তবে শীতকালে শ্বাসজনিত রোগ বৃদ্ধি স্বাভাবিক। তাই জনসাধারণকে সচেতন করতে তথ্য ও শিক্ষা প্রচার (আইইসি) কর্মসূচি জোরদার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'দেশের কোথাও সাধারণ শ্বাসজনিত রোগ অস্বাভাবিক হারে বাড়েনি। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেন্টিনেল জনজাতির ক্ষেত্রেও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি।'

সেন্টিনেল দ্বীপে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ওই জনজাতির স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখে কেন্দ্রের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)। সোমবারের বৈঠকে আইসিএমআরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব জানান, এইচএমপিভি নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। ২০০১ সাল থেকে এই ভাইরাস গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, 'সব রাজ্যকে ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় অসুস্থতা (আইএলআই) এবং গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (এসএআরআই)-এর পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইডিএসপি (ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম)-এর মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে।'

স্বাস্থ্যসচিব জানান, সাধারণত এই জাতীয় ভাইরাসের সংক্রমণে হালকা কিছু প্রভাব পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংক্রমণের পর শরীর নিজে থেকেই সুস্থ হয়ে যায়। কিছু সাবধানতা নিলে ভয়ের কিছু নেই। বিশেষ করে সাবান এবং জল দিয়ে হাত ধোয়া, অপরিষ্কার হাত চোখে, নাকে বা মুখে না দেওয়া, হাঁচি-কাশির সময়ে নাক-মুখ ঢেকে নেওয়ার ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি যাঁদের শরীরে কোনও উপসর্গ রয়েছে, তাঁদের খুব কাছাকাছি না যাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সম্প্রতি চিনে এইচএমপিভি ভাইরাসের একটি প্রজাতির কারণে অনেকে সংক্রামিত হচ্ছেন। সেই প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রের এহেন নির্দেশ।

আইডিএসপি-র তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সারা দেশে ৭১৪ জন সন্দেহভাজন রোগীর মধ্যে মাত্র ৯টি এইচএমপিভি সংক্রমণের প্রমাণ মেলে। এর মধ্যে পুদুচেরিতে চারটি, ওড়িশায় দুটি এবং ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে একটি করে সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। নতুন বছরে বেঙ্গালুরুতে দুই শিশু এবং আহমেদাবাদে এক শিশুর মধ্যে ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। তবে প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্রে সন্দেহ করা হলেও সেখানে সংক্রমণ ধরা পড়েনি কারোর মধ্যে।

তথ্য তালাশ

এক্সে সেরা

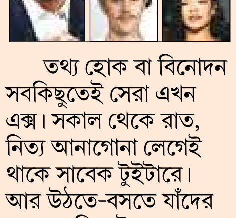

তথ্য হোক বা বিনোদন সবকিছুতেই সেরা এখন এক্স। সকাল থেকে রাত, নিত্য আনাগোনা লেগেই থাকে সাবেক টুইটারে। আর উঠতে-বসতে যাঁদের খবর না নিলেই নয়, তাঁরা সকলেই এখন নাম লিখিয়েছেন এক্সের খাতায়। তাই ফলোয়ার্সও বাড়ছে তরতরিয়ে। ফলোয়ার্সের নিরিখে তালিকার প্রথমেই রয়েছেন এক্স-কর্তা স্বয়ং। রইল হাইপ্রোফাইলদের তালিকা...

১. এলন মাস্ক : ২১০ মিলিয়ন
২. বারাক ওবামা : ১৩০ মিলিয়ন
৩. ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো : ১১৪ মিলিয়ন
৪. জাস্টিন বিবার : ১০৯ মিলিয়ন
৫. রিহানা : ১০৮ মিলিয়ন

অতিশীকে ফের উচ্ছেদের নোটিশ

নয়াদিল্লি ৭ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের দামামা বাজতেই অভিযোগ, পালটা অভিযোগ পর্ব আরও জোরালো হল দিল্লিতে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী অতিশী অভিযোগ করেন, ৬ নম্বর ফ্ল্যাগ স্টাফ রোডের বাংলোটিকে তাঁর সরকারি বাসভবন হিসেবে বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। বরং সেখান থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করার নোটিশ পাঠিয়েছে। এই নিয়ে গত তিনমাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার এই কাজটি করল কেন্দ্র। এক সাংবাদিক বৈঠকে অতিশী বলেন, 'বিজেপি আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল বিজেপি। ওরা আমার বাড়ি কেড়ে নিতে পারে। আমাদের কাজ বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু দিল্লির মানুষের জন্য কিছু করার যে মানসিকতা আমাদের রয়েছে, সেটা কিছুতেই বন্ধ করতে পারবে না। প্রয়োজন পড়লে আমি দিল্লির মানুষের বাড়িতে গিয়ে থাকব।' এর জবাবে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য বলেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন। ১১ অক্টোবর ওঁকে শিশমহল বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু উনি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বিরক্ত করতে চান না বলে সেখানে যাননি। ওঁর জন্য আরও দুটি বাংলোর কথা বলা হয়েছে।'

শহিদ বিদায়, কাঁধ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

রায়পুর, ৭ জানুয়ারি : চোখের জল বাঁধ মানছিল না। কেউ ফুঁপিয়ে, কেউ হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন। শহিদদের দেহের পাশে রাখা হচ্ছিল পুষ্পস্তবক। কারও মুখে কোনও কথা নেই। উপস্থিত সকলেই শোকে নিমজ্জিত। মঙ্গলবার এই আবহে কাঁধ দিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। তিনি নিহত এক নিরাপত্তাকর্মীর দেহ বহন করেছেন। দান্তেওয়াড়া এদিন কার্যত ছিল শোকে মুহ্যমান।

সোমবার বিজাপুরে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে নিরাপত্তাবাহিনীর ৮ পুলিশকর্মী ও গাড়িচালক শহিদ হন। শনিবারের অভিযানের বদলা নিতেই মাওবাদীরা ওই আঘাত হানে।

মাওবাদী হামলাস্থল পরিদর্শন আধাসেনা কর্তার

বিজাপুরের আম্বেলি গ্রামের কাছে মাওবাদীদের সেই হামলাস্থল মঙ্গলবার সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন ছত্তিশগড় রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা অশোক জুনেজা ও সিআরপিএফ-এর ডিজি বিতুল কুমার। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বস্তারের আইজি সুন্দররাজ পি ও একাধিক পুলিশ আধিকারিক। এই তথ্য দিয়েছেন বিজাপুরের এসপি জিতেন্দ্রকুমার যাদব।

সামনেই মকরসংক্রান্তি। তেলুগু সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের মুখোশ ঘুড়ি তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে। (নীচে) ভূস্বর্গে চারিদিকে বরফ। তারই মাঝে নিজেদের ক্যামেরাবন্দি করলেন এক পর্যটক দম্পতি। গুলমার্গে।

ইন্টারপোলের ধাঁচে এবার ভারতপোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ৭ জানুয়ারি : ইন্টারপোলের ধাঁচে এবার ভারতপোল তৈরি করল মোদি সরকার। তবে ইন্টারপোলের মতো ভারতপোল কোনও সংস্থা নয়। বরং এই পোর্টাল ভারতের পুলিশ এবং বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অপরাধের তদন্ত এবং তথ্য আদানপ্রদানে সহায়তা করবে। এটি ইন্টারপোলের সঙ্গে আরও নিবিড় সমন্বয় স্থাপন করার মাধ্যমে ভারতের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। মঙ্গলবার সিবিআই-এর উদ্যোগে তৈরি নতুন পোর্টালটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেন, 'ভারতপোল আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক তদন্তকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাবে। সিবিআই একমাত্র এজেন্সি যা ইন্টারপোলের সঙ্গে কাজ করার জন্য এতদিন চিহ্নিত ছিল, কিন্তু ভারতপোল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয় সংস্থা এবং সমস্ত রাজ্যের পুলিশ সহজেই ইন্টারপোলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে।'

এই নতুন পোর্টালটি চালুর ফলে রাজ্য পুলিশ যে কোনও অপরাধী বা পলাতক ব্যক্তির বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্যের জন্য সরাসরি ইন্টারপোলের সহায়তা নিতে পারবে। একইসঙ্গে বিদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিও কোনও অপরাধী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য 'ভারতপোল'-এর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবে। সাইবার অপরাধ, অর্থনৈতিক অপরাধ, সংগঠিত অপরাধ, মানব পাচার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের তদন্তে 'ভারতপোল' পোর্টাল' বড় ভূমিকা পালন করবে বলেই ধারণা কেন্দ্রীয় সরকারের। পোর্টালটি সিবিআই-এর অধীনে কাজ করলেও রাজ্য পুলিশ যে কোনও অপরাধী বা পলাতক ব্যক্তির বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্যের জন্য এই পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি ইন্টারপোলের সাহায্য নিতে পারবে।

মূলত পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে কাজ করবে ভারতপোল পোর্টাল। সমন্বয় স্থাপন অর্থাৎ সিবিআই এই পোর্টালের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা এবং রাজ্য পুলিশকে একক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করবে। আন্তর্জাতিক সহায়তা, যার ফলে পোর্টালের মাধ্যমে ইন্টারপোলের ১৯৫ সদস্য দেশের সঙ্গে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান সম্ভব হবে। যার ফলে বিদেশে লুকিয়ে থাকা অপরাধীদের শনাক্ত করা এবং আন্তর্জাতিক তদন্তের গতি ত্বরান্বিত করা সহজ হবে। তথ্য প্রচারের মাধ্যমে অপরাধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা গোয়েন্দা প্রতিবেদন ১৯৫টি দেশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যাবে, যা ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলির জন্য সহায়ক হবে। এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ এর ফলে পোর্টালটি গুরুত্বপূর্ণ নথি সম্পর্কে সহজে অ্যাক্সেস দেবে।

> ভারতপোল আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক তদন্তকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাবে। সিবিআই একমাত্র এজেন্সি যা ইন্টারপোলের সঙ্গে কাজ করার জন্য এতদিন চিহ্নিত ছিল, কিন্তু ভারতপোল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয় সংস্থা এবং সমস্ত রাজ্যের পুলিশ সহজেই ইন্টারপোলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে।
>
> **অমিত শা**

দিল্লিতে ভোট ৫ ফেব্রুয়ারি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনে একদফায় ভোটগ্রহণ করা হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি ভোটগণনা। এই ৭০টির মধ্যে ১২টি সংরক্ষিত। মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার দিল্লির বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। এদিন থেকেই দিল্লিতে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গিয়েছে। ১৭ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। দিল্লির বিদায়ি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৩ ফেব্রুয়ারি। দিল্লির মানুষকে দলে দলে ভোট দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছেন সিইসি। দিল্লির সঙ্গেই উত্তরপ্রদেশের মিল্কিপুর এবং তামিলনাড়ুর ইরোড (পূর্ব) বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে।

হ্যাটট্রিকের অঙ্গীকার আপের, পরিবর্তনে মরিয়া বিজেপি-কংগ্রেস

দিল্লিতে ফের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখলের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি ভোটের নির্ঘণ্টকে স্বাগত জানিয়ে দলের ক্যাডারবাহিনীকে নির্বাচনি সংগ্রামে নেমে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আপনাদের মনোবাসনার সামনে সবথেকে বড় সিস্টেমও ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনারাই আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। এই নির্বাচন কাজের রাজনীতির এবং গালিগালাজের রাজনীতির মধ্যে লড়াই। আমরা নিশ্চিতভাবে জয়ী হব।' এদিন আপের তরফে প্রচার সংগীত প্রকাশ করা হয়েছে। 'ফির লায়েঙ্গে কেজরিওয়াল' শীর্ষক স্লোগানটিকেই এবার দলের প্রচার সংগীত হিসেবে তুলে ধরেছে ঝাড়ুবাহিনী। প্রচার সংগীত প্রকাশের অনুষ্ঠানে হাজির কেজরিওয়াল বলেন, 'দিল্লির ভোট দিল্লিবাসীর কাছে উৎসবের মতো। দেশের মানুষ একটি জিনিসের অপেক্ষায় থাকেন। সেটা প্রচার সংগীত। ২০১৫, ২০২০ সালের পর আজ আপের তৃতীয় প্রচার গানটির সূচনা করা হল। নাচগান করুন। বিয়ে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বাজান।' বিজেপিকে বিঁধে তাঁর কটাক্ষ, 'দেশের সবথেকে গালিগালাজ পার্টি চাইলে এই গানটি ঘরের দরজা বন্ধ করে চালাতে পারে।'

ভোট ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি এবং কংগ্রেসও। দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, 'দিল্লির বিকাশ করতে পারে এমন একটি সরকার নির্বাচনের জন্য আমি দিল্লির মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি দিল্লির সামগ্রিক বিকাশে দায়বদ্ধ।' তবে লড়াইয়ে নামলেও বিজেপি এখনও পর্যন্ত তাদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, তা ঘোষণা করেনি। উলটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই এবার ভোটে নামছে গেরুয়াশিবির। বিজেপির স্লোগান 'বদলকে রহেঙ্গে'। বিজেপি, কংগ্রেস উভয় শিবিরই দিল্লিতে পরিবর্তনের ব্যাপারে মরিয়া।

২০১৩ থেকে লাগাতার দিল্লিতে সরকার চালাচ্ছে আপ। ২০২০ সালে দিল্লির ৭০টি আসনের মধ্যে আপ জিতেছিল ৬২টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ৮টি আসন। কংগ্রেস কোনও আসন পায়নি। ২০১৫-য় আপ ৬৭টি আসন জিতেছিল। বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৩টি আসন। কংগ্রেস সেবারও খাতা খুলতে পারেনি।

ইভিএমেই আস্থা কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : বিরোধীদের কোনও অভিযোগকেই মানল না নির্বাচন কমিশন। প্রথমে লোকসভা ভোট, তারপর হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে কারচুপির অভিযোগের জেরে ইভিএম ব্যবহার বন্ধ করে ব্যালট পেপারে ভোট করানোর দাবি তুলেছিল কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের একাধিক শরিকদল। কিন্তু মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট জারি করতে গিয়ে সেই দাবি নস্যাৎ করে দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার।

ইভিএম বাদ দেওয়ার যে দাবি উঠেছিল তাতে টেসলা কর্তা এলন মাস্কও সায় দিয়েছিলেন। করে ইভিএম হ্যাক করা যায় বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

রাজীব কুমার বলেন, 'ইভিএম মোটেই হ্যাক করা যায় না। কারচুপির প্রতিটি অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের পর খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রযুক্তি স্বাধীন এবং অবাধ নির্বাচনের নীতি বজায় রেখেছে। ৪২বার আলাদা আলাদাভাবে বিচারবিভাগ ইভিএমের ওপর আস্থা বজায় রেখেছিল। এই যন্ত্রগুলি বছরের পর বছর ধরে প্রযুক্তির বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং এটা জাতীয় গর্বের বিষয়।'

ইভিএমে কারচুপি অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলার পাশাপাশি কমিশন

> ইভিএম মোটেই হ্যাক করা যায় না। কারচুপির প্রতিটি অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের পর খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রযুক্তি স্বাধীন এবং অবাধ নির্বাচনের নীতি বজায় রেখেছে।
>
> **রাজীব কুমার**

গতবছর বিরোধীদের পাশাপাশি মাস্কও ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সিইসি বলেন, 'ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে ওই ন্যারেটিভটি তৈরি করা হয়েছে। আমাদের নির্বাচন চলার সময় একজন আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশারদ বলেছিলেন, ইভিএম হ্যাক করা সম্ভব। আমেরিকায় ইভিএম নেই। ওই মন্তব্য এখানেও বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। অথচ পরে ওই বিশেষজ্ঞ স্বয়ং বলেছিলেন, ভারতে একদিনে গণনা শেষ হয়ে যায়। অথচ আমেরিকায় তা করতে এক মাস সময় লেগে যায়।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় ভোট গণনা করতে দীর্ঘ সময় লাগায় তা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন মাস্ক। তিনি বলেছিলেন ভারতে একদিনে গণনা হয়ে যায়। অথচ ক্যালিফোর্নিয়ায় তা করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। মানুষ অথবা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতাকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেয় বলেও জানান সিইসি। দিল্লির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল আপ, কংগ্রেস। আপের সঞ্জয় সিং বলেন, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে দিল্লি বিধানসভার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫০ হাজার ভোটারের নাম কাটানোর অভিযোগ জমা পড়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। কারণ, মহারাষ্ট্রের মতো দিল্লিতেও ভোটারদের নাম কাটিয়ে নতুন ভোটারের নাম সংযোজন করতে চাইছে বিজেপি। অভিযোগ নস্যাৎ করে রাজীব কুমার বলেন, 'ভোটার তালিকা সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সামনে রেখেই প্রস্তুত করা হয়। তাদের আপত্তি জানানোরও সুযোগ থাকে। ফর্ম-৭ পূরণ না করলে কোনওভাবেই নাম বাদ দেওয়া যায় না। তাই ভোটার তালিকায় কারচুপির কোনও জায়গা নেই।'

বোকার রাজনীতি, ট্রুডোকে কটাক্ষ সাংসদের

কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে অনীতা

অটোয়া, ৭ জানুয়ারি : কানাডার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জাস্টিন ট্রুডো। তবে নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন তিনি। ট্রুডোর পদত্যাগের পরেই শাসকদল লিবারাল পার্টির অন্দরে নতুন প্রধানমন্ত্রীর খোঁজে বৈঠক পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে ট্রুডোর বিদায় নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ অভিষেক মনু সিংভি। ট্রুডোর খালিস্তানপন্থীদের মদত দেওয়া ও অন্ধ ভারত বিরোধিতাকে 'বোকার রাজনীতি' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সিংভি বলেন, 'ট্রুডোর পদত্যাগ কানাডার বিদেশনীতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। তাঁর প্রস্থান ভারত-কানাডা সুসম্পর্কের পথকে প্রশস্ত করল।'

ইস্তফা দিয়ে লিবারাল পার্টির ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রেসিডেন্ট সাচিত মেহতার সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক করেন ট্রুডো। কানাডার সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, প্রাথমিকভাবে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য ৪টি নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। নাম অনীতা ইন্দিরা আনন্দ। ট্রুডো সরকারে পরিবহণমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন পেশায় আইনজীবী অনীতা। এছাড়া প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড, বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ক এবং ব্যাংক অফ কানাডার প্রাক্তন গভর্নর মার্ক কার্নিও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন।

কয়েক সপ্তাহ আগে ট্রুডোর সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সরকার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড। তারপর প্রধানমন্ত্রী বদলের দাবিতে সরব হন লিবারাল পার্টির পার্লামেন্ট সদস্যদের বড় অংশ। প্রভাবশালী নেত্রী ফ্রিল্যান্ডের পদত্যাগ ট্রুডোর পতনে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরসূরি হিসাবে ফ্রিল্যান্ড ট্রুডোর কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিকে ট্রুডোর অনুগত ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ককে মানতে নারাজ ফ্রিল্যান্ডপন্থীরা। অর্থমন্ত্রী পদে তাঁর নিয়োগ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক লিবারাল সাংসদ। প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে থাকলেও কানাডার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর কার্নির রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আসন্ন পার্লামেন্ট ভোটে কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন কি না সেই প্রশ্ন উঠছে। সেদিক থেকে দীর্ঘদিনের রাজনীতিক অনীতা আনন্দ কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক আনন্দ ২০১৯ থেকে কানাডার পার্লামেন্টের সদস্য। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ভারত বিরোধী খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনের জেরে লিবারাল পার্টির ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটব্যাংকে ধস নামার সম্ভাবনা প্রবল। কানাডায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ওপর একাধিকবার হামলা চালিয়েছেন খালিস্তান সমর্থকরা। ভাঙচুর হয়েছে হিন্দু মন্দির। হামলার সময় কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ। শুধু ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ও ট্রুডো সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে। বেপরোয়া ভারত বিরোধিতা ট্রুডোর পতনের অন্যতম কারণ বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। এই পরিস্থিতিতে অনীতাকে সামনে রেখে লিবারাল পার্টির তরফে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তথা এশীয় ভোটারদের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইতিহাস গড়বেন অনীতা।

নাম : অনীতা ইন্দিরা আনন্দ
বয়স : ৫৮
বাবা : এসভি আনন্দ ছিলেন তামিলনাড়ুর বাসিন্দা, মা সরোজ ডি রাম পঞ্জাবের মেয়ে
শিক্ষা : কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াডহাম কলেজ-অক্সফোর্ড
পেশা : আইনজীবী
রাজনীতি : একদশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে। লিবারাল পার্টির টিকিটে ওকভিলি থেকে নির্বাচিত। কানাডার পার্লামেন্টে প্রথম হিন্দু মহিলা সদস্য
অভিজ্ঞতা : গণপরিষেবা, প্রতিরক্ষা, পরিবহণের মতো মন্ত্রক সামলেছেন

জুড়ে যাও, প্রস্তাব ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি : প্রেসিডেন্ট পদে জেতার পর কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে 'গভর্নর' সম্বোধন করে চরম অস্বস্তিতে ফেলে ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম রাজ্যে পরিণত করার ইঙ্গিত করেছিলেন। সোমবার ট্রুডো পদত্যাগের কথা ঘোষণা করার ২ ঘণ্টার মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ফের সক্রিয় ট্রাম্প। এবার আর রাখঢাক করে নয়, প্রতিবেশী দেশকে খোলাখুলি আমেরিকার সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। আমেরিকার অঙ্গ রাজ্য হিসাবে কানাডা কী কী সুবিধা পাবে ট্রাম্পের পোস্টে তারও উল্লেখ রয়েছে।

হবু মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'কানাডার মানুষ তাঁদের দেশকে আমেরিকার ৫১তম প্রদেশ হিসাবে দেখতে চাইছেন। বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে কানাডার যে পরিমাণ ভরতুকি প্রয়োজন সেটা দেওয়া আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ট্রুডো এটা জানেন বলেই পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হলে কানাডাকে কোনও বাণিজ্য কর দিতে হবে না। অন্যান্য করের পরিমাণও অনেক কমে যাবে। চিন ও রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ অনবরত কানাডার আশপাশে টহল দিচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে থাকলে কানাডা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পাবে। একসঙ্গে আমরা একটি মহান দেশ হয়ে উঠব।'

মোদিকে বাইডেনের বার্তা দিলেন সুলিভান

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : জো বাইডেন সরকারের বিদায়ের ঠিক আগে দু-দিনের দিল্লি সফরে এসেছেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। সোমবার তিনি দিল্লিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক করেন। মঙ্গলবার দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। মোদির হাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের লেখা একটি চিঠি তুলে দেন সুলিভান। সেখানে গত কয়েকবছরে ভারত-মার্কিন কৌশলগত সম্পর্কের উন্নতির কথা স্মরণ করেছেন বাইডেন। বাইডেনকে পালটা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন বিদেশমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি দু-দেশের জনগণের স্বার্থে এবং বৈশ্বিক মঙ্গলের উদ্দেশে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার জয়শংকর-সুলিভান বৈঠকে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা গভীর করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁরা গত চার বছরে ভারত-মার্কিন ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করেছেন। প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, বেসামরিক পারমাণবিক, পরিচ্ছন্ন শক্তি, সেমিকনডাক্টর এবং এআইয়ের ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।

বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর সামাজিক মাধ্যমে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার অবদানের প্রশংসা করে বলেন, 'গত চার বছরে ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে সুলিভানের ভূমিকা অসামান্য।' ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গেও বৈঠক করেন সুলিভান। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টার চলতি সফরের মূল উদ্দেশ্য দু-দেশের বহুপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকনডাক্টর, বায়োটেকনলজি এবং প্রতিরক্ষা উদ্ভাবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

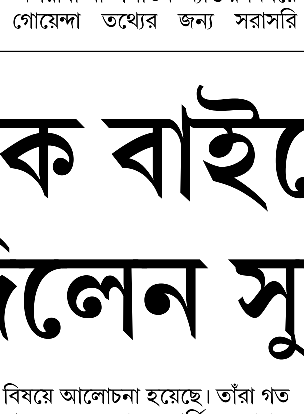

সুলিভানের এই সফর ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সুলিভানের সফরের আগে বাইডেন প্রশাসনের একজন মুখপাত্র জানিয়েছিলেন, মার্কিন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে অজিত দোভালের বৈঠকে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে। এতে মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, কৌশলগত প্রযুক্তি সহযোগিতা থেকে শুরু করে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং এর বাইরেও উভয়ের নিরাপত্তা অগ্রাধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গত চার বছরে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যা দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করেছে।

গ্রেপ্তার তরুণ

অযোধ্যা, ৭ জানুয়ারি : রাম মন্দিরের বাইরে ছবি তোলা গেলেও ভিতরে ছবি তোলা বারণ। একাধিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এড়িয়ে রাম মন্দিরের ভিতরে ছবি তোলার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম জয় কুমার। তিনি গুজরাটের ভদোদরার বাসিন্দা। তাঁর চশমায় লাগানো ছিল ১২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এআই-র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রথমে ধরতে না পারলে পরে রক্ষীরা ধরে ফেলে তাকে আটক করে।

ভিখারির প্রেমে মজে গৃহত্যাগ ৬ সন্তানের মায়ের

লখনউ, ৭ জানুয়ারি : ভালোবাসা মন পোড়ায়। মন ভাঙে। গড়েও। এ এক অদ্ভুত জাদু। যার ছোঁয়ায় স্বামী, সংসারও ভেসে যায় মহিলাদের। নাড়িছেঁড়া ধন সন্তান তখন ধর্তব্য নয়। এমনই এক আশ্চর্য প্রেমের সাক্ষী হল উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বার জেলা। স্বামী ও ছয় সন্তান নিয়ে ভরা সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী রাজেশ্বরী ভিখারির প্রেমে মজে বাড়ি ছেড়েছেন।

মহিলার স্বামী ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৮৭ ধারায় স্ত্রী অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার খোঁজ মিলেছে। বছর ৩৬-এর রাজেশ্বরীর স্বামী রাজু মধ্য চল্লিশের। তাঁদের ছটি সন্তান। থাকেন হরিদ্বারের হরপলপুরে। তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন নানহে পণ্ডিত। ভিক্ষাই তাঁর জীবিকা। রাজুর বাড়িতে এসেও ভিক্ষা চাইতেন নানহে পণ্ডিত। মধ্য চল্লিশের নানহের সঙ্গে প্রায়ই গল্প করতেন রাজেশ্বরী। তাঁদের ফোনালাপও চলত। রাজু এসমস্ত নিয়ে কিছু ভাবেননি।

পুলিশের কাছে অভিযোগে রাজু জানিয়েছেন, ৩ জানুয়ারি বেলা ২টো নাগাদ কিছু সবজি, কাপড়জামা কিনতে রাজেশ্বরী বাজারে গিয়েছিলেন। বড় মেয়ে খুশবুকে বলে যান। ফেরেননি। রাজুর সন্দেহ, নানহে পণ্ডিতের সঙ্গে রাজেশ্বরী পালিয়েছেন। রাজুর দাবি, মহিষ বিক্রির টাকা নিয়ে উধাও হয়েছেন স্ত্রী।

পুলিশকর্তা শিল্পা কুমারী জানিয়েছেন, তাঁরা মহিলাকে পেয়েছেন। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। নানহে পণ্ডিতের খোঁজ চলছে।

বাংলা আবাস যোজনায় তৈরি হবে এমনই বাড়ি। -ফাইল চিত্র

আবাসের অর্থে বাড়ি না হলে ব্যবস্থা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : বাংলার আবাস যোজনার টাকা পেয়েও ওই টাকায় পাকা ঘর তৈরি না করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসন থেকে উপভোক্তাদের এমনই কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই কোচবিহার জেলায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পেয়েছেন। বাকি প্রাপকদের টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। টাকা পাওয়ার পর প্রাপকরা ঘর তৈরির কাজ শুরু করছেন কি না তা খতিয়ে দেখতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রশাসনের তরফে দল তৈরি করা হয়েছে। ওই দলটি শীঘ্রই পরিদর্শনে নামবে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে ওই দল রয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও পরিদর্শনে নামবেন।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন দত্ত বলছেন, 'নিয়ম অনুযায়ী যাঁরা বাংলার আবাস যোজনার টাকা পাচ্ছেন তাঁরা সেই টাকা শুধুমাত্র ঘর তৈরির কাজেই ব্যবহার করবেন। সেই কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে দল রয়েছে। সেই দল পরিদর্শন করবে। সমস্তটা খতিয়ে দেখবে।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলায় প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার জন আবাস যোজনায় ঘরের টাকা পাচ্ছেন। ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৭৫টি পরিবারে সমীক্ষা করা হয়েছিল। তার মধ্যে ২০২২ সালের অনুমোদিত তালিকায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬০৫ জনের নাম ছিল। 'পার্মানেন্ট ওয়েটিং লিস্টে' নাম ছিল ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৫৩ জনের। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ জানিয়ে ঘরের আবেদন করেছিলেন আরও ১৯১৭ জন। প্রত্যেকের সমীক্ষা চালানোর পর প্রথম ধাপে ১ লক্ষ ১০ হাজারের মতো প্রাপকের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার জনের টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে। বাকি ৬০ হাজার জনের টাকা দুয়েকদিনের মধ্যেই ঢুকে যাবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এর আগে বিভিন্ন প্রকল্পে ঘরের টাকা বিলির পর দেখা গিয়েছিল, বহু প্রাপকই সেই টাকায় ঘর তৈরি না করে অন্যান্য নানা কাজে তা ব্যয় করেছিলেন। ফলে যে উদ্দেশ্যে টাকা দেওয়া সেই কাজ হয়নি। সেজন্য এবার প্রথম থেকেই কঠোর মনোভাব নিয়েছে জেলা প্রশাসন। কেউ টাকা পাওয়ার পর তা দিয়ে ঘর নির্মাণ না করলে তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এর আগে খোদ জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সহ পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজে নেমেছিলেন। তখনও সাধারণ মানুষকে তাঁরা জানিয়েছিলেন, যাতে টাকা পাওয়ার পর প্রত্যেকেই ঘর তৈরির কাজ শুরু করেন। টাকা পাওয়ার পর বিভিন্ন গ্রামে ইতিমধ্যেই ঘর তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছে। প্রশাসনের তরফেও নজরদারির জন্য টিম তৈরি করা হয়েছে। শীঘ্রই ওই টিম পরিদর্শনে যাবে। প্রশাসনের কর্তারাও নজরদারি চালাবেন।

> বাংলার আবাস যোজনার টাকা শুধুমাত্র ঘর তৈরির কাজেই ব্যবহার করবেন। কাজ দেখার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে টিম হয়েছে। তারা ঘুরে দেখবে।
>
> **সৌমেন দত্ত**
> অতিরিক্ত জেলা শাসক

কাওয়াসাকি রোগে আতঙ্ক নয়

রণজিৎ ঘোষ

শিকার হতে পারে কারা

- শারীরিকভাবে দুর্বল, শীর্ণকায় শিশুদেরই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি
- ভাইরাসঘটিত নয়, রক্তের কিছু সমস্যা থেকে এই রোগের সৃষ্টি। তবে, দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা করলে রোগ সেরে যায়
- কিন্তু দেরি হলে হৃদরোগের সম্ভাবনা থাকে
- পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : এবার শিলিগুড়িতেও কাওয়াসাকি রোগের হদিস। তবে, আতঙ্কের কিছু নেই। আক্রান্ত শিশু শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছে। তবে চিকিৎসকরা মানছেন, এই রোগ অত্যন্ত বিরল। ভারতবর্ষে বছরে তিন-চারজনের শরীরে এই রোগ ধরা পড়ে। মূলত শারীরিকভাবে দুর্বল, শীর্ণকায় শিশুদেরই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ অভেদ বিশ্বাসের কথায়, 'এটা কোনও ভাইরাসঘটিত রোগ নয়। একজনের থেকে অপরজনের শরীরে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। রক্তের কিছু সমস্যা থেকে এই রোগের সৃষ্টি। তবে, দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা করলে রোগ সেরে যায়। কিন্তু দেরি হলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ বলছেন, 'ওই শিশুটি যে সমস্ত শারীরিক উপসর্গ নিয়ে এসেছিল, তা দেখেই আমাদের কাওয়াসাকি সন্দেহ হয়। তারপর চিকিৎসা শুরু করা হয়। শিশুটি চারদিনের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছে।'

শিশুটির চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৮০ হাজার টাকা খরচ করে ইনজেকশনের ব্যবস্থা করেছিল রোগীকল্যাণ সমিতি। সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব বলছেন, 'শিশুটিকে সুস্থ করতে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চিকিৎসকদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।'

বেশ কয়েক মাস আগের ঘটনা। শিলিগুড়ির চম্পাসারির দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা চার বছরের একটি শিশু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। তাকে প্রাইভেটে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান পরিবারের লোকজন। প্রথমে চিকিৎসক ভাইরাল জ্বর ধরে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। সেইমতো ওষুধও দেন। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় লাল লাল র‌্যাশ বের হয়। চোখগুলিও লালচে হয়ে যায়। এই দেখে আতঙ্কিত পরিবারের লোকজন শিশুটিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। শিশুটিকে ভর্তি করে চিকিৎসকরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেন। শিশু বিভাগ, মেডিসিন বিভাগ মিলিতভাবে শিশুটিকে পরীক্ষার পর কাওয়াসাকি রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, রোগীকে ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়। এতে হৃদযন্ত্রে প্রভাব পড়া আটকানো যায় এবং শরীরের ব্যথাও কমে। এখানে এই প্রক্রিয়াতেই শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। তবে, এই রোগে হৃদযন্ত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকায় মাঝেমধ্যে শিশুটিকে হাসপাতালে এনে পরীক্ষা করা হবে। চিকিৎসকরা বলছেন, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, শারীরিকভাবে দুর্বল শিশুদের এই রোগ হতে পারে।

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের দাবি, 'শিলিগুড়িতে এর আগে কাওয়াসাকি রোগ পাওয়া যায়নি। এই শিশুটিও বেশ কয়েকমাস আগে আক্রান্ত হয়েছিল। হাসপাতালের চিকিৎসকদের তৎপরতায় সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই রোগ নিয়ে অযথা আতঙ্কের কারণ নেই।'

পাসপোর্ট

প্রথম পাতার পর

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, রেড কর্নার নোটিশ, প্রত্যর্পণ করতে ভারতকে অনুরোধ ইত্যাদিতে এমনিতেই ঢাকা-নয়াদিল্লি টানাপোড়েন বাড়ছিল। প্রত্যর্পণের অনুরোধে এতদিন সাড়া দেয়নি ভারত। কিন্তু এবার তাঁর পাসপোর্ট বাতিল হওয়ায় হাসিনাকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হতে পারে ভারত। যদিও ভারতের বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, এ দেশের ট্রাভেল ডকুমেন্টস নিয়ে হাসিনা বাংলাদেশ বাদে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে যেতেই পারেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিবের অবশ্য দাবি, ওইরকম ট্রাভেল ডকুমেন্ট হয়তো ভারত সরকার দিয়েই রেখেছে। ভারত কিন্তু এই মন্তব্যে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শর্মিলা রহমান সিঁথি।

কাতারের আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে লন্ডনে গেলেন তিনি। সেখানে আছেন তাঁর বড় ছেলে তারেক রহমান। অর্ধ যুগের পর মা-ছেলের দেখা হবে। লন্ডনে ক্লিনিকে ভর্তি করা হবে তাঁকে। এর আগে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহুবার তাঁকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করেছিল বিএনপি। কিন্তু হাসিনার সরকার সেসময় কর্ণপাত করেনি।

ভিন্ন স্বাদ

পুণ্ডিবাড়ি, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার কোচবিহার-২ ব্লকের পাতলাখাওয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবীর মিত্র ছেলের জন্মদিনে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে স্যান্ডউইচ, ছোলা, শসা, পায়েস, মুড়ি খাওয়ান। বিদ্যালয়ে ম্যাজিক শো এবং মিট দ্য আইকন অনুষ্ঠান হয়।

দিনহাটার তুত খামারে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কর্মশালায় রেশম দপ্তরের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার।

তুঁত খামারকে নয়া দিশা দেখাচ্ছে রেশম দপ্তর

দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি : দিনহাটার তুঁত খামার পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী রেশম দপ্তর। কোচবিহারের আবহাওয়া মুগা চাষের উপযোগী। তাই, অনেকদিন ধরে কর্মী সংকটে ভোগা দিনহাটার রেশম খামারে এবার মুগাচাষিদের উৎসাহ দিতে দশদিনের কর্মশালার আয়োজন করল রেশম শিল্প দপ্তর।

কর্মী সংকটে খামারটি কার্যত বন্ধ হতে বসেছিল। মুগা বা তুঁত থেকে রেশম তৈরি অনেকেরই জীবিকা। কিন্তু খামারের শোচনীয় অবস্থার জন্য তাঁদের আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। অবশেষে রাজ্য রেশম শিল্প দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় রেশম শিল্পমন্ত্রকের সহায়তায় কর্মশালা হওয়ায় খুশি স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। কোচবিহারের রেশমচাষিরা যাতে আর্থিকভাবে আরও উন্নতি করতে পারেন সেজন্যই রেশম দপ্তরের এই নয়া উদ্যোগ।

এ ব্যাপারে উত্তর জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অরূপকৃষ্ণ ঠাকুর জানান, রেশম শিল্পের চারটি স্তর। সেগুলি হল মালবেরি, এরি, মুগা ও তসর। এই চার সেক্টরই উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়। তিনি আরও জানান, কোচবিহারের আবহাওয়ার সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য অসমের মিল রয়েছে। সেজন্য অসমের পরই কোচবিহারে মুগা চাষ ভালো জায়গা করে নিয়েছে। তাই দিনহাটার তুত খামারকে চাষের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। পাশেই অসম থাকায় বাণিজ্য ক্ষেত্রেও সুবিধা মিলবে। মুগা সিল্ক এখন বিশ্বের সবচেয়ে দামি সিল্ক। তার সুতো কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে কর্মশালায় সেটিই হাতে কলমে শেখানো হবে।

খামারের ভিতর বেশকিছু গাছ রয়েছে। সেই গাছেই দেওয়া ডিম থেকেই তৈরি হয় গুটি। সেই গুটি থেকে তৈরি হয় মুগা কোকোন। এক-একটা কোকোন থেকে প্রায় হাজার মিটার সুতো মেলে। মুগা চাষ অর্থকরী হিসাবে পরিচিত। কিন্তু সঠিক উপায় জানা না থাকায় ও রেশম দপ্তরের উদাসীনতায় এতদিন এখানে গুটিপোকা থেকে মুগা চাষ বন্ধ ছিল। সরকারিভাবে ফের মুগা চাষে উদ্যোগী হওয়ায় খুশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

দিনহাটা

আটিয়াবাড়ির স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রেহানা, মল্লিকারা জানান, তাঁদের বাড়িতে অনেকদিন ধরেই রেশম সুতো তৈরির কাজ চলত। কিন্তু তুঁত খামারের বেহাল অবস্থায় সেই কাজ বন্ধ ছিল। সংসার চালাতেও সমস্যা হচ্ছিল। সরকারি আধিকারিকরা কর্মশালা করে ফের কাজ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় তাঁরা খুশি।

এ ব্যাপারে রেশম শিল্প দপ্তরের জলপাইগুড়ির ডেপুটি ডিরেক্টর দেবাশিস দত্ত জানান, দিনহাটা তুত খামারটি কর্মী সংকটে ভোগান্তির পর ফের উজ্জীবনের প্রক্রিয়া চলছে। তাঁর কথায়, 'তুঁত চাষের কাজ পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে। চাষিরা অবশ্যই দ্রুত এর সুফল পাবেন।'

মমতার তোপ

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : কিছু প্রাইভেট চক্র আছে, একটু জ্বর হলেই ভয় দেখিয়ে ন্যাচারাল জিনিসকে আনন্যাচারাল করে দেয়। এইচএমপিভি নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা বলেন। তিনি বলেন, 'চিন্তা করার কারণ যখন হবে, তখন আমরা বলে দেব। এই ভাইরাস নিয়ে অনেকে অযথা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই নিয়ে মুখ্যসচিব আজই বৈঠক করেছেন। এখনও পর্যন্ত যা জেনেছি, এটা মারাত্মক কিছু নয়। এখন ভয় বা আতঙ্ক ছড়ানোর কিছু নেই।'

প্রদীপকে সমর্থন

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বের করে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত এখনও করছে কংগ্রেস। দু-দিন আগেই এই মন্তব্য করেছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। প্রদীপবাবু বলেছিলেন, 'সেদিন মমতাকে বহিষ্কার করা ঠিক হয়নি। মমতাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্বের চাপে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সোমেন মিত্র।' এই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রদীপবাবুর এই বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলেছিলেন, সোনিয়া গান্ধি না থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না।

এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে প্রদীপ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ঠিকই বলেছেন। কংগ্রেস তো প্রায়শ্চিত্তই করছে।' এর বাইরে আর কোনও শব্দ খরচ করেননি মুখ্যমন্ত্রী।

১৫৬ প্রজাতির

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ মাছের খনি। অথচ আক্ষেপের বিষয় বলতে আমাদের মধ্যে অনেকেরই এখানকার মাছের বিষয়ে সেভাবে কোনও ধারণা নেই। সেকারণে আমার এই উদ্যোগ।' মাছ চাষের সুবাদে বেশ কয়েকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছেন। মাছ চাষ করে কীভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায় সে বিষয়ে প্রৌঢ় মানুষটি অন্যদের স্বেচ্ছায় সাহায্য করেন। তাঁর কাছে মাছ চাষ শিখে শ্যামল বর্মন, সুলতান মিয়াঁর মতো অনেকেই আজ স্বাবলম্বী। লক্ষ্মীকান্তের এহেন উদ্যোগকে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অঙ্কিত শর্মার মতো অনেকেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের নামও লক্ষীকান্ত বর্মন। এক লক্ষ্মীকান্ত আরেক লক্ষ্মীকান্তর প্রশংসা শুনে খুবই লজ্জায় পড়েন। তবে তিনি নিজের লক্ষ্য থেকে সরতে রাজি নন। বরং, সবার মধ্যে মৎস্যপ্রীতি বৃদ্ধিতে মাছ চাষের জন্য একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনায় আজকাল বেশি করে ডুব দিয়েছেন।

ভরসা ফেরাতে

প্রথম পাতার পর

রাজ্য থেকে পাঠানো খামে বেরিয়ে আসে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অপর্ণা দে নন্দীর নাম। এদিন প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর খাম খোলার পর প্রবীণ কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকার অপর্ণার নাম প্রস্তাব করেন। এরপর সমস্ত কাউন্সিলার সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। দায়িত্ব পাওয়ার পরেই বেলা বারোটা নাগাদ মহকুমা শাসক বিধু শেখরের সঙ্গে দেখা করেন অপর্ণা। ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স হলে মহকুমা শাসক ও সমস্ত কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে শপথবাক্য পাঠ করানো হয় তাঁকে। চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব নিয়ে অপর্ণা বলেন, 'দল যে দায়িত্ব দিয়েছে তা সাদরে গ্রহণ করছি। মন্ত্রী আমার ওপর যে ভরসা রেখেছেন তা অটুট রাখতে চাই। সেইসঙ্গে আগামীদিনে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে পুরসভাকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে চাই।' তবে আগামীদিনের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, যা কিছু পরিকল্পনা বোর্ড মিটিংয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলে তবে ঠিক করা হবে।

শস্যবিমা সভা

চ্যাংরাবান্ধা, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে শস্যবিমা সংক্রান্ত একটি সভা হল। প্রতিটি কৃষককে রবি শস্যবিমার আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ও মেখলিগঞ্জ ব্লক কৃষি দপ্তরে এই সপ্তাহ থেকেই কর্মীরা কাজ শুরু করবেন। সে বিষয়েই সভায় আলোচনা হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডল প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীকে দিশা দেখাবেন উত্তরের ৪ কৃতী

প্রথম পাতার পর

৮ জানুয়ারি হাওড়া থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন। তার আগে কলকাতায় রাজভবনে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানাবেন স্বয়ং রাজ্যপাল। জাতীয় যুব উৎসব ২০২৫-এর আগে এবারে 'বিকশিত ও বিশ্বগুরু ভারত' গড়তে যুবদের সঙ্গে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের আলোচনার সুযোগ করে দিতেই ক্রীড়া ও যুবমন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে এই অনুষ্ঠান।

গত বছর নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আয়োজিত প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন দেশের তিরিশ লাখের বেশি তরুণ-তরুণী। সেখানে উতরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ধাপে দশটির মধ্যে যে কোনও একটি পছন্দসই বিষয় বেছে নিয়ে অনলাইন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সফল হতে হয়েছে তাঁদের। সবশেষে গত ২২ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয় লাইভ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। সেখানে অংশ নিয়ে চূড়ান্ত বাছাইয়ে রাজ্যের মধ্যে ৩৮ জন এই সুযোগ পেয়েছেন। সেখানেই 'মেকিং ইন্ডিয়া গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং পাওয়ার হাউস' বিষয়ের ওপর আকাশের প্রবন্ধ মন কাড়ে বিচারকদের। মল্লি ও পঙ্কজের বিষয় 'বিকাশ ভি, বিরাসত ভি' এবং প্রীতম বলেছেন কৃষিতে ফলন বাড়ানোর বিষয়ে। স্বামীজির জন্মদিনে দিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশকে আগামীদিনে শিল্পোৎপাদনে শীর্ষে তুলতে যেসব নীতি চালু বা পরিবর্তন করা দরকার তা নিয়ে নিজেদের স্পষ্ট মতামত জানাবেন চারজনই।

স্নাতক স্তরে গণিতে টপার আকাশের মতে, ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে দেশকে আর্থিক ও শিল্পোৎপাদনে বিশ্বগুরু করে তোলা সম্ভব। এজন্যে দীর্ঘমেয়াদি দূষণমুক্ত ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে পাখির চোখ করার প্রস্তাব দিতে চান আকাশ। সেইসঙ্গে এআইকে বিকাশে কাজে লাগানো, কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় এবং সর্বোপরি প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়া এবং সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থায় জোয়ার আনার বিভিন্ন উপায় থাকবে ধূপগুড়ির তরুণের প্রস্তাবে। আকাশ চাইছেন সময় সুযোগ পেলে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে শিল্পোৎপাদনের বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর নজর কাড়তে। একইভাবে সুযোগ পেলে প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরের পর্যটনের বিকাশের প্রস্তাব দিতে চান মল্লি। প্রীতমের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে উত্তরে কৃষিনির্ভর শিল্পের বিকাশে।

দিল্লির পথে রওনা হওয়ার মুখে আকাশের বক্তব্য, '৩০ লাখের বেশি অংশগ্রহণকারী দেখে প্রথমটায় ঘাবড়েই গেছিলাম। তবে প্রাথমিক পর্বে প্রশ্নোত্তর যত এগিয়েছে ততই আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। প্রবন্ধটা যখন ঠিকঠাক হল তখন ভয় কেটে গিয়েছিল। এরপর শান্তিনিকেতনে ডাক পেলাম, তারপর দিল্লিতে। সুযোগ পেলে আমার জেলা এবং উত্তরবঙ্গ নিয়ে শিল্প গড়ার ভাবনা জানাব প্রধানমন্ত্রীকে।'

ফের জেরা

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। তবে বুধবার যে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তা একপ্রকার স্পষ্ট। এই চক্রের মাথাকে ধরতে তদন্তকারীরা রীতিমতো নাওয়াখাওয়া ভুলেছেন। চক্রের অনেকটা গভীরে যে তাঁরা পৌঁছে গিয়েছেন তা তাঁদের হাবেভাবে স্পষ্ট।

দিনহাটা থানার এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'আমরা সমস্ত বিষয়ই খতিয়ে দেখছি। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাঁদের সহ যাঁরা অভিযোগ করছেন তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।' খুব শীঘ্রই যে এই চক্রের মূল পান্ডা তাদের হাতে আসতে চলেছে তা ওই আধিকারিক স্পষ্ট করেছেন। কে এই চক্রের পান্ডা সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য কিছু খোলসা করতে চাননি। বুধবারের জিজ্ঞাসাবাদপর্বের পর অনেক কিছুই স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

৬ বাংলাদেশি

প্রথম পাতার পর

চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশি সহ পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হচ্ছে।' আইজি জানান, মেখলিগঞ্জে ৬ বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় পাচারকারী বাদেও সোমবার উত্তর দিনাজপুর সীমান্তে বিএসএফ এক বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

বিএসএফের দাবি, এদিন বিকেলে ধৃত বাংলাদেশিদের মধ্যে কাবিল সহ তার পরিবার ও এক মহিলাকে বাংলাদেশের বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় পাচারকারী ও নাদিলকে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণীভূষণ সরকার বলেন, 'বাংলাদেশিরা নিছক কর্মসূত্রে অনুপ্রবেশ করেছিল নাকি কোনও জঙ্গি-যোগ রয়েছে নাদিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা হচ্ছে।'

কাঁপল বঙ্গও

প্রথম পাতার পর

ভারতেও কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ভারতে একবার আফটারশক অনুভূত হয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন, 'হতাহতের সংখ্যা কমানোর জন্য সর্বাত্মক উদ্ধারকাজ চলছে।' প্রায় ১,৫০০ দমকলকর্মী এবং উদ্ধারকারী ধ্বংসস্তূপ থেকে বিপন্নদের উদ্ধারে মোতায়েন হয়েছেন। হতাহতের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা।

এর আগে এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের রেকর্ড আছে ২০২৩ সালের নভেম্বরে। ৬.৪ মাত্রার ওই কম্পনে নেপালে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৮ সালে চিনের সিচুয়ানে ভূমিকম্পে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ২০১৫ সালে নেপালের কাঠমান্ডুর কাছেও ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৯ হাজার মানুষ প্রাণ হারান।

ইঙ্গিত কালীঘাটের দিকে

চৈতালির মুখে কুলুপ নিয়ে প্রশ্ন

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৭ জানুয়ারি : আগেরদিন স্বামীর হত্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন তিনি। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থান বদল। এবার মুখে কুলুপ আঁটলেন বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকার। সোমবার নিহত তৃণমূল নেতার শ্রাদ্ধের দিন কলকাতা থেকে এসেছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বার্তা পেয়েই কি মৌনব্রত নিতে বাধ্য হলেন চৈতালি?

সোমবার মিডিয়ার কাছে ইংরেজবাজার পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জানিয়েছিলেন যে, চলতি মাসেই ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান পদের রদবদল হওয়ার কথা ছিল। বাবলা সরকারকে পুরপ্রধান হিসেবে ফিরিয়ে আনছিল দল। তাই তাঁকে খুন হতে হয়েছে। যার স্বার্থে আঘাত লাগছিল সে এই কাজ করেছে। কিন্তু গতকালের এই মন্তব্যের পর মঙ্গলবার নিশ্চুপ হয়ে যান তিনি। সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলার মতো মানসিক অবস্থা এখন নেই বলে তিনি এড়িয়ে যান। তবে কি খুন নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করার জন্য তাঁকে থামিয়ে দিল দল! এমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিন বাবলা সরকারের সুকান্তপল্লির বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বাড়ির সামনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সাদা প্যান্ডেল রয়েছে। অফিসের সামনে নিহত তৃণমূল নেতার বড় আকারের ছবি। বহুতলের নীচে কয়েকজন মানুষ বেঞ্চে বসে রয়েছেন। কিছু পুলিশকর্মী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। পাশেই বহুতলে প্রবেশের পথ। সেখানে রয়েছে চেয়ারের সারি। লিফটের সামনে দুই জন পুলিশকর্মী চেয়ারে বসে। জনৈক দলীয় সমর্থক বললেন, 'বৌদি নীচে নামবেন না। বাড়িতে নারায়ণপুজো। ছেলে অভিনব সরকারও পুজোয় রয়েছে।'

ব্যস্ততার মাঝেও চৈতালি সরকার ফোনে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মনটা ভালো নেই। পুজোয় রয়েছি।' একঘণ্টা পরে দেখা হতে পারে? প্রশ্ন করতেই তাঁর মন্তব্য, 'দেখুন আমার মানসিক অবস্থা ভালো নেই। সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে পারব না। আপনারা সবই জানেন। লিখছেন তো। এখন কিছু বলার নেই।' বাবলা সরকার খুন হওয়ার পর থেকেই স্ত্রী চৈতালি সরকার একদিনের জন্য চুপ থাকেননি। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কার মাথা রয়েছে ? তাকে সামনে আনার জন্য সংবাদমাধ্যমের সামনে লাগাতার বলে যাচ্ছিলেন।

পাঁচ মাথার মোড়ে বিকল ট্রাফিক সিগন্যাল

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি : দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসন প্রতিনিয়ত একাধিক সচেতনতা শিবির আয়োজন করছে। দিনহাটা শহরের বিভিন্ন জায়গায় 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' বোর্ড লাগানো হয়েছে। একাধিক আলোচনা সভা ছাড়াও দিনহাটা থানার তরফে পথচারীদের সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হচ্ছে। কড়া হাতে ট্রাফিক আইন মানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ দিনহাটা শহরের ব্যস্ততম পাঁচ মাথার মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালে আলো ঠিকমতো জ্বলে না। এর জেরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। পাশাপাশি, এই সমস্যার জেরে এলাকায় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে।

ট্রাফিক ওসি কল্যাণ রায় বলেন, 'বেশ কিছুদিন যাবৎ ট্রাফিকের আলো খারাপ হয়ে রয়েছে। এছাড়া, কর্মীসংকটের জেরেও সমস্যা হচ্ছে।' শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে বলে কোচবিহার ট্রাফিক ইনস্পেকটর সুভাষচন্দ্র রায় আশ্বাস দিয়েছেন।

দিনহাটা শহরের ব্যস্ততম এলাকা পাঁচ মাথা মোড়। এখান থেকে কোচবিহার সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়। প্রায় দু'বছর হল এখানে ট্রাফিক সিগন্যালে আলো ঠিকমতো জ্বলে না। ফলে এখানে পুলিশকে ম্যানুয়ালি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বেশ কিছুদিন আগেই ট্রাফিকের ভুল নির্দেশে দু'পাশ থেকে যান একসঙ্গে চলতে শুরু করে। ওই ঘটনায় পরেশ রায় নামে এক ব্যক্তি আহত হন। তাঁর কথায়, 'স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা ঠিক থাকলে ওই দুর্ঘটনা ঘটত না।' ওই ঘটনাটি ছাড়াও একই সমস্যার কারণে মাঝেমধ্যেই সমস্যার অভিযোগ রয়েছে। দিনহাটা রাস্তায় বিভিন্ন মোড়ে ট্রাফিক আউটপোস্ট বসানোর সিনগ্যাল ব্যবস্থা করা হলেও মূল রাস্তাটির স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এর জেরে ব্যবসায়ী নৃপেন সাহার মতো অনেকেই ক্ষুব্ধ। সমস্যা মেটানোর দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বাসিন্দাদের একাংশ আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছেন।

দিনহাটা শহরের পাঁচ মাথা মোড়ে অকেজো সিগন্যালের জেরে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

সিরিয়াল বনাম ওয়েব সিরিজ

বাঙালি মধ্যবিত্তের বাড়িতে টিভিজুড়ে একসময় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল সিরিয়ালের। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। নতুন প্রজন্মের পছন্দ নানা স্বাদের ওয়েব সিরিজ। আর সেই পথ ধরেই ঘরে ঘরে হাজির শাশুড়ি-বৌমার নতুন দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের শেষ কোথায়। উত্তর খুঁজলেন শিবশংকর সূত্রধর

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বেঁচে থাকলে নির্ঘাত লিখতেন 'সিরিয়ালের ভাগ্যাকাশে আজ ঘোর দুর্যোগের ঘনঘটা'। আর লিখবেন নাই বা কেন! সিরিয়াল। মাত্র চার অক্ষরের এই শব্দ বছরের পর বছর মধ্য এবং নিম্নবিত্তের সারাদিনের দিনপঞ্জি নির্ধারণ করেছে। নিজের পছন্দের চরিত্রের পরিণতির ওপর নির্ভর করে ঠিক হয়েছে অনেক বাড়ির রান্নার পদও। শোনা যায় একবার এক ছেলে অঙ্কে ফেল করে বাড়িতে ঢুকেও চকোলেট পেয়েছিল শুধুমাত্র তাঁর মায়ের পছন্দের নায়ক-নায়িকার জীবনের ঝড় কেটে যাওয়ায়। আবার সেই ছেলেই একবার অঙ্কে ৯৮ পাওয়ায় চূড়ান্ত মার খেয়েছিল মায়ের অপছন্দের খলনায়ক বাকিদের বেকায়দায় ফেলায়। এহেন সিরিয়ালের একচ্ছত্র আধিপত্য এখন টলোমলো। কারণ ওয়েব সিরিজ।

বৌমার পছন্দ ওয়েব সিরিজ। শাশুড়ি আবার ওসবের ধার ধারেন না। সন্ধের পর তাঁর একটানা সিরিয়াল দেখা চাই-ই চাই। কোন চ্যানেলে কোন সিরিয়াল হবে, সেই বুঝে কেবল অপারেটরের কাছ থেকে নির্দিষ্ট চ্যানেলগুলির সাবস্ক্রিপশনও নিয়ে রেখেছেন। ওদিকে, এই প্রজন্মের বৌমা আবার ওয়েব সিরিজে মজেছেন। একঘেয়েমি সিরিয়াল তাঁর পছন্দের নয়। বরং তাঁর পছন্দের তালিকায় রয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সদ্য মুক্তি পাওয়া একটি ওয়েব সিরিজ। মোবাইলের সঙ্গে টিভির সংযোগ করে সেখানেই নানা সিরিজ দেখেন। সংসার সামলাতে দিনভর শাশুড়ি-বৌমা ব্যস্ততার মধ্যে কাটান। সন্ধের পর দুজনেরই ফাঁকা সময়। সেই সময় বাড়িতে সিরিয়াল চলবে নাকি ওয়েব সিরিজ তা নিয়ে এখন কার্যত শাশুড়ি-বৌমার দ্বন্দ্ব। বহু বাড়িতেই এখন এধরনের সমস্যা প্রকট।

যেমন, বিশ্বসিংহ রোডের বাসিন্দা দীপ্তি সরকার। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা দীপ্তির একটাই নেশা। সেটা হল সিরিয়াল দেখা। বহু বছর ধরেই সন্ধের পর তাঁর একটাই রুটিন। হাতে চায়ের কাপ আর বাটিতে মুড়ি মেখে নিয়ে সিরিয়াল দেখতে বসে পড়া। 'যত গুরুত্বপূর্ণ খবরই থাকুক না কেন। এই সময়টায় কিছুতেই সিরিয়ালের চ্যানেল ঘুরিয়ে খবরের চ্যানেল ধরা যায় না', আক্ষেপ নিয়ে বললেন ওঁর স্বামী প্রবীণ। কিন্তু কয়েকমাস ধরে মাঝেমধ্যেই সেই নিয়মে ছেদ পড়ছে। কারণ নতুন বৌমা স্নিগ্ধার ওয়েব সিরিজ দেখার শখ। স্নিগ্ধার কথায়, 'আমার কখনোই সিরিয়াল পছন্দের নয়। মোটামুটি সব জায়গাতেই সেই একই গল্প উলটে-পালটে দেখানো হয়। তার চেয়ে রোমহর্ষক ওয়েব সিরিজই আমার পছন্দ।' কিন্তু সন্ধের পর এখন বাড়িতে সিরিয়াল চলবে নাকি ওয়েব সিরিজ তা নিয়েই শাশুড়ির সঙ্গে মনোমালিন্য হচ্ছে বলে তিনি জানান।

ঠিক একইরকম সমস্যায় পড়েছেন সুভাষপল্লি এলাকার লাবণি দাসও। তিনি অবশ্য শাশুড়িকেও নিজের দলে টানার চেষ্টায় রয়েছেন। দু'একবার সফল হলেও বেশিরভাগই অবশ্য বিফল হতে হয়েছে। ব্যাপারটা ঠিক কী? লাবণির কথায়, 'শাশুড়ি মায়ের সিরিয়াল দেখার নেশা এমন যে সব কাজকর্ম আগেই করে রাখেন। কিন্তু আমার সিরিয়াল ভালো না লাগায় ওয়েব সিরিজ দেখি। মাঝে ওঁকে জোর করে দু'একটি ওয়েব সিরিজ দেখিয়েছি। কিন্তু এখন আর দেখতে চান না। ওঁর নাকি সিরিয়াল না দেখলে রাতে ঘুম হয় না!' সিলভার জুবিলি রোডের এক প্রবীণ মহিলা শিপ্রা দে বলছিলেন, 'আমার বাড়ির ছোট বৌমা সিরিয়াল দেখতেই চায় না। কী সব সিরিজ নাকি কী বলে, ওসব দেখে। কিন্তু ওসব আমার ভালো লাগে না। তাই ছোট বৌমাকে বলেছি মোবাইলেই ওসব দেখতে।' সন্ধের পর টিভিতে শুধু সিরিয়ালই চলবে- সাফ কথা তাঁর।

এরকম সমস্যা এখন বহু বাড়িতেই। শাশুড়ি-বৌমার দ্বন্দ্ব নতুন কোনও ঘটনা নয়। বাড়ির কোন কাজ কে করবে, বা কোন কাজের কৃতিত্ব কার কাছে থাকবে, তা নিয়ে এই দ্বন্দ্ব যুগের পর যুগ ধরেই চলে আসছে। তবে দ্বন্দ্বের কারণ হিসেবে ওয়েব সিরিজ বা সিরিয়ালের প্রসঙ্গে আধুনিকতার এই সময়ে বারবার উঠে আসছে। এই সমস্যার সমাধান কোথায় তা অবশ্য শাশুড়ি-বৌমা দুজনেরই অজানা।

জোর লড়াই

- **বৌমার পছন্দ ওয়েব সিরিজ, শাশুড়ি আবার ওসবের ধার ধারেন না**
- **শাশুড়ি-বৌমার 'তু তু ম্যায় ম্যায়'য়ে নতুন লড়াই এই দুইকে ঘিরেই**
- **স্মার্টটিভিতে দেখা যায় এই দুই-ই, সেই টিভির দখল নিতে জোর লড়াই**

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ছবি : জয়দেব দাস

হাসপাতাল সাফাইয়ে উদ্যোগ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : শুধু পুরসভার উপরে নির্ভর করেই নয়। এবার পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার জন্য জেলা পরিষদেরও সহযোগিতা নিচ্ছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। মেডিকেলের হেরিটেজ ভবনটি সংস্কার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়াররা হাসপাতাল চত্বর মাপজোখ করেছেন। হেরিটেজের নিয়ম মেনেই সেটি সংস্কার করা হবে। পাশাপাশি, হাসপাতালের আবর্জনা সাফাই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতাল ও পুরসভার টানাপোড়েন চলছে। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার সঙ্গে সঙ্গে জেলা পরিষদেরও সহযোগিতা নিচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা রায়ের কথায়, 'হাসপাতাল সংস্কার সহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বেশ কিছু কাজ আমরা করে দেব। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা পরিদর্শনও করেছেন।'

মঙ্গলবার হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেছেন, 'জেলা পরিষদের তরফে হাসপাতালের ভবনটি মেরামত করা হবে। বর্তমানে আবর্জনা পরিষ্কারের বিষয়টি পুরসভা দেখে। এখন থেকে পুরসভার পাশাপাশি জেলা পরিষদের সহযোগিতাও নেওয়া হবে।'

এমজেএন মেডিকেলের রাজ আমলের মূল ভবনটি হেরিটেজের তালিকায় রয়েছে। তবে সেটির বেহাল অবস্থা। বিভিন্ন জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। রং চটে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই সেটি মেরামতের দাবি উঠেছে। তবে হেরিটেজ ভবন হওয়ায় সেটি সংস্কারের জন্য বিশেষ কিছু নিয়মও রয়েছে। সম্প্রতি রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য হয়েছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক। তাঁর উদ্যোগেই সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের মূল প্রবেশপথটি সংস্কার করা হয়েছে। হাসপাতালে ভবনের সমস্যার পাশাপাশি হাসপাতালের আবর্জনা সাফাই নিয়ে দীর্ঘদিনের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। মাতৃমার উলটো পাশে সমস্ত আবর্জনা জমিয়ে রাখা হয়।

পুরসভার তরফে সেগুলি নিয়মিত নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেই কাজ করা হয় না বলে অভিযোগ। আবার হাসপাতাল চত্বরের নানা জায়গাতেই আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। হাসপাতালের নিজস্ব সাফাইকর্মী ও পুরসভার পাশাপাশি এবার থেকে জেলা পরিষদের সহযোগিতা নিয়ে যৌথ উদ্যোগে কাজ করলে হাসপাতাল চত্বরের আবর্জনা সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাবে বলেই মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

> জেলা পরিষদের তরফে হাসপাতালের ভবনটি মেরামত করা হবে। বর্তমানে আবর্জনা পরিষ্কারের বিষয়টি পুরসভা দেখে। এখন থেকে পুরসভার পাশাপাশি জেলা পরিষদের সহযোগিতাও নেওয়া হবে।
>
> **সৌরদীপ রায়,** *এমএসভিপি, এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল*

আজ শহরে

- দিনহাটা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে নাটক মঞ্চস্থ করবে ত্রিপুরার নাট্য দল ও আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রী নাট্য দল।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	৩
এবি পজিটিভ	৫
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	২

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৩
ও নেগেটিভ	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৬
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১৫
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৬
ও নেগেটিভ	০

ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ বছর

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ বছর উদযাপনের শেষপর্বের অনুষ্ঠান শুরু হল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোচবিহারে মশাল নিয়ে একটি মিছিল বের করা হয়। যেখানে ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেন। বুধবারও নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। আর সেখানে অংশ নেবেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল বলে জানা গিয়েছে।

ব্রহ্মাপুজোয় ভক্তরা। রানিরহাটে।

রানিরহাটে ব্রহ্মাপুজো

তুফানগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রানিরহাট চকবাজারের স্টেশনারিপট্টিতে ব্রহ্মাপুজো অনুষ্ঠিত হল। তুফানগঞ্জ বাজার ব্রহ্মাপুজো কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই পুজোকে ঘিরে প্রতিবছরই একটা বাড়তি উন্মাদনা থাকে। এবারের ৪০তম বর্ষেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সকাল থেকেই ভক্তবৃন্দদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। সন্ধ্যায় শুরু হয় প্রসাদ বিতরণের পালা। বহুকাল পূর্বে যখন দমকলবাহিনী ছিল না। সে সময় ঘন বসতি কিংবা খড় বাঁশের আশ্রয়ে আগুন লাগলে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হত সাধারণ মানুষ। এই বিশ্বাস নিয়ে তুফানগঞ্জ বাজারেও দীর্ঘদিন থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে হয়ে আসছে এই পুজো।

কমিটির সহ সম্পাদক গৌতম পাল বলেন, 'স্থায়ী মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হয়ে গিয়েছে। এ বছর ভক্তদের জন্য মিষ্টান্নের আয়োজন করা হয়েছে।'

ফিরে গেলেন এমইডি'র কর্মীরা

গোলাপদিঘি পরিষ্কারে বাধা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : আবর্জনা, আগাছায় ভরে থাকা গোলাপদিঘি পরিষ্কার করা নিয়ে গোল বেধেছে রাজ্য এবং কেন্দ্রের দুই সংস্থার মধ্যে। মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ কোচবিহারের রাজবাড়ি সংলগ্ন গোলাপদিঘি থেকে আর্থমুভার দিয়ে আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ শুরু করে রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট (এমইডি)-এর কর্মীরা। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে হাজির হয় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-এর লোকজন। দিঘিটি তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পরিষ্কারের জন্য কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। বাধ্য হয়ে ফেরেন এমইডি'র কর্মীরা।

এমইডি'র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুমন সরকারের কথা, '২০২৩ সালে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)-এর দপ্তরে শহরের ১৩টি দিঘি পরিষ্কার করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। কিছুদিন আগে তা অনুমোদিত হয়। সেইমতো আজ গোলাপদিঘি পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। তবে, এএসআই-এর বাধায় কাজ করা যায়নি।' কোচবিহার রাজবাড়ির দায়িত্বে থাকা এএসআই-এর কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাদ্দাম লস্করের বক্তব্য, 'গোলাপদিঘি এএসআই-এর অধীনে রয়েছে। দিঘি পরিষ্কার করার ব্যাপারে আমাদের অনুমতিও চাওয়া হয়নি। সেই কারণে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।'

বহুদিন অবহেলায় পরে থাকা গোলাপদিঘিকে দেখলে মাঠ বলে ভুল হতে বাধ্য। শহরের যে ১৩টি দিঘি পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে সেগুলির মধ্যে একমাত্র গোলাপদিঘি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি। সেখানে মাটিকাটা, মাছ ধরা, কাপড় কাচা, স্নান করা ও আবর্জনা ফেলা নিষেধ সংক্রান্ত এএসআইয়ের একটি প্রায় আবছা হয়ে যাওয়া বোর্ড ঝোলানো আছে। দিঘি রক্ষায় কেন্দ্রীয় সংস্থা কার্যত কোনও কাজ করেনি। তা সত্ত্বেও কেন দিঘি পরিষ্কারে বাধা দিচ্ছে এএসআই তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

থমকে দিঘি পরিষ্কারের কাজ।

> গোলাপদিঘি এএসআই-এর অধীনে রয়েছে। দিঘি পরিষ্কার করার ব্যাপারে আমাদের অনুমতিও চাওয়া হয়নি। সেই কারণে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।
>
> **সাদ্দাম লস্কর,** কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, এএসআই

ধর্মশালায় শুরু প্রণামি গোনা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : আনন্দময়ী ধর্মশালার কনফারেন্স রুমে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল মদনমোহনবাড়ির প্রণামি গোনার কাজ। কড়া পুলিশি প্রহরায় সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ প্রণামি গোনা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এবিষয়ে মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই কাজের জন্য এসডিও এবং ডিএম অফিস থেকে ১২ জন কর্মীকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা ছয়টি গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ শুরু করেছেন।' সেইসঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, 'প্রাথমিকভাবে তিনদিনেই টাকা গোনার কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করা হয়েছিল কিন্তু এখন যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হবে। কারণ এক টাকা, দু'টাকা থেকে শুরু করে প্রচুর খুচরো এবং নোট একসঙ্গে মিশে থাকায় সেগুলো আলাদা করে গুনতে অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে।'

দেবত্র ট্রাস্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, শেষবারের মতো মদনমোহনবাড়ির প্রণামি মাস ছয়েক আগে গোনা হয়েছিল। এরপর দুর্গাপুজো, কালীপুজো, রাসমেলা ইত্যাদিতে মদনমোহনবাড়ির প্রণামি বাক্সে প্রচুর প্রণামি জমা পড়ে। বাক্স ভর্তি হয়ে গেলে প্রণামি বাক্স থেকে সেগুলোকে নিয়ে বস্তাবন্দি করে স্ট্রংরুমে রাখা হয়। এই কয়েক মাসে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৪০টির মতো প্রণামি ভর্তি ব্যাগ জমা হয়ে গিয়েছে। সেগুলোর থেকে আজ মাত্র একটি ব্যাগ গোনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

মদনমোহনবাড়ির প্রণামি গোনার দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের বিশেষভাবে চেকিংয়ের মাধ্যমে খালি হাতে কনফারেন্স রুমে ঢুকতে হচ্ছে এবং বের হওয়ার সময়ও তাঁদের আপাদমস্তক চেক করে তবে বের হতে দেওয়া হচ্ছে বলে খবর।

কোচবিহার মদনমোহনবাড়ি

একনজরে

- আনন্দময়ী ধর্মশালায় শুরু হয়েছে মদনমোহনবাড়ির প্রণামি টাকা গোনা
- এই কাজে এসডিও এবং ডিএম অফিস থেকে ১২ জন কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়
- শেষবারের মতো মদনমোহনবাড়ির প্রণামি মাস ছয়েক আগে গোনা হয়েছিল
- কয়েক মাসে ছোট-বড় মিলিয়ে ৪০টির মতো প্রণামি ভর্তি ব্যাগ জমা হয়ে গিয়েছে

সচেতনতা শিবির

দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার দিনহাটা কলেজ এবং দিনহাটা ফায়ার স্টেশনের সহযোগিতায় একটি আগুন নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরটি দিনহাটার কলেজ ক্যাম্পাস চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই শিবিরটি করা হয়। আপৎকালীন সময়ে কী করে নিজের ও অন্যের প্রাণরক্ষা করা যায় সেটা নিয়ে ডেমনস্ট্রেশন হয়। রান্নাঘরে যদি গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায় তা কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব সে বিষয়েও সচেতন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল আউয়াল এবং কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। মঙ্গলবার রাজবাড়ি লাগোয়া কোচবিহার স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা হয়। ডিস্ট্রিক্ট মাদ্রাসা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস-এর কোচবিহারের যুগ্মসচিব বাতেন আলি বলেন, '২৩টি সরকারপোষিত মাদ্রাসা সহ মোট ৫৭টি মাদ্রাসার ৫৫৪ জন প্রতিযোগী এদিনের খেলায় অংশ নিয়েছে। প্রতিযোগিতায় মোট ৬৩টি ইভেন্ট ছিল। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীরা আগামীতে হুগলিতে রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।'

প্রজাতন্ত্র দিবস

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক বৈঠক হল কোচবিহারে। এদিন কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা ছাড়াও অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক বলেন, '২৬ জানুয়ারির অনুষ্ঠান প্রতিবারের মতো এবারও সুষ্ঠুভাবে করতে কী কী করতে হবে, কারা কীভাবে সহযোগিতা করবে সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

পাড়ায় পাড়ায়

তুফানগঞ্জ

ডাস্টবিনের ব্যবস্থা পুরসভার

তুফানগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি : তুফানগঞ্জ শহরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা জঞ্জালের স্তূপের কথা নতুন কিছু নয়। চলতে গিয়ে কখনও রাস্তার পাশে কখনও বা খোলা জায়গায় আবর্জনা চোখে পড়বেই আপনার। আর সে কারণেই এবার নড়েচড়ে বসল পুরসভা। শহরকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে রাস্তার পাশে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করল পুরসভা। সাধারণ মানুষ অনায়াসে যাতে বর্জ্যপদার্থ ফেলতে পারে সেকারণে বায়োডিগ্রেডেবেল ও নন-বায়োডিগ্রেডেবেল বর্জ্যের জন্য একসঙ্গে রাখা হল ২টি করে ডাস্টবিন। পরিবেশবান্ধব বা ভেজা আবর্জনার ক্ষেত্রে সবুজ ডাস্টবিন ও অপরিবেশবান্ধব বা শুকনো আবর্জনার ক্ষেত্রে নীল ডাস্টবিন। জঞ্জালমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে পুরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতে শুরু করেছেন অনেকে। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী চয়ন পালের কথায়, 'এই উদ্যোগের ফলে রাস্তাঘাট অনেকটাই পরিষ্কার থাকবে। একইসঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েদেরও ভালো অভ্যাস গড়ে উঠবে।'

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন, '১২টি ওয়ার্ডে মোট ৩০টি ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে আরও বাড়ানো হবে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পাঠাব।'

কোচবিহার

১৮ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা সংস্কার দাবি

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : নামেই যেন শহর। অথচ হাঁটাচলা করতে হচ্ছে বেহাল পথ দিয়ে। এতে হাঁটতে গিয়ে প্রতি পদেই হোঁচট খেতে হচ্ছে স্থানীয়দের। শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুনীতি অ্যাকাডেমি সংলগ্ন একটি গলির এই পরিস্থিতি গত কয়েকমাস ধরেই। রাস্তায় এই অবস্থায় যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। বিষয়টি নিয়ে কাউন্সিলারকে একাধিকবার বলা সত্ত্বেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা জ্যোতিষচন্দ্র নাথ বলেন, 'রাস্তাটির পরিস্থিতি একেবারেই বেহাল। রাস্তায় পাথর পড়ে থাকায় যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি কাউন্সিলারকে জানানো হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব রাস্তাটি সংস্কার করা হোক।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সম্প্রতি সেই রাস্তার পাশের নিকাশি সংস্কারের কাজ হয়েছে। রাস্তাটির বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে গলিতে সহজে কোনও টোটো বা রিকশা ঢুকতে চায় না। এতদিন হয়ে গেলেও কেন রাস্তাটি সংস্কার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে।

যদিও বিষয়টি নিয়ে এলাকার কাউন্সিলার মধুছন্দা সেনগুপ্ত বলেন, 'সম্প্রতি এলাকায় নিকাশিনালার কাজ হওয়ায় রাস্তাটির এই পরিস্থিতি। আজও চেয়ারম্যানের সঙ্গে রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে কথা হয়েছে। শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কার করা হবে।'

তথ্য : দেবদর্শন চন্দ, বাবাই দাস

হাই ভোল্টেজ

অ্যাকশনে তাপসী

গান্ধারীর ভূমিকায় তাপসী পান্নু। না না, এই গান্ধারীর সঙ্গে অবশ্য মহাভারতের কোনও সম্পর্ক নেই। দুর্যোধনের মা নন। এই গান্ধারীও অবশ্য এক মা। তার কিডন্যাপ হওয়া সন্তানকে খুঁজে বার করার জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

আসলে এই ছবি আদ্যন্ত অ্যাকশন নির্ভর ছবি। তাপসী এই ছবির প্রথম অংশের কাজ শেষ করেছেন ডিসেম্বর মাসে। এ মাস থেকে আবার দ্বিতীয় অংশের কাজ শুরু হল। ছবির জন্য যোগব্যায়ামের লাগাতার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাপসী। তাঁর অ্যাকশন দৃশ্যগুলোর জন্যে শূন্যপথেও বেশকিছু স্টান্ট রয়েছে, সেগুলোও সব শিখতে হচ্ছে এবার। হাই ভোল্টেজ ড্রামা, সামাজিক বার্তা, রোমাঞ্চ এবং অ্যাকশন আছে এই ছবিতে। ছবিটা অবশ্য এই বছরের শেষেই মুক্তি পাবে।

সিধু যে কথা বললেন, ফারহান জানেন?

ফারহান আখতার আমাদের বাংলার ব্যান্ডের জীবন নিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত ছবিটা বানিয়ে ফেললেন। বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এবং আইকনিক ছবি রক অন। কিন্তু জানেন কি এই বলিউডি ছবির গল্প এক বাংলা ব্যান্ডের গল্পের উপর ভিত্তি করে বানানো। ভাবছেন কোন ব্যান্ড? ক্যাকটাস। আর সেই কথা নিজেই এদিন প্রকাশ্যে আনলেন সিধু।

২০০৮ সালে মুক্তি পাওয়া অভিষেক কাপুর পরিচালিত রক অন ছবিটিতে উঠে এসেছিল ৪ মিউজিশিয়ানের কথা, যাঁরা ব্যান্ড তৈরি করেন। এবং সেই ব্যান্ডকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখলেও নানা সমস্যার কারণে পারেননি। ফারহান আখতার, অর্জুন রামপাল অভিনীত ছবিটি বহুল প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু জানেন কি এই ছবিটি আসলে বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাসের গল্পের উপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে? এদিন নিজে সেই তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন সিধু।

সকলেই জানেন ক্যাকটাস ব্যান্ডটি একাধিক বার ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। ফাটল ধরেছে মেম্বারদের মধ্যে, আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আর সেটাই ভিত্তি ছিল রক অন ছবির। এই বিষয়ে এদিন এক সাংবাদিক যখন সিধুকে জিজ্ঞেস করেন যে, 'একটা ব্যান্ড কেন ভেঙে যায় বারবার?' তখন গায়ক বলেন, 'রক অন দেখেছ নিশ্চয়। রক অনের গল্প কিছুটা ক্যাকটাসের উপর বেস করে। রক অন-এর যে চিত্রনাট্য করেছিল পূবালি চৌধুরি, আমাদের খুব কাছের বন্ধু ছিল। ইনফ্যাক্ট আমাদের যে বেসিস্ট তার সঙ্গে প্রেম করত। তো আমাদের রিহার্সলে আসা, আমাদের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া, শো-তে যাওয়া সবটাই খুব কাছ থেকে দেখেছে। সে সব কথাই উঠে এসেছে তার চিত্রনাট্যে।'

অস্কারে এবার 'পুতুল'

অস্কারের তালিকায় বাংলার নাম! বাংলা 'পুতুল' খেলতে খেলতে অস্কারে উঠে এল? ব্যাপারটা তেমন না হলেও, ছবির নাম কিন্তু 'পুতুল'। কয়েকদিন আগে ইমন চক্রবর্তীর 'ইতি মা' গানটা অস্কার নমিনেশন পাওয়ার কথা মনে পড়ছে? শেষ মুহূর্তে তা তালিকা থেকে বেরিয়ে গেলেও, অস্কার অবধি যে বাংলার দৌড় পৌঁছতে পারে, তার নিদর্শন সেদিনই দেখা গিয়েছিল।

তবে বাংলার নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আরও একবার বাংলার বুকে আশা জাগাল পুতুল। এবার সেরা ছবি বিভাগে মনোনয়ন পেল। এদিন অস্কারের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকায় পুতুলের নাম দেখে আবেগঘন পরিচালক ইন্দিরা ধর। ইন্দিরা ধরের এটাই প্রথম ছবি। আর তাতেই তাঁর বাজিমাত। খবর পাওয়া মাত্রই পরিচালক বলেন, 'অস্কার কমিটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার কাজ, পরিচালনা, আমার লেখা পছন্দ করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কারণ পুতুল সেরা ছবি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে। ওয়েবসাইটে বেরিয়েও গিয়েছে। আমি খুব ভুল না হলে প্রথম কোনও বাংলা ছবি এই বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে। আমার টিমের সকল সদস্যদের আমি ধন্যবাদ বলতে চাই। আমি খুব কষ্ট করে ছবিটা বানিয়েছি। এটা আমার ডেবিউ ছবি। খুব বড় প্রযোজকের সাহায্যে নয়। প্রথম কাজকেই আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে পারলাম, এটাই আমার কাছে বড় পাওনা।

একনজরে সেরা ৫

উদিতের ফ্ল্যাটে আগুন

সোমবার রাত নটায় শিল্পী উদিত নারায়ণের মুম্বাইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে আগুন লাগে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। দমকলকর্মীরা খুব দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভান। শিল্পী ও তাঁর পরিবার সুরক্ষিত। তিনি থাকেন ন-তলায়। এই অগ্নিকাণ্ডে রাহুল মিশ্র নামে এক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি অ্যাপার্টমেন্টের ১১ তলায় থাকতেন।

ভূমিকম্পেও মনীষা

মঙ্গলবার তীব্র ভূমিকম্প হয় তিব্বতে, মাত্রা ৭.১। এরপরও আফটারশকে ৪০ বার কেঁপে উঠেছে দেশ। এর প্রভাব পড়েছে নেপাল, ভুটান ও ভারতে। এর মধ্যেও অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা ট্রেডমিলে হেঁটেছেন। পরনে নীল জ্যাকেট, টুপি, গোলাপি স্কার্ফ। সে ছবি ইন্সটায় দিয়েছেন। সঙ্গে ক্যাপশন, সকালে ভূমিকম্প আমাদের জাগিয়ে দেওয়ার পরে।

শিবুকে হুমকি দেব-ভক্তদের

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হুমকি দিয়ে দেব-ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, দেবের ছবি মুক্তির দিন শিবপ্রসাদের ছবির মুক্তি হলে ওরা দেখে নেবে! উত্তরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী জিনিয়া সেন লিখেছেন, 'ছবিমুক্তির দিন হুমকি, আমাদের থামাতে পারেনি, পারবে না।' পুজোয় মুক্তি পাওয়া বহুরূপী, টেক্কাকে টেক্কা দিয়েছে। তাই কি এই হুমকি? প্রশ্ন সেটাই।

স্পাইডারম্যানের বিয়ে

বিয়ে করছেন স্পাইডারম্যান টম হল্যান্ড। পাত্রী মার্কিন অভিনেত্রী ও নর্তকী জেনডেয়া। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের নিয়ে তাঁদের বাগদান ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। খ্রিস্টমাসের সময় দুজন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। তখনই টম জেনডেয়াকে প্রোপোজ করেন। গোল্ডেন গ্লোবের অনুষ্ঠানে জেনডেয়ার হাতে বাগদানের আংটি ছিল। তবে কেউ এ বিষয়ে মুখ খোলেননি।

বুলেটপ্রুফ সলমন

সলমন খানের বান্দ্রার বাড়ি গ্যালাক্সির বারান্দা বুলেটফ্রুফ কাচে ঢাকা হল। নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা। গত বছর বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের বারবার হত্যার হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন মিয়াঁ। বারান্দায় বেরিয়ে ভক্তদের দিকে হাত নাড়াতে পারেননি গত জন্মদিনে। এবার ইদে সেটা হবে বলে মনে করছে অনুরাগীরা।

করিনার নিউ ইয়ার পোস্ট, তৈমুরের মায়ের সেবা

করিনা কাপুর খুবই ভাগ্যবতী এক মা। নায়িকার নতুন বছরের দারুণ এক পোস্টেই তার প্রমাণ। নিজের ইন্সটায় বেশ কিছু নতুন বছরের ছবি শেয়ার করছেন করিনা। তার সঙ্গে আছে ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকা তৈমুরের ছবি। কালো সুট পরে আছে সে, তার হাতে মায়ের জুতো। এই নানা রঙের ছবি শেয়ার করে করিনা ক্যাপশন করেছেন, 'মায়ের সেবা, এই বছর এবং চিরকালের জন্য। হ্যাপি নিউ ইয়ার। আরও ছবি শেয়ার করব, সঙ্গে থাকুন।' করিনা ২০২৪-কে বিদায় জানিয়েছেন সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতে। সইফ আলি, দুই পুত্র তৈমুর ও জেহ সঙ্গে ছিলেন। এখানে তৈমুরের স্কি করার ছবির সঙ্গে আরও রোমহর্ষক ছবি শেয়ার করেছেন। এর আগে বাড়িতে খ্রিস্টমাস উদযাপনের ছবিও শেয়ার করেছিলেন।

ফ্যানদের দাবি, কালি বিল্লি হোন প্রিয়াংকা

প্রিয়াংকা চোপড়া বলিউডে ফিরছেন—এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছেই। হলিউডে জাল বিছিয়ে দিয়েছেন অনেক দিন আগেই, তবু তাঁর অনুরাগীরা তাঁর তরফে বলিউডে ফিরে আসার একটি ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করছেন অনেকদিন ধরেই। শোনা গিয়েছিল মহেশ বাবুর সঙ্গে এস রাজামৌলির ছবি করেই তিনি ভারতে তাঁর এবারের ইনিংস শুরু করবেন। তখনই ডন ৩-এর ঘোষণা হয়। তখন থেকেই একটা গুঞ্জন শুরু হয় এবার ডন-এর বিপরীতে 'কালি বিল্লি' হয়ে কে দাঁড়াবেন! শাহরুখ খান এবার ডন হচ্ছেন না, হচ্ছেন রণবীর সিং। নায়িকা হচ্ছেন কিয়ারা আডবানি। কিন্তু অনুরাগীরা চাইছেন প্রিয়াংকাই সেই জায়গাটা নিন। এক পোর্টালে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাতে নেটমহল নিজেদের মতামত দিয়েছেন।

একজন লিখেছেন, 'প্রিয়াংকা ছাড়া কেউ রোমা হতে পারেন না। ফারহান দয়া করে তাঁকে নিয়ে আসুন। রণবীর সিংয়ের সঙ্গে তাঁর রসায়নও দারুণ।' আর একজনের বক্তব্য, 'কিয়ারা আজকের অন্য নায়িকাদের মতো ভ্যানিলা অ্যাকট্রেস। পিসি-র জলওয়ার সঙ্গে কেউ ম্যাচ করতে পারবে না।' ২০০৬-এর ডন-এ পিগি রোমা হয়েছিলেন।

ভাগ্নিকে দেখে আবেগতাড়িত অক্ষয়

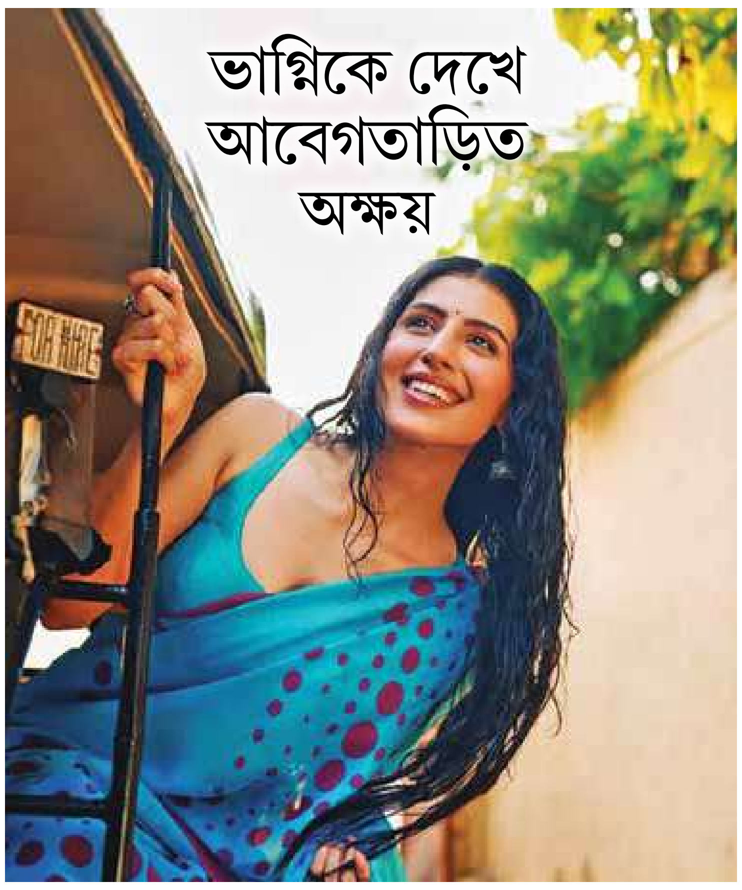

অক্ষয়কুমারের ভাগ্নি সিমর ভাটিয়া অভিনয়ে পা রাখছেন। তাঁর প্রথম ছবি ইক্কিস, নায়ক অগস্ত্য নন্দা। পরিচালক শ্রীরাম রাঘবন। এক সংবাদপত্রে নতুন বছরে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নবাগত-নবগতাদের তালিকায় সিমর জায়গা পেয়েছেন। আর সেটি দেখেই আবেগতাড়িত সিমরের মামা অক্ষয়কুমার। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই কাগজ শেয়ার করে লিখেছেন, 'যখন নিজের ছবি প্রথমবার কাগজে দেখি, ভেবেছিলাম, এটাই চূড়ান্ত আনন্দ। কিন্তু আজ বুঝছি, সন্তানের ছবি দেখার আনন্দ সব আনন্দকে হারিয়ে দেয়।' এই আনন্দে তিনি আরও আবেগতাড়িত হয়ে মা সীমা ভাটিয়ার কথা বলেন, সীমার নাতনি সিমরই আজ নায়িকা! তিনি লিখেছেন, 'যদি মা আজ থাকত, বলত, সিমর পুত্তর, তুই তো অবাক করে দিলি! আমার সোনা, বেঁচে থাকো। পুরো আকাশটাই আজ থেকে তোমার।' সিমর অক্ষয়ের বোন অলকার মেয়ে। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন বৈভব কাপুর। এখন অলকা রিয়েল এস্টেট টাইকুন সুরেন্দ্র হীরানন্দানীকে বিয়ে করেছেন।

আমনকে সেলিব্রেট করলেন কাজল

আসলে কাজল সেলিব্রেট করলেন আমন দেবগণের প্রথম ছবি আজাদ-কে। সম্প্রতি ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। ছবি এবং তার তারকারা দারুণভাবে সমাদৃত হচ্ছেন। তাতে অংশ নিলেন আমনের কাকিমা, অভিনেত্রী কাজলও। ইন্সটায় ছবির ট্রেলার শেয়ার করে গর্বভরে তিনি লিখেছেন, 'যদি ঘোড়াদের শুভেচ্ছা জানাতে হয়, তাহলে এই ঘোড়াকেই আমি শুভেচ্ছা জানাব। আমি তোমার জন্য গর্বিত, আমন দেবগণ। এবং আরও অনেক অভিনন্দন তোমার জন্য আসতে চলেছে।'

প্রসঙ্গত, ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র এক ঘোড়া। ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্রে আছেন অজয় দেবগণ। তাঁরই ভাইপো আমন দেবগণ ও রবিনা ট্যান্ডনের কন্যা রাশা থাডানি ছবির রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা। অজয় গ্রামের এক বিদ্রোহী এবং বলিপ্রদত্ত তাঁর বিশ্বস্ত ঘোড়ার প্রতি। এই ঘোড়া এক যুদ্ধের মাঝে হারিয়ে যাবে, তাকেই খুঁজবেন আমন। ট্রেলারে অজয়-আমনের সম্পর্ক, তাঁদের একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শিক্ষা কীভাবে অজয় আমনকে দিলেন, সবই প্রকাশিত। ছবির পটভূমি ইংরেজ আমল। ছবিতে রাশা অভিজাত পরিবারের মেয়ে, সম্প্রতি ছবির একটি গান উয়ি আম্মা বেরিয়েছে। তাতে রাশার নাচের দক্ষতা দেখা গিয়েছে। নেটমহল তাঁকে পছন্দও করেছেন। ছবিতে আমনের কাজের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং অজয়। ছবির পরিচালক অভিষেক কাপুর, মুক্তি ১৭ জানুয়ারি।

‘বিরাট-রোহিতের অবদান ভুলে যাচ্ছে সবাই’

সমালোচকদের বিঁধলেন যুবরাজ

দুবাই, ৭ জানুয়ারি : স্রোতের উলটোদিকে হাঁটলেন যুবরাজ সিং।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সমালোচকদের একহাত নিলেন বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অলরাউন্ডার। যুবির দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটদের অবদান সবাই ভুলে যাচ্ছে। তির্যক ভাষায় আক্রমণ করছে। ঘরের মাঠে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর অস্ট্রেলিয়া সফরে চূড়ান্ত ব্যর্থ দলের দুই ব্যাটিং অস্ত্র। তরুণ ব্রিগেড কিছুটা হাল ধরলেও জল ঢালে বিরাট-রোহিতের ব্যর্থতা।

ভারতের সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার পর যা নিয়ে সমালোচনার ঝড়। বিরাটদের টেকনিক থেকে টেম্পারামেন্ট-আতশকাচের নীচে। কারও কারও দাবি, ক্রিকেটে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। তরুণদের জায়গা দিতে বিরাট-রোহিতকে এবার ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরানো উচিত। কঠিন যে পরিস্থিতিতে উত্তরসূরিদের পাশে দাঁড়ালেন যুবরাজ।

দুবাইয়ে টেনিস বল ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুবরাজ বলেছেন, ‘গত ৫-৬ বছরে ভারতের সাফল্যের তালিকা দেখছিলাম। ওরা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পরপর দুইটি টেস্ট সিরিজ জিতেছে। মনে করতে পারছি না, দ্বিতীয় কোনও দলের এই কৃতিত্ব আছে কি না। অথচ মানুষ এখন রোহিত, বিরাটের সমালোচনায় মুখর, ভুলে গিয়েছে অতীতে ওরা কী সাফল্য অর্জন করেছে।’

ওডিআই, টি২০, দুই ফরম্যাটে বিশ্বজয়ী যুবরাজের দাবি, ‘রোহিত-বিরাট বর্তমান প্রজন্মের মহান ক্রিকেটার। ব্যর্থ হয়েছে মানছি। কিন্তু আমাদের চেয়ে এই হারে ওরা অনেক বেশি হতাশ। আমি নিশ্চিত, এই দলটাই ঘুরে দাঁড়াবে। কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক প্রধানের দায়িত্বে থাকা অজিত আগরকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ-পারফেক্ট কম্বিনেশন। ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক। ওরাই ঠিক করবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কোন পথে চালিত হবে। আলোচনায় বসবে বিসিসিআই-ও। ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি হবে যেখানে।’

দলের স্বার্থে নির্ণায়ক পঞ্চম টেস্টে রোহিতের সরে দাঁড়ানো নিয়েও উচ্ছ্বসিত যুবরাজ। বলেছেন, ‘বিশাল ব্যাপার। ফর্মের কারণে কখনও কোনও অধিনায়ককে এভাবে সরে দাঁড়াতে দেখিনি। এখানেই রোহিতের মহত্ত্ব, যে দলকে সবসময় নিজের আগে রাখে। ফলাফল যাই হোক রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক। চিরকালই দুর্দান্ত অধিনায়ক থাকবে। ওর নেতৃত্বে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছি, টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছি আমরা। সাফল্যের তালিকা বেশ দীর্ঘ, যা অস্ট্রেলিয়ায় এই ব্যর্থতার চেয়ে অনেক বেশি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হার অবশ্য আমাদের সবাইকেই ধাক্কা দিয়েছে। ওটা মেনে নেওয়া যায় না।’

ভারতীয় সাজঘরের চলতি হাল নিয়ে অবশ্য মন্তব্যে নারাজ। যুবরাজের মতে, তিনি ভারতীয় সাজঘরের অঙ্গ নন। তাই না জেনে কোনও মন্তব্য করতে চান না। গম্ভীর, রোহিত, বিরাটরা প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে। পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না হয়ে সাজঘরের পরিবেশ নিয়ে আলটপকা মন্তব্য করতে চান না। এরপর সমালোচকদের ফের একহাত নিয়ে বলেছেন, ‘ব্যর্থ হলে সমালোচনা সহজ, কিন্তু সমর্থন করাই কঠিন। সমালোচনা সংবাদমাধ্যমের কাজ, আমার কাজ বন্ধু-ভাইদের পাশে থাকা। আমার কাছে ওরা পরিবারের অঙ্গ।’

দুবাইয়ে টেনিস বল ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনে ব্যাটে সই করছেন যুবরাজ সিং।

> রোহিত-বিরাট বর্তমান প্রজন্মের মহান ক্রিকেটার। ব্যর্থ হয়েছে মানছি। কিন্তু আমাদের চেয়ে এই হারে ওরা অনেক বেশি হতাশ। আমি নিশ্চিত, এই দলটাই ঘুরে দাঁড়াবে। কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক প্রধানের দায়িত্বে থাকা অজিত আগরকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ-পারফেক্ট কম্বিনেশন। ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক। ওরাই ঠিক করবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কোন পথে চালিত হবে। আলোচনায় বসবে বিসিসিআই-ও। ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি হবে যেখানে।
>
> -যুবরাজ সিং

পাঁচতারা জয়ে শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ

মার্সিয়া, ৭ জানুয়ারি : কোপা ডেল রে-এর শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ। রাউন্ড অফ ৩২-এ কিলিয়ান এমবাপে, জুডে বেলিংহাম, ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের ছাড়াই ৫-০ গোলে জয় মাদ্রিদ জায়েন্টদের।

> মডরিচ ফুটবলের জন্য দুর্দান্ত উপহার। তরুণ ফুটবলারদের কাছে দৃষ্টান্ত। ভালো একটা ম্যাচ খেলল ছেলেরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছেই ছিল।
>
> **কার্লো আন্সেলোত্তি**

অভিজ্ঞদের বেঞ্চে রেখে স্পেনের চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব ডিপোর্টিভো মিনেরোর বিরুদ্ধে দল সাজান রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। তবে প্রথমার্ধেই তিন গোল তুলে নেওয়ায় দলের খেলায় কোনও অভাবই চোখে পড়েনি। প্রথম ৪৫ মিনিটে গোল তিনটি করেন ফেডেরিকো ভালভের্দে, এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা ও আরদা গুলার। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৫ এবং ৮৮ মিনিটে বাকি দুটি গোলের মধ্যে প্রথমটি করেন লুকা মডরিচ। অপরটি গুলারের।

এই ম্যাচে তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে ৩৯-এর মডরিচও যেভাবে দাপিয়ে বেড়ালেন, তার প্রশংসা করেছেন আন্সেলোত্তি। রিয়াল কোচ বলেছেন, ‘মডরিচ ফুটবলের জন্য দুর্দান্ত উপহার। তরুণ ফুটবলারদের কাছে দৃষ্টান্ত।’ দলের পারফরমেন্স নিয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘ভালো একটা ম্যাচ খেলল ছেলেরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছেই ছিল।’ তরুণ ফুটবলাররা যেভাবে দাপট দেখিয়েছে তাতে বেজায় খুশি কার্লো। বলেছেন, ‘যারা কম সুযোগ পায় এদিন তাদের সময় দেওয়া হয়েছিল। প্রতিপক্ষ তুলনামূলকভাবে দুর্বল হলেও ওরা নিঃসন্দেহে ভালো খেলেছে।’

গোল করলেন রিয়াল মাদ্রিদের ফেডেরিকো ভালভের্দে। তাঁকে অভিনন্দন সতীর্থ ব্রাহিম দিয়াজের।

আফগান-ম্যাচ বয়কটে না ইংল্যান্ডের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : সর্বসাকুল্যে টেস্ট খেলে ১২টি দেশ। ২০১৮ সালে ১০ থেকে সংখ্যাটা ১২-তে পৌঁছোয় আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তিতে। আর ১২ দলীয় টেস্ট পরিবারকে ভেঙে ‘টু টায়ার’ পরিকাঠামো! ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলগুলি নিজেদের মধ্যে নিয়মিত খেলবে। বাকিদের জন্য আলাদা মঞ্চ। টেস্টকে

দ্বিস্তরীয় টেস্ট ভাবনায় আপত্তি লয়েডের

আরও আকর্ষণীয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে তুলতে এমনই দাবিতে সমর্থন জুগিয়েছেন রবি শাস্ত্রীর মতো অনেকেই। অজি দৈনিক সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের দাবি, চলতি মাসেই নাকি আইসিসি সভাপতি জয় শা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

ক্লাইভ লয়েড যে সম্ভাব্য পদক্ষেপের প্রবল বিরোধী। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির মতে, এর ফলে টেস্ট ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দীর্ঘদিন ক্রিকেট বিশ্বে রাজত্ব চালানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দল ধাক্কা খাবে। উৎসাহ হারাবে। তুলনায় দুর্বল দলের বিরুদ্ধে খেললে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে।

এদিকে, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তান ম্যাচ বয়কটের সম্ভাবনা খারিজ করল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। মহিলা ক্রিকেটকে নিষেধাজ্ঞা আফগানিস্তানে। যার প্রেক্ষিতেই ম্যাচ বয়কটের দাবিতে গণস্বাক্ষরপত্র জমা দিয়েছে ইংল্যান্ডের ১৬০ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ইসিবি অবশ্য জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আইসিসি টুর্নামেন্ট। বয়কটের মতো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়।

মাসের সেরা হতে পারেন বুমরাহ

দুই মহাতারকাকে নিয়ে কড়া হওয়ার বার্তা বোর্ড সচিবের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : সিরিজ হাতছাড়া হয়েছে। সম্মান, মর্যাদা ধাক্কা খেয়েছে। সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অসন্তোষ।

দুইজনের কেউই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে তাঁদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। পারথ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে কোহলি অপরাজিত শতরান করেছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক রোহিতের মিশন অস্ট্রেলিয়ায় কোনও হাফ সেঞ্চুরিও নেই। তিন টেস্টের পাঁচ ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ৩১। সিডনিতে শেষ টেস্টে পরিস্থিতির চাপে রোহিত প্রথম একাদশ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আর পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজজুড়ে কোহলি বারবার একই ভুল করে গিয়েছেন।

এমন অবস্থায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোহলি-রোহিতদের কি টিম ইন্ডিয়ায় দেখা যাবে? প্রশ্ন উঠেছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। এখনও স্পষ্ট জবাব নেই কোথাও। তার মধ্যেই আজ সর্বভারতীয় এক হিন্দি দৈনিকের তরফে দাবি করা হয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নতুন সচিব হতে চলা (১২ জানুয়ারি বোর্ডের এসজিএমে সরকারিভাবে দায়িত্ব নেবেন) দেবজিৎ সইকিয়া আজ জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারকে রোহিত-বিরাট নিয়ে আরও কড়া হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। ক্রিকেটের চেয়ে বড় কোনও ক্রিকেটার হতে পারেন না, প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রোহিতদের জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবিও তুলেছেন তিনি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া সফরেও মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতীয় দল। এমন অবস্থায় নয়া বোর্ড সচিব জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারকে রোহিত-বিরাট নিয়ে কড়া হওয়ার বার্তা দিয়েছেন বলে খবর। নয়া বোর্ড সচিবের এমন বার্তা বা নির্দেশ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহল থেকে সরকারিভাবে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

যদিও বোর্ড সচিবের মনোভাব যদি সত্যিই এমন হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে রোহিত-বিরাটদের মতো তারকাদের বর্ণময় কেরিয়ারের শেষটা খুব খারাপ হতে চলেছে। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, শুধু রোহিত-বিরাটকে নিয়েই নয়। কোচ হিসেবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া গৌতম গম্ভীরকে নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে। মিশন অস্ট্রেলিয়ায় টিম ইন্ডিয়ার চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর লাল বলের টেস্ট ক্রিকেট থেকে গম্ভীরকে সরিয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণকে দায়িত্বে নিয়ে আসা যায় কিনা, এমন ভাবনার খবরও সামনে আসছে। প্রয়োজনে গম্ভীরকে শুধু সাদা বলের ওয়ান ডে ও টি২০ ক্রিকেটে কোচের দায়িত্ব দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, টানা ব্যর্থতার কারণে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল আপাতত ঘেঁটে ঘ। এর মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া সফরের পাঁচ টেস্টে ৩২ উইকেট নেওয়ার পুরস্কার হিসেবে আইসিসি-র মাসের সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় মনোনয়ন পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ। সম্ভবত তিনিই ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বিচারে মাসের সেরা ক্রিকেটার হতে চলেছেন।

হরিয়ানা ম্যাচে জাতীয় নির্বাচকরা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফিরতে পারেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : এক বছর পর তিনি ক্রিকেটে ফিরেছেন। বাংলার জার্সিতে একটি রনজি ট্রফি ম্যাচের পাশে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মোট নয়টি ম্যাচ খেলেছেন। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতেও মহম্মদ সামি জোড়া ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। আগামী বৃহস্পতিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে বাংলার জার্সিতে বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচেও খেলবেন সামি।

বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি সূত্রে খবর, সামির হাঁটু ও গোড়ালিতে আর কোনও সমস্যা নেই। তিনি সম্পূর্ণ ফিট। আর ফিট সামিকে নিয়ে সর্বভারতীয় ক্রিকেটমহলে তৈরি হয়েছে নয়া জল্পনা। সামির আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন নিয়ে চলছে জোরদার চর্চা। জানা গিয়েছে, বড় অঘটন না হলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন সামি। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে ফিরে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ ও তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ রয়েছে। সামি কি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজে ফিরতে পারেন? রাতের দিকে মুম্বই থেকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, ‘ইংল্যান্ড সিরিজে সামির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কম। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সামি ভারতীয় দলে থাকছেই।’ ইনস্টাগ্রামে সামি আজ তাঁর বোলিংয়ের ভিডিও দিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়ায় ফিরতে তিনি মরিয়া। রাতের দিকের খবর, বৃহস্পতিবার সামির বোলিং দেখার জন্যই বরোদার মোতিবাগ স্টেডিয়ামে বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টারের মঞ্চে হাজির হতে চলেছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও কয়েকজন জাতীয় নির্বাচক।

সোজা কথায়, সামির আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা। শুধু দেখার, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ নাকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন সামি।

সবুজ পিচের চ্যালেঞ্জ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : বরোদার মোতিবাগ ক্রিকেট মাঠ নাকি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি?

সকালে বরোদার মোতিবাগের স্টেডিয়ামে অনুশীলনের জন্য হাজির হয়ে চমক বাংলা শিবিরে। সবুজে মোড়া বাইশ গজ। পিচের সঙ্গে আউটফিল্ডের ফারাক করাই যাচ্ছে না। এমন পিচেই কি বৃহস্পতিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাকে? স্থানীয় মাঠ কর্মীদেরও আজ এমন প্রশ্ন করেছেন বাংলার ক্রিকেটাররা। জবাবও পেয়েছেন।

প্রতিপক্ষ হিসেবে হরিয়ানা বেশ শক্তিশালী। হর্ষল প্যাটেল, দীনেশ বানা, হিমাংশু রানা, যুবরাজ সিংদের মতো ঘরোয়া ক্রিকেটের একঝাঁক পরিচিত ক্রিকেটার রয়েছে হরিয়ানা দলে। এমন দলের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামার আগে টেনশনে বাংলা শিবির। বিকেলের দিকে বরোদা থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘মোতিবাগ স্টেডিয়ামের পিচ অবশ্যই চমকপ্রদ। সাম্প্রতিককালে ঘরোয়া ক্রিকেটের আসরে এমন সবুজ পিচের কথা মনে করতে পারছি না। দেখা যাক কী হয়।’ হরিয়ানার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচেল লক্ষ্যে প্রথম একাদশে অতিরিক্ত জোরে বোলার খেলানোর ভাবনা রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি এখনই প্রথম একাদশ নিয়ে কোনও মন্তব্য করছেন না।

ফিট মুকেশ

সবুজ পিচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বাংলা দলের জন্য সুখবর হল অভিমন্যু ঈশ্বরণ। সিডনি থেকে দেশে ফিরে আগামীকালই তিনি ঢুকে পড়ছেন বাংলার ক্রিকেট সংসারে। আজ রাতেই মুম্বই থেকে ব্যক্তিগত কাজ সেরে বরোদায় বাংলা দলে ঢুকে পড়েছেন মহম্মদ সামি। পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ঘাড়ের চোটের কারণে না খেলা জোরে বোলার মুকেশ কুমারও ফিট বলে খবর। বৃহস্পতিবার হরিয়ানা ম্যাচে মুকেশ ফিট হয়ে মাঠে নামতে চলেছেন, জানিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন। কিন্তু সবকিছুর পরও মোতিবাগের সবুজ পিচ ভাবাচ্ছে টিম বাংলাকে।

অস্ট্রেলিয়ায় আধা ফিট সামিকেও খেলাতেন শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে মহম্মদ সামিকে দরকার। দীর্ঘ রিহ্যাবের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরা সামিকে অবিলম্বে দলের সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও রবি শাস্ত্রীর দাবি গুরুত্ব পায়নি। ভারতের সিরিজ হারের ময়নাতদন্তে বসে সামির অনুপস্থিতি নিয়ে এবার প্রশ্ন তুললেন শাস্ত্রী। দাবি করলেন, আধা ফিট সামিকেও তিনি খেলাতেন! একই সুর রিকি পন্টিংয়েরও।

সামিকে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহে যে ‘নাটক’ হয়েছে, তা নিয়ে দুইজনেই অবাক। শাস্ত্রীদের দাবি, বাংলা দলের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে থাকলে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির গল্পটা অন্যরকম হতেও পারত। সামির ফিটনেস, টেস্ট-প্রত্যাবর্তনের সময়সীমা নিয়ে যেভাবে জলঘোলা হয়েছে, ক্ষোভ আড়াল করেননি প্রাক্তন হেডকোচ।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির পর্যালোচনায় শাস্ত্রী বলেছেন, ‘সামির পরিস্থিতি কীরকম ছিল, সেই সঠিক তথ্যটা কেন দেওয়া যায় না? ওর মতো দক্ষ প্লেয়ারকে আমি হলে অবশ্যই অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যেতাম। দলের সঙ্গে রাখতাম, যাতে সবসময় সেরা ফিজিওর পর্যবেক্ষণে থাকতে পারে। পরিস্থিতি বুঝে তারপর ব্যবহার করতাম।’

সামি-প্রসঙ্গে শাস্ত্রীর মতামতে সমর্থন করে পন্টিং বলেছেন, ‘আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। ভেবেছিলাম, সিরিজের মাঝপথেও অন্তত ডাক পাবে। একশোভাগ ফিট না হলে কিছুটা কম ওভার বল করত। অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডি বেশি বল করত। সামি তার মধ্যেই কিন্তু ব্যবধান গড়ে দিতে পারত। সামি, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ-তিন পেসারে দল সাজাত ভারত, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে যেত।’

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ী ভারতীয় দলের কোচ শাস্ত্রীর কথায়, অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দেওয়া ভুল। ভারতীয় পেস ব্রিগেডে এমন একজনকে দরকার ছিল, যে বুমরাহকে সাহায্য করবে। সিরাজ চেষ্টা করেছে। কিন্তু সামিকে দরকার ছিল। প্যাট কামিন্সের পাশে থেকে যে কাজটা মহম্মদ বোল্যান্ড করেছে, সামি থাকলে সেই সুবিধা পেত ভারতও।

আর এই দায়িত্বটা সামি যে দারুণভাবে সামলাতে সমর্থ, তা নিয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই শাস্ত্রীর মনে। সামি-ইস্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। অভিযোগের সুরে বলেছেন, ‘সত্যি বলতে, সামির ফিটনেস নিয়ে যে চাপানউতোর, বিতর্ক হয়েছে, তাতে আমি অবাক। দীর্ঘদিন ধরে এনসিএ-তে রিহ্যাবে ছিল। তারপরও ওর সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয়নি!’

বিয়ের পর কোর্টে ফিরছেন সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : বিয়ের পর প্রথমবার প্রতিযোগিতামূলক ব্যাডমিন্টনে ফিরছেন পিভি সিন্ধু। ১৪ জানুয়ারি থেকে নয়াদিল্লিতে শুরু হতে চলা ইন্ডিয়ান ওপেনে তাঁকে দেখা যাবে। প্রতিযোগিতায় ভারতের মোট ২১ জন শাটলার নামছেন।

বুমরাহ-বিতর্কে ভুল স্বীকার কনস্টাসের

তাঁর দেখা সেরা বলছেন খোয়াজা

সিডনি, ৭ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহর কঠোর শাস্তি প্রাপ্য।

সিরিজের শেষ দুই টেস্টে যেভাবে তরুণ স্যাম কনস্টাসকে আক্রমণ করেছেন দুই সিনিয়ার ভারতীয় ক্রিকেটার, তা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমনই দাবি করেছেন কনস্টাসের আঞ্চলিক দল নিউ সাউথ ওয়েলসের কোচ গ্রেগ শেপার্ড। যুক্তি, সিডনিতে উসমান খোয়াজাকে আউটের পর কনস্টাসের দিকে লক্ষ্য করে বুমরাহর আচরণ দৃষ্টিকটু, গ্রহণযোগ্য নয়।

তাঁর সেই দাবিকে যদিও খারিজ করে দেন কনস্টাসই। বলেছেন, দোষটা তাঁরই। দিনের একেবারে শেষবেলায় বাড়তি ওভার খেলা এড়াতে সময় নষ্ট করছিলেন খোয়াজা। যা মানতে পারেননি বুমরাহ। কথা বলতে দেখা যায় খোয়াজার সঙ্গে। কিন্তু তার মাঝেই ঢুকে পড়েন কনস্টাস। বুমরাহর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়ান। শেষপর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয় আম্পায়ারদেরও। খোয়াজা-শিকারে শেষ হাসি হাসেন অবশ্য বুমরাহ এবং তারপর কনস্টাসকে লক্ষ্য করে আগ্রাসী উচ্ছ্বাস।

বিতর্কিত ঘটনা নিয়ে কনস্টাসের অকপট স্বীকারোক্তি, ‘উজি (খোয়াজা) কিছুটা সময় নষ্টের চেষ্টা করছিল। ভুলটা আমারই। কিন্তু এই রকম ঘটেই থাকে। এটাই ক্রিকেট। দুর্ভাগ্য, উজি

আউট হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত কৃতিত্বটা অবশ্য বুমরাহর প্রাপ্য। উইকেট তুলে নিয়েই ফিরেছিল। তবে দল হিসেবে আমাদের পারফরমেন্স দুর্দান্ত ছিল।’

অতি-আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে অভিষেক ইনিংসেই চমকে দেন। রিভার্স স্কুপে গ্যালারিতেও ফেলেন বুমরাহকে। গত চার বছরে টেস্টে যে সাহস দেখাতে পারেননি দ্বিতীয় কোনও ব্যাটার। বিস্ফোরক শুরুতে সবাইকে চমকে দেওয়া ইনিংস নিয়ে বলেছেন, ‘জানি না, মাঠে পা রাখার পর কী হয়েছিল। শুধু চেষ্টা করেছি নিজের সেরাটা দিতে। বুঝতে পারছি, যা প্রতিপক্ষকে কিছুটা ধাক্কা দিয়েছিল।’

মেলবোর্নে প্রায় ৯০ হাজার দর্শক। বুমরাহর নতুন বল সামলানোর চ্যালেঞ্জ। প্রতিপক্ষ দলে নিজের ক্রিকেট আদর্শ কোহলি। কিছুটা নার্ভাস থাকলেও নিজেকে শান্ত রেখে বুমরাহর তৈরি চক্রব্যূহ ভেঙে গুড়িয়ে দেন আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে। কনস্টাস বলেছেন, ‘মাঠভর্তি দর্শক। উজিও বলছিল, আমার ব্যাটিং ওরও রক্তচাপ বাড়াচ্ছিল। উত্তেজনায় ফুটছিল। তবে আমার মধ্যে উত্তেজনা কাজ করেনি। অবশ্য অভিষেক ভালোভাবে হয়েছে, দুই ম্যাচেই জয়ী।’

খোয়াজা মেনে নেন, সিরিজে বুমরাহ-ফোবিয়ার শিকার। সিরিজের আগে ৭ ইনিংসে বুমরাহকে একবারও উইকেট দেননি। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সিরিজ শুরু করেন। যদিও সিরিজ শেষে ছবিটা আলাদা। ৬ বারই বুমরাহর শিকার। খোয়াজার কথায়, ‘সবাই জিজ্ঞাসা করছিল, কী হচ্ছে? সত্যি কথা বলতে, আমি বুমরাহ-ফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। নির্ণায়ক ইনিংসে ওর চোট দুর্ভাগ্যজনক। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই পিচে ওকে খেলতে হয়নি। যখন দেখি বুমরাহ নেই, বুঝে যাই আমাদের সামনে বড় সুযোগ। নিঃসন্দেহে যাদের বিরুদ্ধে খেলেছি, তাদের মধ্যে সবথেকে কঠিন বোলার। যখনই বল হাতে পেয়েছে, মনে হয়েছে উইকেট তুলে নেবে।’

লাল-হলুদে ভেনেজুয়েলার স্ট্রাইকার রিচার্ড

হৃদয় দিয়ে খেলেই হার, মত ব্রুজোঁর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। বাসে বসে ফুটবলার-সাপোর্ট স্টাফরা। কিন্তু দেখা নেই কোচের। তিনি তখন সাজঘরে কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।

গত কয়েকদিন ধরে এটাই চিত্র ইস্টবেঙ্গলের। এমনকি মাঝে একদিন কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য বিনো জর্জকেই অনুশীলন করাতে হল। বেশিরভাগ সময়টা অনুপস্থিত থাকলেন অস্কার ব্রুজোঁ। নতুন ফুটবলারের ব্যাপারে এসব আলোচনা শেষপর্যন্ত পরিণতি পেল। এদিনই ক্লাবের তরফে নতুন বিদেশি নাম ঘোষণা করা হয়। ভেনেজুয়েলার আন্তর্জাতিক ফুটবলার রিচার্ড সেলিস যোগ দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলে। এই স্ট্রাইকার স্বদেশের ক্লাব অ্যাকাডেমিয়া পুয়ের্তো কাবেল্লোর হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছেন গত অক্টোবরে। তিনি উইঙ্গার হিসাবেও খেলতে পারেন।

এদিকে, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে শুরুটা দুর্দান্ত শুরু এবং ডিসেম্বরের আইএসএল ম্যাচগুলিও মোটামুটি ভালো যাওয়ার পরে নতুন বছরে নতুন জোয়ারের বদলে হঠাৎই আবার ভাটার টান ইস্টবেঙ্গলে। চোট-আঘাতের পাশাপাশি মাঠে যাঁরা খেলছেন তাঁদের অত্যন্ত নির্বিষ ফুটবল! দুইয়ে মিলে ফের পরপর দুই ম্যাচে জয় অধরা। কঠিন হয়ে যাচ্ছে সুপার সিক্সের অঙ্কও। দুর্বল হায়দরাবাদ এফসি-র বিপক্ষে তবু এক পয়েন্ট এসেছিল কিন্তু মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ২-২ করেও হারের কোনও ব্যাখ্যা নেই। ম্যাচ সম্পর্কে কোচের নিজস্ব বিশ্লেষণ, 'প্রথমার্ধে আমরা কিচ্ছু খেলতে পারিনি। বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ালেও শেষদিকে ব্যক্তিগত ভুলে হারতে হল। আসলে মাঝমাঠটা আমরা একেবারেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। ডানদিকেও সমস্যা হচ্ছে আমাদের। ওদিকটায় ফুলব্যাক (প্রভাত লাকড়া ও পরে নীশুকুমার) আত্মবিশ্বাসী না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। রক্ষণ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং প্রতিপক্ষ সেটাকেই কাজে লাগাচ্ছে।' অ্যাটাকারদের সহজ সুযোগ নষ্টও যে হারের কারণ সেটা মেনে নিতে দ্বিধা করেননি তিনি, 'দ্বিতীয়ার্ধে আমার ছেলেরা মস্তিস্কের থেকেও হৃদয় দিয়ে বেশি খেলেছে বলেই উজ্জীবিত লেগেছে গোটা দলকে। ক্লেইটন (সিলভা), নাওরেম মহেশরা (সিং) সহজ সুযোগ নষ্ট করে। এটাই এখন আমাদের দলের বাস্তব চিত্র। চোট-আঘাতের জন্য এগারোজন বাছাই করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। একাধিক ফুটবলার অনভ্যস্ত জায়গায় খেলছে।'

ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি রিচার্ড সেলিস।

এদিন আবার চোট পেলেন আনোয়ার আলি। ম্যাচের পর তিনি হুইল চেয়ারে স্টেডিয়াম ছাড়লেও তিনি দিন দুয়েকের মধ্যে ফিট হয়ে যাবেন এবং ডার্বিতে মাঠে নামবেন বলে আশাপ্রকাশ করেন ব্রুঁজো।

সাউল ক্রেসপো চলে এলেও তাঁর আরও চার সপ্তাহ লাগবে পুরোপুরি মাঠে নামার জায়গায় আসতে। ১১ তারিখ ডার্বি ছাড়াও এই মাসেই এফসি গোয়া, আবার মুম্বই, কেরালা ব্লাস্টার্সের মতো দলের মুখোমুখি হতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। ওই কঠিন ম্যাচে পয়েন্ট না পেলে যে উপরের দিকে ওঠা যাবে না সেই ব্যাখ্যাও দেন তিনি, 'আমরা হৃদয় দিয়ে বেশি খেলছি। যখন পিছিয়ে বা ড্র করি তখন বেশি ভালো খেলি। অথচ এগিয়ে থাকলে সেটা পারি না। এই ধরনের কঠিন লিগে এভাবে পয়েন্ট তালিকার উপরে ওঠা যায় না।' ১৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে এগারো নম্বরেই থেকে যাওয়াটা যে তাঁদের কাছে কাম্য ছিল না, এটাই উঠে এসেছে এদিন তাঁর বক্তব্যে।

রাত অবধি হল না ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : আইএসএলের ফিরতি ডার্বি হচ্ছে গুয়াহাটিতেই। যদিও এদিনও রাত পর্যন্ত সরকারি ঘোষণা হয়নি। তবে এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফে মৌখিকভাবে গুয়াহাটিতে ম্যাচ হওয়ার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়। এমনকি ইস্টবেঙ্গলকেও বেসরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূলত গুয়াহাটিতে বিজেপি-র জাতীয় স্তরের নেতাদের সভা ও র‍্যালি থাকায় পুলিশের লিখিত অনুমোদন আসতে দেরি হচ্ছে বলে সরকারিভাবে ম্যাচ হওয়ার ঘোষণা করা যাচ্ছে না বলে বাগান সূত্রের খবর।

আক্রমণাত্মক ফুটবলের ছক মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে গোল পেয়েছিলেন তিনি। সেই ধারা বজায় রাখতে চান মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন। আইএসএলে গোল পেলেও সমর্থকদের প্রত্যাশা এখনও পূরণ করতে পারেননি তিনি। তাই ডার্বিকেই পাখির চোখ করেছেন অজি তারকা।

মঙ্গলবার অনুশীলন শেষে গাড়িতে ওঠার আগে ম্যাকলারেন বলে গেলেন, 'আমি আগের ডার্বিতে গোল করেছি। সেই ধারা এই ম্যাচে বজায় রাখতে চাই।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি ইস্টবেঙ্গল-মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ হোটেলে বসে দেখেছি। ওদের পরাজয়ে আমাদের আরও ভালো হল। তবে ডার্বি নিয়ে আগাম কিছু বলা সম্ভব নয়। এই ম্যাচ সবসময় ফিফটি-ফিফটি। ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে। আমরা জেতার লক্ষ্যে মাঠে নামব।'

সোমবার ইস্টবেঙ্গল-মুম্বই ম্যাচের দিকে নজর ছিল কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনারও। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের দুর্বলতা ইতিমধ্যে তাঁর নোটবুকে উঠে গিয়েছে। ফলে ডার্বিতে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের ছক কষছেন তিনি। মঙ্গলবার ঘণ্টাদুয়েকের অনুশীলনে সেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তিনি। দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানোর দিকে জোর দেন মোলিনা। পাশাপাশি রক্ষণে পায়ের জঙ্গল ভেঙে গোল তুলে নেওয়ার দিকে নজর ছিল তাঁর।

এদিকে, ডার্বিতে নিজের পুরোনো ছন্দে ফিরতে চান অজি তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। চলতি মরশুমে স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে।

ডার্বিতে গোল চান ম্যাকলারেন

তার ওপর চোটের কারণে কয়েকটি ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। তবে ডার্বির আগে চোট কাটিয়ে পুরোদমে অনুশীলন করছেন তিনি। নিজেকে প্রমাণ করার একটা বাড়তি তাগিদ দেখা গিয়েছে অজি তারকার মধ্যে। এমনিতেই ডার্বিতে বরাবরই দুর্দান্ত ছন্দে থাকেন তিনি। ৮টি ডার্বি খেলে ৫টি গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর। শেষ ৩টি ডার্বিতেই গোল করেছেন দিমি। শনিবার সেই পারফরমেন্স ধরে রাখতে চান তিনি।

বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচে রবিই হয়তো ভরসা মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : সোমবার সইপর্ব মিটেছে। মঙ্গলবারই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অনুশীলনে নেমে পড়লেন রবি হাঁসদা। আন্দ্রেই চেরনিশভের ভাবনায় ঢুকে পড়েছেন বাংলার স্ট্রাইকার।

রবির কাছে ইস্টবেঙ্গল সহ অন্য ক্লাবের প্রস্তাব ছিল। তবে বাংলার সন্তোষ জয়ের অন্যতম নায়ক এদিন বলেছেন, 'মহমেডানে হয়তো সুযোগ বেশি পাব। সেই কারণেই এই ক্লাবকে বেছে নেওয়া।' এদিকে শেষ দুই ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট করে এলেও এখনও গোল খরায় ভুগছে সাদা-কালো। সেই সমস্যা মেটাতেই সন্তোষ ট্রফির সর্বাধিক গোলদাতাকে নেওয়া। রবি বেশ ছন্দে রয়েছেন। সেখানে এই মুহূর্তে দলের যা পরিস্থিতি তাতে বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচেই হয়তো তাঁকে মাঠে নামিয়ে দিতে পারেন চেরনিশভ। হাতে বেশ কয়েকটা দিন সময়ও রয়েছে। তার মধ্যে রবি দলের সঙ্গে মানিয়ে নেবেন বলেও আশা সাদা-কালো থিংকট্যাংকের। এদিন মহমেডান সিনিয়ার দলের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন ইসরাফিল দেওয়ানও।

এদিকে, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ আয়োজনের বিপুল অঙ্কের খরচ এড়াতে দুটি হোম ডার্বি অন্য শহরে আয়োজন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মহমেডান কর্তারা। যদিও পুরোটাই চিন্তাভাবনার স্তরে রয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিনিয়োগকারী সংস্থাই।

ম্যাচের সেরা অশ্বিনী সিং। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জয়ী এসবিএস পাটনা

কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ক্রিকেটে মঙ্গলবার এসবিএস পাটনা ৯০ রানে সুপ্রিম স্পোর্টিংকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে এসবিএস ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৭ রান তোলে। সূর্য প্রকাশ ৬১ রান করেছেন। ধীরাজ কুমারের শিকার ২৫ রানে ২ উইকেট। জবাবে সুপ্রিম ১৭.২ ওভারে ১০৭ রানে গুটিয়ে যায়। সাহিল কুমারের অবদান ২৮ রান। রণিত সিং ১৮ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচের সেরা এসবিএস পাটনার অশ্বিনী সিং।

টিচার্স কাপ ক্রিকেট শুরু

দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি : দিনহাটা-২ নম্বর চক্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তৃতীয় বর্ষ টিচার্স কাপ ক্রিকেট শুরু হল মঙ্গলবার। পেটলা নবিবকস স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে ভেটাগুড়ি এলবিএস উচ্চ বিদ্যালয় ৩ রানে দিনহাটা পশ্চিম চক্রকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা এলবিএস-র স্বরূপ কুণ্ডু। অন্য ম্যাচে আদাবাড়ি মনসুর আলি উচ্চ বিদ্যালয় ৫ রানে বলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা হয়েছেন আদাবাড়ির মলয় ঘোষ। তৃতীয় খেলায় সিতাই চক্র ২৩ রানে হারিয়েছে নাককাটি পুষণাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়কে। ম্যাচের সেরা সিতাইয়ের রবিউল ইসলাম।

৫ উইকেট অভিজিতের

বালুরঘাট, ৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার দিলীপ দাস মেমোরিয়াল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২৫ রানে কচিকলা অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে দিলীপ দাস টসে জিতে ৪৩ ওভারে ২০৩ রান তোলে। তন্ময় অধিকারী ৯২ রান করেন। শুভঙ্কর রুদ্রর অবদান ৪৫। বুবাই বিশ্বাস ৫৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সমীর শীল (৩৮/৩)। জবাবে কচিকলা ৩২.৫ ওভারে ১৭৮ রানে অল আউট হয়। সাদ্দাম আলি ৪৫ ও ভাস্কর মাহাতো ২৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ সরকার ৫২ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন বিকি বাসফোর (২৫/৩)।

ম্যাচের সেরা অভিজিৎ সরকার।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে প্রেমেরডাঙ্গা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৭ জানুয়ারি : গুমানিহাট মাঠে জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মাথাভাঙ্গা কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল প্রেমেরডাঙ্গা জিপি। প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৯২ রানে হারিয়েছে ফুলবাড়ি জিপি-কে। মঙ্গলবার প্রথমে প্রেমেরডাঙ্গা ৩ উইকেটে ২৪৩ রান তোলে। ৯২ রান করে ম্যাচের সেরা তন্ময় ধর। জবাবে ফুলবাড়ি ১৫১ রানে গুটিয়ে যায়। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে বড় শৌলমারি জিপি ও ফুলবাড়ি জিপি।

রানার ৫ শিকার

তুফানগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে তুফানগঞ্জ মাস্টার্স ১৬ রানে হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। সংস্থার মাঠে মাস্টার্স প্রথমে ৩১.৫ ওভারে ১১১ রানে অল আউট হয়ে যায়। ২১ রান করেন রাজা দেবনাথ। ৩ উইকেট নেন স্নেহাশিস মান্তা ও দিবাকর ভাদুড়ি। জবাবে বিবেকানন্দ ২১.৪ ওভারে ৯৫ রানে গুটিয়ে যায়। কল্যাণ বর্মার অবদান ১৭ রান। ২৯ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন রানা দাস। বুধবার মুখোমুখি হবে নিউ প্রগতি সংঘ ও বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

মাদ্রাসা ক্রীড়া

রাঙ্গালিবাজনা, ৭ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া মঙ্গলবার রাঙ্গালিবাজনার আমবাড়ি বিপ্লব সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত হল। ক্রীড়ার সূচনা করেন মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান। ৩ উচ্চ মাধ্যমিক, ১ জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা এবং ৫ মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের ১৭৩ জন পড়ুয়া ৬০ টি ইভেন্টে অংশ নেয়।

চৈতালির ফুটবল

গঙ্গারামপুর, ৭ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুরের চৈতালি ক্লাবের দুইদিনের ফুটবল ১১ জানুয়ারি শুরু হবে। গঙ্গারামপুর হাইস্কুল মাঠে ১৬টি দল খেলবে। চ্যাম্পিয়নরা ট্রফি ও ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। রানার্সদের ট্রফির সঙ্গে দেওয়া হবে ৭০ হাজার টাকা।